কবিতায় বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর কবিতা

সম্পাদনা | শেখ নজরুল



কবিতায় বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর কবিতা

সম্পাদনা
শেখ নজরুল

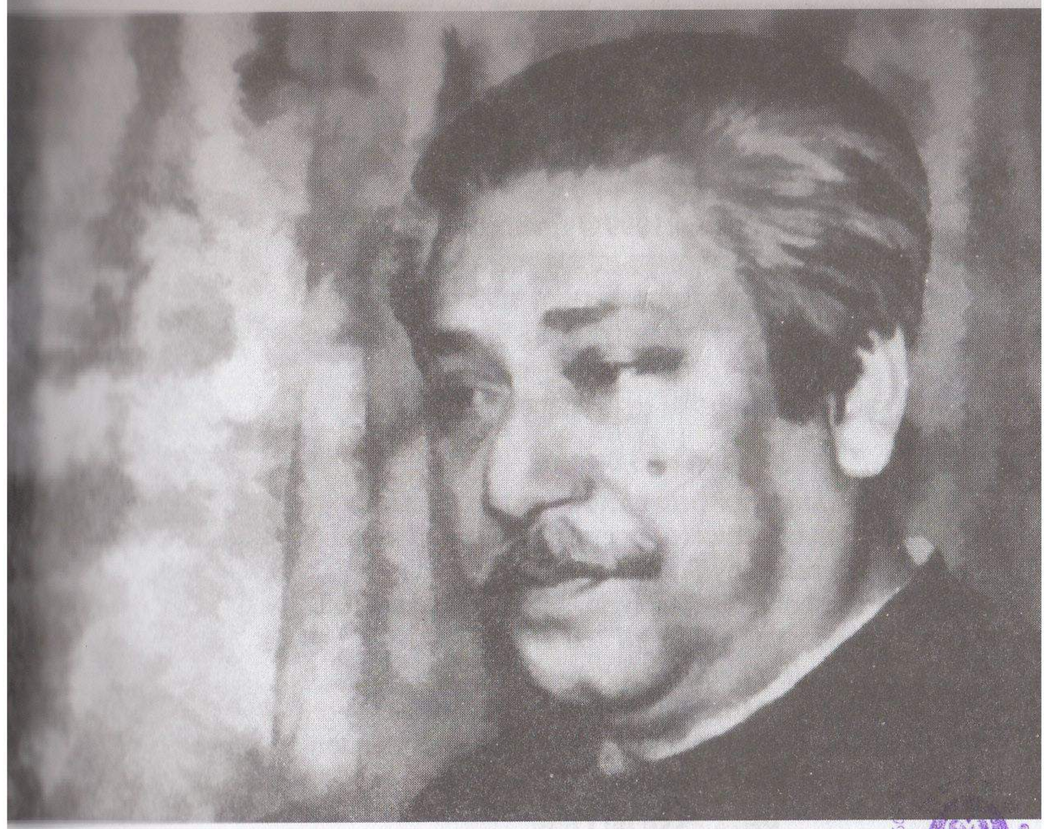
Kabitay Bangabondhu
Pathak Shamabesh
Since 1987
4390902
Tk 550.00

কবিতায় বঙ্গবন্ধু
বঙ্গবন্ধুর কবিতা



কবিতায় বঙ্গবন্ধু
বঙ্গবন্ধুর কবিতা

সম্পাদনা | শেখ নজরুল



পারিজাত প্রকাশনী

Dhaka Bangladesh
Establish 2014

কবিতায় বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর কবিতা ◘ সম্পাদনা শেখ নজরুল
প্রথম প্রকাশ : ২০১৫
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রকাশক : শওকত হোসেন লিটু
পারিজাত প্রকাশনী, ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৫৬২৫ মোবাইল : ০১৬১১-৯০৬০৪০
ই-মেইল : parijat1999@gmail.com
প্রচ্ছদ : সাজেদুর রহমান সাজ
আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন
বর্ণবিন্যাস : লেখক কর্তৃক কম্পোজকৃত
মুদ্রণে : মিরাজ প্রিন্টিং প্রেস, আরামবাগ, ঢাকা

মূল্য ৫৫০ টাকা

KABITAY BANGABONDHU BANGABONDHUR KABITA
(A collection of dedicated poems) by Sheikh Nuzrul
Published by Showkat Hossain Litu
Parijat Prakashoni, 68-69 Payridas Road, Dhaka-1100
Phone : 9575625 *Cell : 01611-906040*
e-mail: parijat1999@gmail.com
U.S.A Distributer : Muktadhara, Jakson Hights, NewYork
U.K Distributer : Sangeeta Ltd. 22 Break Lane, London
First Pubilshed -2015

Price : 550.00 Only.

ISBN-978-984-507-226-7
অন লাইনে বই পেতে হলে : www.rokmari.com/parijat
ফোনে অর্ডার করতে-১৬২৯৭

উ|ৎ|স|র্গ

... বুকের ভেতর অনবরত উচ্চারিত শব্দে, দোয়েল নেচে ওঠে কাঁঠালের বনে,
রক্তস্নাত জলের বুকে শাপলার হাসিমুখ, জানালায় ভোরের পাখির ব্যস্ত ডাকাডাকি,
শান্তির পায়রা ধান খোঁটে লেখার টেবিলে, আর উৎসর্গিত জীবন শ্যামল
কণ্ঠে বলে ওঠে– বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।

শেখ হাসিনা
সম্মানেষু

পূর্বাভাস

বঙ্গবন্ধু–যিনি নিজেই মহাকাব্য, তাঁকে নিয়ে কবিতা লেখা কিংবা তাঁকে নিবেদন করে কাব্য লেখার প্রচেষ্টা মহা সাগরের বুকে একফোটা জলযোগ ছাড়া কিছুই নয়! তবু আমরা এই কাজটি করছি, কারণ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ছাড়া কিছু নয়। যিনি একটি নতুন দেশ, একটি নতুন জাতিসত্তা, একটি লাল-সবুজ পতাকা, একটি নতুন মানচিত্র উপহার দিয়েছেন, বাঙালি হিসেবে আমাদের আত্মমর্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন তার জন্য ভালোবাসার দ্বার খোলা থাকবে না, তা হতেই পারে না। তাই সম্ভবত বন্ধবন্ধুকে নিবেদন করে লেখা কাব্য সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো নেতাকে নিয়ে এতো বেশি সংখ্যক কবিতা লেখা হয়নি। আর সে সব কবিতা নিয়ে আরও কেউ কেউ মটালবন্দি করতে নিশ্চয়ই প্রয়াসী হয়েছেন। আমার এই প্রচেষ্টার সঙ্গে তাদের পদক্ষেপের ভিন্নতা আছে কিনা জানি না, তবে বৈচিত্র যে আছে তা পাঠক অনুধাবন করতে পারবেন। কারণ *কবিতায় বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর কবিতা* নামের সম্পাদিত গ্রন্থে নবীন-প্রবীণ, খ্যাত-অখ্যাত প্রকাশ্য-গোপন সব ধরণের কাব্য একত্রে গেঁথে রাখার একটি ভালো চেষ্টা করা হয়েছে।

এখানে গ্রন্থিত কাব্যে কবিতার কাব্যমান বিবেচ্য ছিলো না, বরং ছিলো বঙ্গবন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম নিবেদন, যার যার মতো করে, যার যার ভাবনায়, ভালোবাসায়, ছন্দে, বর্ণে, গন্ধে–যেনো এক সুতোয় গাঁথা ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের সমান শ্রেষ্ঠ মানবমালা। আশাকরি বইটি পাঠকসমাজ প্রিয়তে রাখবেন। হয়তো আক্ষেপও থাকবে, ইস! আমারও যদি একটি কবিতা এখানে থাকতো!

তবে বঙ্গবন্ধুর কবিতার জন্য কবিতার অবতারণাই যথপোযুক্ত....

তিনি আমার কে ছিলেন?–পিতা, ভাই, সন্তান যে নামেই ডাকো, তাঁকে বাংলাদেশ বলো। তিনি অমাবশ্যার ভয়াল অন্ধকার ছুঁতে পারতেন, উত্তাল পদ্মা পার হয়ে–অনায়াসে মিশে যেতেন জনতার মিছিলে। তিনি আমার কে ছিলেন?–বৃষ্টি, হিম, কুয়াশা; যে নামেই ডাকো তুমি তাঁকে স্বপ্ন বলো।

তিনি বঙ্গোপসাগরের তীর থেকে যাত্রা শুরু করতেন, থামতেন তেঁতুলিয়ায়, তুমি তাকে চাতক বলো, রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে বাধ্যগত সন্তানের মতো, বসিয়ে রাখার ক্ষমতা ছিলো তাঁর; দোয়েলের ছোট্ট চোখে যিনি আঁকতেন–লাল-সবুজ পতাকা–তুমি তাঁকে শিল্পাচার্য বলো। তিনি আমার কে ছিলেন?–বৃক্ষ, সবুজ, নদী–যে নামেই ডাকো, তাকে তুমি স্বাধীনতা বলো।

যিনি শষ্যের মতো উদার, অবশ্যম্ভাবী আগামী ছিলেন, তাকে তুমি সুপুরুষ বলো। তিনি শাপলার বুক থেকে ঝিলের সুখ কুড়াতেন, আর ঝিলের বুক থেকে কুড়াতেন মানুষের স্নান, তাঁকে তুমি সম্ভাবনা বলো। তিনি আমার কে ছিলেন?–বাহান্ন, উনসত্তর, একাত্তর–যে নামেই ডাকো; তাকে তুমি বিজয়দীর্ঘ স্বপ্ন বলো।

অনেক বছর ধরে বলছি–তিনি আমাদের কে ছিলেন? তিনি আমাদের কে ছিলেন? তিনি আমাদের কে ছিলেন? মার্চ, ডিসেম্বর, আগস্ট, ফেব্রুয়ারি–যে নামেই ডাকো; তোমরা তাঁকে শোকার্ত স্বদেশ বলো।

সম্পাদনার কাজ সবসময়ই কঠিন। অগুনতি মন আর মনন–একত্রে ধারণ করেই সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করতে হয়! আলোচ্য গ্রন্থে সেই চেষ্টা অব্যহত ছিল। গ্রন্থের ধমনীতে ছিল সঠিকমাপের হৃৎস্পন্দন। তবু অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু প্রমাদত্রুটি যে নেই তাও বলি কি করে? পাঠক নিশ্চয় ক্ষমা করবেন।

ফেব্রুয়ারি ২০১৫ **শেখ নজরুল**

সূচি পত্র

বঙ্গবন্ধু আদিগন্ত যে সূর্য ॥ *অজয় দাশ*-১৭
বাংলাদেশের ছড়া ॥ *অমিতাভ চৌধুরী*-১৮
হারায়ে খুঁজি ॥ *অমিতাভ দাশগুপ্ত*-১৯
শেখ মুজিবুর রহমান ॥ *অখিল সাহা*-২০
যদি রাজদণ্ড দাও ॥ *অসীম সাহা*-২১
বঙ্গবন্ধুর প্রতি ॥ *অথই নীড়*-২৪
ছড়া ॥ *অন্নদাশঙ্কর রায়*-২৫
অবিস্মরণ ॥ *অঞ্জনা সাহা*-২৬
পিতৃঋণ ॥ *অনীক মাহমুদ*-২৭
শেষ উচ্চারণ ॥ *অনিন্দিতা আব্দুল্লাহ*-২৮
আগস্ট পঁচাত্তর ॥ *অরুণ চৌধুরী*-২৯
বঙ্গবন্ধু, তোমার এপিটাফ ॥ *অরাত্রিকা রোজী*-৩০
সম্পূটক পতনের দুন্দুভি বিজয় ॥ *অরবিন্দু চক্রবর্তী*-৩২
পিতা, হে মহামানব ॥ *অসীম তরফদার*-৩৩
জাতির জনক ॥ *আতিয়ার রহমান*-৩৪
কোথায় যাবি বল ॥ *আ ব ম ছালাউদ্দিন*-৩৫
এ কেমন জন্মাদিন ॥ *আসাদ চৌধুরী*-৩৬
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা ॥ *আবু আসাদ*-৩৮
মুজিব মানে ॥ *আশরাফ আলী পাঠান*-৩৯
শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু ॥ *আসমা উল অনু*-৪০
মায়ের শাদা রুমালের গল্প ॥ *আজিজুর রহমান আজিজ*-৪১
জাতির পিতা ॥ *আকাশ চৌধুরী*-৪৩
একটি অমিয় নাম ॥ *আবদুস সাত্তার*-৪৪
কে বলে বঙ্গবন্ধু নেই? ॥ *আ স ম সিদ্দিক*-৪৫
জনকহারা যন্ত্রণা ॥ *আরিফ রব্বানী*-৪৬
সহজ স্বীকারোক্তি ॥ *আদিত্য নজরুল*-৪৭
বাংলাদেশের জনক তুমি বঙ্গবন্ধু ॥ *আমিনুর রহমান সুলতান*-৪৮
বঙ্গবন্ধুকে ॥ *আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী*-৪৯
বাঙালির রাজা মানুষের রাজা ॥ *আশরাফুল আলম পিনটু*- ৫১
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ॥ *আতিয়ার রহমান*-৫৩
বজ্রে আঁকা একটি নাম ॥ *আয়শা ঝর্ণা*-৫৪
কালো ব্যাজ খুলে ফেলো ॥ *আসিফ নূর*-৫৬
বঙ্গবন্ধু কোনো নাম নয় ॥ *আহমেদ ফিরোজ*-৫৭
মানুষ জাগবে ফের ॥ *আনিসুল হক*-৫৮
শেখ মুজিব ॥ *আমীরুল ইসলাম*-৬০
তিনি আমাদের ॥ *আনজীর লিটন*-৬১

মুজিব মানে তো ॥ আহমাদ মাযহার-৬২
তোমার তো মৃত্যু নেই ॥ আবু হেনা আবদুল আউয়াল-৬৩
সেই তো ॥ আসলাম সানী-৬৪
বঙ্গবন্ধু প্রথম তোমায় ॥ আনোয়ারা আজাদ-৬৫
জাতির জনক তিনি ॥ আলী হাবিব-৬৬
স্বাধীনতার গীতিকার ॥ আয়াত আলী পাটওয়ারী-৬৭
বঙ্গবন্ধু আর কিছু না ॥ আলম তালুকদার-৬৮
মনে পড়ে বন্ধু ॥ আনোয়ারা সৈয়দ হক-৬৯
স্বাধীনতার মহান নেতা ॥ আব্দুল জব্বার-৭০
নির্মিত কহলারে যেন পাই আবক্ষ বাংলাদেশ ॥ আবিদ আজাদ-৭১
টুঙ্গিপাড়া ॥ আলমগীর রেজা চৌধুরী-৭৩
নক্ষত্রমানব ॥ আবু হাসান শাহরিয়ার-৭৪
বেহুলা বাংলা আমার ॥ আবু মুহম্মদ রইস-৭৫
অঙ্গীকার ॥ আলতাফ আলী হাসু-৭৬
চিরদিনের মুজিব ॥ আহমাদ উল্লাহ-৭৭
এই জনকধন্যি মেয়ের নির্বাচিত পঙ্‌ক্তিমালা ॥ আখতারুজ্জামান চিরু-৭৮
সোনার বরণ ছেলে ॥ আখতার হুসেন-৭৯
বন্ধুবন্ধু ॥ আবদুল বারী হাওলাদার-৮০
জয়তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ॥ ইয়াফেস ওসমান-৮১
মুজিব নামের কাব্য ॥ ইব্রাহিম মিজি-৮২
ফুলবাড়িয়া স্টেশনে শেখ মুজিব ॥ ইকবাল আজিজ-৮৩
শব্দসৈনিক ॥ এমদাদুল হক বাদশা-৮৪
মুজিব মানে-ই স্বাধীনতা ॥ এখলাসুর রহমান-৮৫
ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য চাকায় ॥ ওবায়েদ আকাশ-৮৬
এবার তোমাদের পালা, প্রতিশ্রুতি পূরণে ॥ এ কে শেরাম-৮৭
জনকের শুভ জন্মদিনে ॥ এমদাদ খান-৮৯
বঙ্গবন্ধু ॥ ওয়াসিফ-এ-খোদা-৯১
জীবনের সঙ্গে যার স্বাধীনতা জমিন ॥ ওয়ালি মাহমুদ-৯২
মিতার মন্ত্রমুগ্ধ বাণী ॥ ওয়াহিদ রহমান-৯৩
একটি গাছ ॥ ওয়াহিদ রেজা-৯৪
তিনি এবং আমাদের স্বপ্ন ॥ কায়সুল হক-৯৫
মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গবন্ধু ॥ কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী-৯৬
ভিন্ন আকাশ খুঁজছি ॥ কাজী রোজী-৯৭
১০ জানুয়ারি ॥ কামাল চৌধুরী-৯৯
আদর্শের উত্তরাধিকার ॥ কাশীনাথ সাহা-১০১
আগস্টের প্রত্যুষে ॥ কাজল রশীদ-১০২
কাঁদতে-কাঁদতে ॥ কাজী কেয়া-১০৩
আজ পনেরোই আগস্ট ॥ কাবেদুল ইসলাম-১০৪
শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিব ॥ কাজী মোস্তফা-১০৬
ঋণ ॥ কাজী হাসান ফিরোজ-১০৭
জনক ॥ কামরুজ্জামান লিটন-১০৮
অকৃতজ্ঞের ক্ষমা নেই ॥ কায়েস শামসুদ্দীন-১০৯
অবতার ॥ মো. কামরুল ইসলাম সাগর-১১০
রক্তস্রোত এখন শস্যদানা ॥ খান-চমন-ই-এলাহি-১১১
বাংলাদেশের হৃদয় হতে ॥ খালেদা এদিব চৌধুরী-১১২
আগস্টের এক নির্মম ধলপ্রহরে ॥ খালেক বিন জয়েনউদ্দিন-১১৩
একটি মানুষ খুঁজি ॥ গোলাম নবী পান্না-১১৪
হৃদয়ের রজনীগন্ধা ॥ গোলাম কিবরিয়া পিনু-১১৫
এই মুখাবয়ব, এই পোর্ট্রেট ॥ গাজী রফিক-১১৬
কুড হেইম এবং শেখ মুজিব ॥ গিয়ার্ড লুইপকে-১১৭
শোনা একটি মুজিবরের থেকে ॥ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার-১১৮
সে তো তুমি ॥ নেছার আহমেদ-১১৯
একটি স্বপ্নের নাম ॥ জ্যোতির্ময় দাশ-১২০
বঙ্গবন্ধু ॥ জাহিদুল হক-১২১
মানচিত্রের মাল্যকার ॥ জসিম মাহমুদ-১২২
একজন শেখ মুজিব ॥ জাহিদ মুস্তফা-১২৩
আর আছে কেউ ॥ জাহাঙ্গীর হাবিবউল্লাহ-১২৪
তোমার রক্তে ॥ জাফর ওয়াজেদ-১২৫
এ বাঁশি বাজবে চিরকাল ॥ জাকির হোসেন রাজু-১২৬
আমার রক্ত স্বদেশ-পতাকা ॥ জাহাঙ্গীর আলম জাহান-১২৯
জাতির পিতা মরে না ॥ জাহিদ আহমেদ-১৩০
একটি নামের সীমা ॥ জামসেদ ওয়াজেদ-১৩১
ছবি ॥ জগলুল হায়দার-১৩২
স্থপতি পিতা ॥ জামিল জাহাঙ্গীর-১৩৩
বিজয় ॥ জসিম উদ্দিন সবুজ-১৩৪
প্রেয় বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতির পিতা ॥ মূল : জাপানি কবি মুটসুত্ত সসুয়া-১৩৫
মানচিত্রের প্রাণপুরুষ ॥ ঝর্ণা রহমান-১৩৬
তোমারই নামে বঙ্গবন্ধু ॥ টিমুনী খান রীনো-১৩৮
জাতির জনক ॥ তুহিন খান-১৩৯
বন্ধুবন্ধুর জন্য ॥ তুষার কর-১৪০
তোমাকে অস্বীকার করবে কে? ॥ তিতাশ চৌধুরী-১৪১
মুজিবের মুখ ॥ তারিক সুজাত-১৪৩
জন্ম মম বঙ্গেতে ॥ তারেক মাহমুদ-১৪৪
জনক বৃক্ষ ॥ তৌহিদুল আলম-১৪৫
একজন কিংবদন্তি ও বাংলাদেশ ॥ তুহিন তৌহিদ-১৪৬
কেন তুমি নাই বঙ্গবন্ধু ॥ তীর্থ সাহা-১৪৭

হে মহানায়ক ॥ *তোফাজ্জল হোসেন-১৪৮*
প্রতিরোধ ॥ *তুহীন রহমান-১৪৯*
শেখ মুজিবুর রহমান ॥ *দিলওয়ার-১৫০*
মানচিত্র যখন শোকগ্রস্ত ॥ *দাউদ হায়দার-১৫১*
যিসাস মুজিব ছবিটা ॥ *দিলদার হোসেন-১৫২*
আবার জ্বলব, জ্বালাব আবর্জনা ॥ *দিলু নাসের-১৫৩*
প্রিয় নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ॥ *দেলওয়ার বিন রশিদ-১৫৫*
সে রাত্রির কল্পকাহিনী ॥ *নির্মলেন্দু গুণ-১৫৬*
টুঙ্গিপাড়া ॥ ভাবানুবাদ : নির্মলেন্দু গুণ ॥ *নওশাদ নূরী-১৫৮*
মুজিব মানেই বসন্ত-উৎসব ॥ *নূহ-উল-আলম লেলিন-১৫৯*
আমার বুকে ॥ *নাসের মাহমুদ-১৬০*
পিতা, তোমাকে ভুলিনি ॥ *নিতাই সেন-১৬১*
শ্রেষ্ঠ উপহার ॥ *নূরুল ইসলাম মানিক-১৬২*
টুঙ্গিপাড়ার গাঁয় ॥ *নাজমুল হাসান-১৬৩*
খুকুর পিতা ॥ *নাসরীন নঈম-১৬৪*
কষ্টের কাব্য ॥ *নিপু শাহাদাত-১৬৫*
নির্ঘুম পিতা ॥ *নাভেদ আফ্রিদী-১৬৬*
রক্তে আমার জন্মভূমি দোলে ॥ *নূর কামরুন নাহার-১৬৭*
ভেতরে বাহিরে তুমি বিশাল আকাশ ॥ *নীহার মোশারফ-১৬৮*
মহাকবি বঙ্গবন্ধু ॥ *নাফিজ আশরাফ-১৬৯*
পিতার উদ্দেশে ॥ *নাসির আহমেদ-১৭১*
রক্তাক্ত এপিটাফ ॥ *নীলিমা চৌধুরী-১৭২*
অমর মুজিব ॥ *নন্দেশ্বর সিংহ-১৭৩*
তোমাকে পেতে চাই সর্বপ্রথমে ॥ *প্রণয় পলিকার্প রোজারিও-১৭৪*
টুঙ্গিপাড়া : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ॥ *পরিতোষ হালদার-১৭৬*
মুজিবনামা ॥ *প্রত্যয় জসীম-১৭৭*
জাতির পিতা ॥ *পরিমল কুমার বিশ্বাস-১৮১*
হারানো শোক ॥ *প্রেমলতা বৈরাগী-১৮২*
রক্তের ইতিহাস ॥ *পঙ্কজ মনহর-১৮২*
আমার পতাকাই তুমি ॥ *পান্না কায়সার-১৮৪*
বেজে উঠুক আবার তোমার কণ্ঠস্বর ॥ *ফাহমিদা আজাদ-১৮৫*
জন্মের অধিক যদি ॥ *ফকির ইলিয়াস-১৮৬*
বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান ॥ *ফজল-এ-খোদা-১৮৭*
বৃথা যেতে দেব না ॥ *ফজলুর হক সরকার-১৮৮*
পৃথিবী অবাক হয় ॥ *ফারুক নওয়াজ-১৮৯*
মহানায়ক পিতার জন্য ॥ *ফরিদ আহমদ দুলাল-১৯০*
একটি শবযাত্রার চিত্রকল্প ॥ *ফজলুল হক-১৯১*
মানব মহান ॥ *বেলাল চৌধুরী-১৯২*
শেখ মুজিব চিরঞ্জীব ॥ *বেবী মওদুদ-১৯৪*
অমল শাসক ॥ *বেলাল পালোয়ান-১৯৫*
শেখ মুজিবের তর্জনী ॥ *বিমল গুহ-১৯৬*
জাতির পিতার প্রতি ॥ *বদরুল হায়দার-১৯৭*
উনিশে নভেম্বর ॥ *বিলু কবীর-১৯৮*
চেতনায় মহীরুহ ॥ *বীরেন মুখার্জী-২০০*
বঙ্গবন্ধু ॥ *বিমল কৃষ্ণ রায়-২০১*
মুজিবকে প্রয়োজন ॥ *বীথি চৌধুরী-২০২*
বঙ্গবন্ধু ॥ *বাবুল সিরাজী-২০৩*
গানের গভীরে বঙ্গবন্ধু ॥ *বিদ্যুৎ কর-২০৫*
মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি ॥ *ভাস্কর রাসা-২০৬*
তোমাকেই আসতে হবে ॥ *মযহারুল ইসলাম-২০৭*
সেই কণ্ঠ ॥ *মহাদেব সাহা-২০৮*
এই বাড়ি ॥ *মনজুর-এ-মওলা-২০৯*
টুঙ্গিপাড়া থেকে ফিরে ॥ *মোহাম্মদ রফিক-২১০*
মুজিব বাড়ি ॥ *মুহম্মদ নূরুল হুদা-২১১*
বঙ্গবন্ধু ॥ *মনওয়ার হোসেন-২১৪*
বঙ্গবন্ধু তিনি ॥ *মাহমুদ উল্লাহ-২১৫*
তিনি বঙ্গবন্ধু...তিনিই শেখ মুজিব ॥ *মুস্তাফিজ রহমান-২১৬*
হৃদপুরে ॥ *মাকিদ হায়দার-২১৮*
শাপমুক্তি ॥ *মুহাম্মদ সামাদ-২২০*
বাংলাদেশের আয়না ॥ *মুস্তাফা মহিউদ্দিন-২২১*
বঙ্গবন্ধু আমাকে ধৈর্য ধরতে বলেছেন ॥ *মাহমুদ কামাল-২২২*
মুজিবের নাম ॥ *মশউদ-উশ-শহীদ-২২৩*
বঙ্গবন্ধু ॥ *মোস্তফা মাসুদ-২২৪*
আমার সাহস ॥ *মেহেদী আল আমিন-২২৫*
পিতা, একবার বলে যাও ॥ *মাহবুব আলম-২২৬*
নির্বাক প্রতিবাদ অনন্ত আগুন ॥ *মহসীন হোসাইন-২২৭*
বঙ্গবন্ধুর পাইপ ॥ *মোহাম্মদ সাদিক-২২৯*
টুঙ্গিপাড়া ॥ *মারুফ রায়হান-২৩০*
আপনারই নাম ॥ *মিজান রহমান-২৩১*
তোমারই হলো জয় ॥ *মিন্টু সারেং-২৩২*
গর্বিত পথিক তোমার দেশে ॥ *মানস বিশ্বাস-২৩৩*
শেখ মুজিব ॥ *মুজিব ইরম-২৩৪*
ফুল রাঙানো ফুল ॥ *মালেক মাহমুদ-২৩৫*
কোথাও বিকল্প নাই ॥ *মুজিদ মেহেদী-২৩৬*
দুঃখসারণি ॥ *মাসুম রেজা তরু-২৩৭*
খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু অতঃপর স্বাধীনতার বীজমন্ত্রণা ॥ *মানিক বৈরাগী-২৩৮*

পিতা ॥ *মিজান রহমান-২৩৯*
কসম, ইহজন্মের কসম ॥ *মাশুক ইবনে আনিস-২৪০*
মুক্তি পাখির গান ॥ *মিলন সব্যসাচী-২৪১*
রূপকথার গহিন গভীরে ॥ *মাজেদ বিশ্বাস-২৪২*
আজও কাঁদে নদী ॥ *মানসী কীর্তনীয়া-২৪৩*
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি কবিতা ॥ *মিল্টন হাসনাত-২৪৪*
আমরা সাহসী হলে ॥ *মুজিবুল হক মনি-২৪৫*
ছাপান্না হাজার বর্গমাইল স্বাপ্নিক স্রোত ॥ *মোমিন মেহেদী-২৪৬*
গ্রাম, রেলপথ, সুরবালা আর জনকের গান ॥ *মাসুদ পথিক-২৪৭*
বঙ্গবন্ধু ॥ *মো. মনোয়ার হোসেন-২৪৮*
হে মহান ॥ *মোস্তফা তালুকদার-২৪৯*
মুজিব তুমি ॥ *মীনা সরকার-২৫০*
আগস্টের কিশোরী ॥ *মারুফ ওয়েসিস-২৫১*
আনন্দবেদনার কাব্য ॥ *মৃত্যুঞ্জয় রায়-২৫২*
আজন্ম তৃষ্ণা ॥ *মোজাম্মেল হক নিয়োগী-২৫৪*
আরবিতে রচিত কবিতা ভাষান্তর : আলমগীর রেজা চৌধুরী ॥ মূল : মওলানা শেখ আবদুল হালিম-২৫৫
মুজিব ॥ *রোকনুজ্জামান খান-২৫৬*
বঙ্গবন্ধুকে ॥ *রাহাত খান-২৫৭*
মুজিব একটি গাছের নাম ॥ *রবিউল হুসাইন-২৫৮*
পঁচাত্তর, বিরান বাংলাদেশ ॥ *রুবী রহমান-২৫৯*
ইতিহাস গাঁথা ॥ *রোকসানা লেইস-২৬১*
বাঙালির অপর নাম ॥ *রবীন্দ্র গোপ-২৬৩*
স্বাধীনতার জনক ॥ *রব্বানী চৌধুরী-২৬৪*
শেখ মুজিবের ছবির নিচে দাঁড়িয়ে লেখা কবিতা ॥ *রিফাত চৌধুরী-২৬৫*
শেখ মুজিবের ছবি ॥ *রহীম শাহ-২৬৬*
পিতা ॥ *রোকেরা ইসলাম-২৬৭*
টুঙ্গিপাড়া ॥ *রফিকুর রশীদ-২৬৮*
বঙ্গবন্ধু থেকে বাংলাদেশ ॥ *রবিশঙ্কর মৈত্রী-২৭০*
আমরা তোমাকে ভুলিনি পিতা ॥ *রাসেল আশেকী-২৭১*
আহ্বান ॥ *রাশেদ হাওলাদার-২৭২*
একজন মহানায়কের গল্প ॥ *রজব বকশী-২৭৩*
তোমার রক্তে ভেজানো হাত ॥ *রুকসানা রহমান-২৭৪*
ইতিহাসের পাতায় তিনি ॥ *রফিক ইসলাম-২৭৫*
মহানায়ক ॥ *রানা কুমার সিংহ-২৭৬*
বাংলাদেশের আরেক নাম বঙ্গবন্ধু ॥ *রাজীব মাহমুদ-২৭৭*
১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ॥ *লিমা মেহরিন-২৭৯*
প্রতিশোধ ॥ *লুৎফন নাহার লতা-২৮০*
আত্মায় উচ্চারিত জনক ॥ *লিটন বঙ্গবাসী-২৮২*
পনেরো আগস্ট-এর পরে ॥ *লিয়াকত বখতিয়ার-২৮৩*
জন্মদিনে বঙ্গবন্ধু ॥ *লুৎফর রহমান রিটন-২৮৪*
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা ॥ *লে. কে. (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী-২৮৫*
বঙ্গবন্ধু ॥ *লোরী এ্যান ওয়ালেশ-২৮৭*
শেখ মুজিব ॥ *লিয়াকত হোসেন-২৮৮*
১৫ আগস্টের এলিজি ॥ *শওকত ওসমান-২৮৯*
ধন্য সেই পুরুষ ॥ *শামসুর রাহমান-২৯১*
হন্তারকদের প্রতি ॥ *শহীদ কাদরী-২৯৩*
বঙ্গবন্ধু ॥ *শামসুল ইসলাম-২৯৪*
মধুমতি ॥ *শেখ হাফিজুর রহমান-২৯৫*
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ॥ *শেখ ওয়াহিদুর রহমান-৩০১*
বঙ্গবন্ধু ॥ *শাহ শওকত আলী ফকির-৩০৬*
স্মরণ ॥ *শেখর বরণ-৩০৭*
তিনি কি আসবেন ॥ *শফিক আলম মেহেদী-৩০৮*
জাতির পিতা ॥ *শহীদুল্লাহ সিরাজী-৩০৯*
টুঙ্গিপাড়ার আলিন্দে ॥ *শেখ আবদুল হক চাষী-৩১০*
এবারের সংগ্রাম...স্বাধীনতার সংগ্রাম ॥ *শামসুল আলম-৩১১*
বঙ্গবন্ধুর গল্প ॥ *শাফিকুর রাহী-৩১২*
একজন গডোর প্রতীক্ষায় ॥ *শামীমুল হক শামীম-৩১৬*
বঙ্গবন্ধু নাকি মানচিত্র বাংলার ॥ *শামীম রেজা-৩১৭*
যার চেতনায় স্বদেশভূমি ॥ *শুভ্রা বিশ্বাস-৩১৮*
কোটি কোটি সালাম ॥ *শিরীণ আক্তার-৩১৯*
ঘণ্টা ॥ *শাকিল হাসান-৩২১*
নরাধম ॥ *শম্পা রহমান-৩২৩*
শোকাহত পদাবলী ॥ *শাহ শামীম আহমদ-৩২৪*
আগুন আমার রক্তে শিরায় ॥ *শিব শর্মা-৩২৫*
অবিনাশী বীণ ॥ *শফিক হাসান-৩২৬*
জাতির পিতা ॥ *শাহেদ বখত শাহেদ-৩২৭*
কোনোদিন তুমি হবে না ম্লান ॥ *শেফালী আরা খায়ের-৩২৮*
বঙ্গবন্ধু ॥ *শাব্বীর জালালাবাদী-৩২৯*
ডাকিছে তোমারে ॥ *সুফিয়া কামাল-৩৩০*
সে নাম মুজিব ॥ *সিকান্দার আবু জাফর-৩৩১*
পিতার প্রতি ॥ *সৈয়দ শামসুল হক-৩৩৩*
এখনো ধ্বনিত হয় সেই বজ্রকণ্ঠ ॥ *সাইফুল বারী-৩৩৫*
বাপের বেটা ॥ *সুকুমার বড়ুয়া-৩৩৬*
অভিন্ন রূপক ও বাস্তবে ॥ *সিকদার আমিনুল হক-৩৩৭*
সাতই মার্চ একাত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য ॥ *সানাউল হক খান-৩৩৮*
একটি বৃন্তে দুইটি ফুল ॥ *সৈয়দ শামসুল হুদা-৩৩৯*

দশ বছর পর ॥ *সোহরাব হাসান-৩৪০*
লাল বাঁশি ॥ *সুজাউদ্দিন কায়সার-৩৪১*
স্থলাভিত্তিক ॥ *সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল-৩৪২*
বঙ্গপিতা ॥ *সমরেশ দেবনাথ-৩৪৩*
বাংলা থেকে বাংলাদেশ ॥ *সুফি সৈয়দ রূপক রশীদ-৩৪৪*
সমতল পথে ॥ *সৈয়দ আব্দুস সাদিক-৩৪৫*
সোনার পাখি ॥ *সুফী আব্দুল্লাহ আল মামুন-৩৪৭*
বঙ্গবন্ধু ॥ *সাঈদ আখন্দ-৩৪৮*
টুঙ্গিপাড়ার রাখাল ॥ *সনজীব বড়ুয়া-৩৪৯*
সিংহের জন্য প্রার্থনা ॥ *সরকার মাসুদ-৩৫০*
গোলাপটি ঝরে গেলো ॥ *সৌরভ জাহাঙ্গীর-৩৫১*
পিতা প্রমিথিউস : ২ ॥ *সন্ত শাওন-৩৫২*
শেখ মুজিবের নাম ॥ *সারওয়ার-উল-ইসলাম-৩৫৩*
ভাস্কর ॥ *স্বর্ণা নাজনীন-৩৫৪*
পনেরো আগস্টের এলিজি ॥ *সিরাজুল এহসান-৩৫৫*
একজন চিত্রশিল্পীর কথা ॥ *সাবিহ মাহমুদ-৩৫৬*
পিতার অনূদিত কণ্ঠা : এসেছি শান্তির দেবদূত ॥ *সমর চক্রবর্তী-৩৫৮*
শোক দিবস ॥ *সঞ্জীব হাউলী-৩৫৯*
তিনি আমাদের পরম পুরুষ ॥ *সাদিক মোহাম্মদ-৩৬০*
স্বাধীনতার মূল্য ॥ *সৈয়দ আসিফ শাহাকার-৩৬১*
বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডি ॥ *হুমায়ুন কবীর চৌধুরী-৩৬২*
মহামানুষ ॥ *হাবীবুল্লাহ সিরাজী-৩৬৪*
তাঁর তর্জনীর গর্জনে ॥ *হালিম আজাদ-৩৬৫*
কিংবদন্তির বঙ্গবন্ধু ॥ *হাবীব ইমন-৩৬৬*
শেখ মুজিবুর রহমান ॥ *হোমায়রা নাজনীন সোমা-৩৬৭*

বঙ্গবন্ধু আদিগন্ত যে সূর্য

অজয় দাশ

বাঙালি কি বাঙালি হয় শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি ছাড়া?
থাকে না তার বর্গ কিছুই না থাকলে টুঙ্গিপাড়া।
সুর অসুরে হয় ইতিহাস, নেই কিছু এ দু'জীব ছাড়া
বাংলাদেশের ইতিহাসে দেবতা নেই মুজিব ছাড়া।
তিনি ছাড়া আর কিছু নেই একনায়ক ও শোষক ছাড়া
স্বাধীনতার শত্রু, দালাল, স্বঘোষিত ঘোষক ছাড়া।
তিনি বিহীন তিরিশ বছর চলছে জাতি ভাগ্য ছাড়া
তিনিই ছিলেন মুক্তিদাতা, বাংলা মায়ের ভাগ্য ছাড়া
তিনিই ছিলেন মুক্তিদাতা, বাংলা মায়ের ভাগ্য তারা।
তিনি বিহীন রাজ্য খাঁ খাঁ, রাজনীতি ও নীতি ছাড়া
স্বাধীন জাতি পায়নি কিছুই বুলেট, লাঠি, ভীতি ছাড়া।
মানলে তাঁকে অতীত যাকে হয় না কিছুই কীর্তি হারা
ধর্ম যেমন ধর্ম তো নয় মঠ মসজিদ চার্চকে ছাড়া
বাঙালি কি বাঙালি হয় সতেরোই মার্চকে ছাড়া।
শান্তি স্থিতি কিংবা লড়াই জয় নেই রণ তূর্য ছাড়া
বাংলাদেশের মুক্তিও নেই মুজিব নামের সূর্য ছাড়া।

বাংলাদেশের ছড়া
অমিতাভ চৌধুরী

১
মুজিব কোথায় মুজিব কোথায়
মুজিব গেছে রণে
ঢাল ধরছেন, হাল ধরছেন
আছেন মনে মনে

২
ঘুমিয়েছিলাম নাক ডাকিয়ে
তেইশ বছর পাক্কা
ঢাকার আগুন হঠাৎ মারে
কলকাতাতে ধাক্কা
মুজিব দিলেন ডাক
দরজা হলো ফাঁক
পুড়ে মরলো বেরুবাড়ি
ফক্কা ফরাক্কা ।

হারায়ে খুঁজি
অমিতাভ দাশগুপ্ত

মহান নেতা এই জাতির পিতা
বাঙালি জাতির নবজাগরণ
ছিল কুসুম কোমল মন বজ্র কঠিন পণ
জাতির জনক শত্রুর শিহরণ
বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

শব্দের গতিটা যাই হোক, আলোর গতির থেকে দ্রুত নয়
সেই বজ্র কঠিন আহ্বান ছিলো আলোর থেকেও আরো গতিময়
সূর্য যশে যশি তুমি হে মহান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এ দেশের ধুলামাটি কাদা জলে ঝর্ণা পাহাড় বনাঞ্চলে
আকাশে আভাসে বলছে বলে বলবে একটি নাম
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতির সংবিধান
শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমান ।

শেখ মুজিবুর রহমান
অখিল সাহা

॥১॥
এইখানে বাংলাদেশ বাঙালীর আপন চৌকাঠ
আম জাম নারকেল তাল সুপারির বন খোলা মাঠ
তেপান্তর জুড়ে শুধু মুগ্ধতার রেশ এই খানে বহমান;
এই খানে গঞ্জগ্রাম লোকমুখে শুনে শুনে,
এখানে একটি নাম
শরতের শুভ্র মেঘে আকাশে বাতাসে শুধু
অনাদ্যান্ত বাঙলার এক খানি ক্যানভাস তোমাকে টানিয়ে দিয়ে,
দিনক্ষণ সময়ের চিরচেনা গন্ডি থেকে আমরা দিয়েছি মুক্তি
তোমাকে হে শেখ মুজিবুর রহমান।

॥২॥
এই খানে রূপকথা এই খানে গল্প গাঁথা এই খানে হাঁড়ের পাহাড়
এই খানে শব ধর্ম এই খানে প্রেত নৃত্য এই খানে বিলাপ বিকার
এই খানে তেপান্তর বট বৃক্ষ শুক-সারি ডালে ডালে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি
এই খানে জলজ্যান্ত পলাশ ফুলের শিখামত একজন বঙ্গবন্ধু-
এই সব জেনে জেনে আমরা হাওয়ার গন্ধে ভেসে ভেসে এইখানে
শীত রাতে মাঠ-প্রান্তে খড়ের আগুন ঘিরে ব'সে আছি স্বাধীন বিহগ।
সে শুধু তোমার জন্যে; জেনে রাখো, তবু ভাবি
তুমি কি আগেই জেনে গিয়েছিলে এইসব আদি অন্ত, যখন দেখেছি
দুর পথ-ক্লান্ত পাখি এই খানে ডালে ব'সে তোমাকেই নষ্ট ক'রে যায়
ক্লিষ্ট পথচারীদের ভীড় তোমার ছাঁয়ায় ব'সে অবশেষে ভেঙে নেয়
তোমার সম্পন্ন শাখা– তখন আমার মধ্যে জেগে ওঠে একজন ক্ষুদিরাম;
তার পর ভাবি, তুমি কি আগেই জেনে গিয়েছিলে এই সব?
আকাশ মতন উঁচু ব'লে তোমাকে দেখতে পাইনে অতটা,
আর সহজেই ভুলে যেতে পারি সেই নাম,
হে শেখ মুজিবুর রহমান।

॥৩॥
নিবিড় কৈশোরে সেই কবে থেকে জানলাম, তোমার সে নাম;
তুমি ছিলে বটবৃক্ষ আমাদের তল্লাটে তল্লাটে
আনন্দ-উৎসবময় জীবনানন্দে পূর্ণ আমাদের এই মাঠে ঘাটে;
কলতানে উচ্চকিত সূর্যালোক খেলা করে এই ধারা জলে
সবুজ সোনালী হাসি মর্মরিত প্রান্তরের গ্রাম প্রান্তে, বনে ও জঙ্গলে
সহস্র বছর ধ'রে তিলে তিলে গ'ড়ে উঠে তুমি এলে দীপ্র প্রান
একটি আকাশমত সুবিরাট বটবৃক্ষ হে শেখ মুজিবুর রহমান।

যদি রাজদণ্ড দাও
অসীম সাহা

যদি রাজদণ্ড দাও—আমি মাথা পেতে নেব।

ক্ষমার অযোগ্য যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে,
আর সেই ভুলের জন্যে যদি বদলে যায়, ভৌগোলিক সীমা,
যদি আত্মজের নিক্ষিপ্ত তীর শূন্যতায় উড়ে গিয়ে
শীক্তশেল হয়ে বেঁধে তোমার শরীরে—
তুমি তবে কোন দণ্ড দেবে?
যদি রাজদণ্ড দাও—আমি মাথা পেতে নেব।

পিতা, একদিন তুমি ছিলে স্বপ্নের ভেতরে
তোমার স্বপ্নের মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম
আমার অখণ্ড নীলাকাশ;
কিন্তু তুমি তো জানো পিতা, স্বচ্ছ সুন্দর সেই নীলাকাশকে
ঢেকে দেয় যে শ্রাবণের ঘন কালো মেঘ
আর তার পেছনে লুকিয়ে থাকা যে বজ্রের হুংকার
উদ্ধত আক্রোশ গর্জে উঠে পৃথিবীকে ভস্মীভূত করে,
আমি সেই গর্জনের অগ্নি থেকে জেগে ওঠা বিভ্রান্ত বালক
কিছুতেই বুঝতে পারিনি
আমি তোমাকে আঘাত করে
আমারই অস্তিত্বের মূলে আঘাত করেছি।
তার জন্যে আমাকে এখন যে শাস্তি দেবে দাও—
আমি মাথা পেতে নেব।
যদি রাজদণ্ড দাও—যদি নির্বাসন দিয়ে দাও
আফ্রিকার দুর্গম গহন অরণ্যে
আমি মেনে নেব, এ আমার আত্মঘাতী বিনাসের

যোগ্য পুরস্কার পিতা, যদি জানতাম, আমারই ভুলের জন্য
এত রক্ত, এত ক্লেদ জমা হবে পিতৃভূমিতে,
যদি জানতাম, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তোমারই বুকের রক্তে
রঞ্জিত হয়ে যাবে মানচিত্র আমার,
যদি জানতাম, মধ্যরাতে তোমারই ছায়ারা এসে
তোমাকেই বধ করবে নির্মম দু'হাতে;
যদি জানতাম, তোমার স্থির দেহ রক্তাপ্লুত পড়ে থাকবে

উপবাসী সিঁড়ির ওপরে;
যদি জানতাম, তোমার বক্ষ থেকে সিঁড়ি বেয়ে
নেমে যাবে সাত কোটি রক্তের ধারা—
তা হলে এই হাতের প্রতিটি আঙ্গুল দিয়ে
আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখতাম
আমার উদ্ভ্রান্ত আত্মাকে,
আমি আমার চোখে বিঁধিয়ে দিতাম
অভ্রভেদী শিমুলের কাঁটা।
আমার বক্ষবিদীর্ণ আর্তচিৎকারে যদি তোমার ঘুম ভাঙতে
তুমি দেখতে পেতে, করজোড়ে তোমারই পায়ের কাছ
পড়ে আছে নতজানু তোমার সন্তান।
তুমি কী করে তাকে ক্ষমাহীন দুই হাতে ফেরাতে তখনি?

আমি জানি, পাহাড়ের অন্তরালে বয়ে যাওয়া
স্বচ্ছতর ঝর্ণাধারার মতো
তোমার হৃদয় ছিল শান্ত স্নিগ্ধ নদী,
তোমার হৃদয় ছিল বাউলের একতারা, ক্লান্ত ভাটিয়ালি।
পিতা, তুমি কি জানতে, তোমার হৃদয় থেকে উৎসারিত
এই জল একদিন সবকিছু ভুলে গিয়ে
তোমাকেই উগরে দেবে বঙ্গোপসাগরে?
তুমিহীন এই মাটি আর্তনাদ করে উঠবে মধুমতি নদীটির তীরে?
যদি জানতে, যদি তুমি জানতে
পিতৃত্বের এই দায় তোমাকেই একদিন রক্তমূল্যে শোধ দিতে হবে;
তখনো কি তুমি এই স্বদেশের মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠে
পরাধীন মানুষের মুক্তিমন্ত্র হতে?
পিতা, এইখানে তুমি আজ নেই—তোমার ছায়ারা পড়ে আছে।
খুব ভোরে আকাশ বিদীর্ণ করে যে রক্তিম সূর্য ওঠে পুবের আকাশে
সবুজ প্রকৃতির মধ্যে তার গাঢ় রঙ মিশে গিয়ে
যে আশ্চর্য আভা ছড়িয়ে দেয় দিগন্তে-দিগন্তে,
তার মধ্য তোমাকে আমি দেখতে পাই।
আমার প্রতিমুহূর্তের নিঃশ্বাসের মধ্যে
তুমি চিরকালের বাতাস হয়ে ঢুকে যাও।
আমার সবটুকু অস্তিত্বের মধ্যে তোমার মৃত্যুহীন উপস্থিতি
আমাকেই তুমি করে তোল;
তার মানে তুমি ছাড়া আমার কোনো অস্তিত্বই নেই।

তবু তোমার উপস্থিতিহীন অস্তিত্বের ভয়ে শঙ্কিত
একদল শিকারি তোমার ছায়ার ওপরে অন্ধকারের প্রলেপ
লাগিয়ে দিতে চায়;
একদিন তুমি যাদেরকে হৃদয়ের উষ্ণ আলিঙ্গনে বেঁধে নিয়েছিল,
তারাই তোমার অস্তিত্বের অহংকারের ওপরে
লেপ্টে দিতে চায় পঁচিশের কালো অন্ধকার
তুমিহীন তোমার প্রেতাত্মা এসে ভয় করে বঙ্গভূমিতে।

মানুষই তো ভুল করে পিতা
আমার এই দেহখানি সে-ভুলেরই দাস।
যদি পারো ক্ষমা কোরো অধম সন্তানে।
আর যারা তোমারই রক্তের দামে কেনা এই স্বদেশের
মাটিকেই বদলে দিতে চায়,
লাল ও সবুজের মানচিত্রে আঁকতে চায় কলঙ্কতিলক;
তোমার ক্ষমার হাত একদিন যদি ঐ জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে
ছুটে চলে যায়
সে দিন আমাকেও নির্বাসন দিয়ো—
এ পৃথিবী পার করে ফেলে দিয়ো অন্য কোনো গহন অরণ্যে।

যদি রাজদণ্ড দাও—যদি ফাঁসিকাষ্ঠে স্তবধ হয় এ দেহ আমার
সব আমি মাথা পেতে নেবো;
শুধু আমি কিছুতেই মানব না
আমার বুকের পরে চেপে থাকা আগস্টের সম্মিলিত ঘাতক আঁধার।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি

অথই নীড়

১

গেরুয়া বসনে সমগ্র বাংলা যেদিন শোকের গান গাইল তখন তুমি মুক্তির স্বাদ
নিতে নিতে অদৃশ্যে মিশে গেলে। মৃত্যুগুলো খুলে দিয়ে দেখি জীবনগুলো
পথের পাশে গুমরে কেঁদে ওঠে বৃষ্টিতে...
মানুষ মিছিলে হেঁটে গেলে নিঃশ্বাসগুলো তার গান গায়, ইতিহাসের
প্রচ্ছদ-এ চিত্রকর আঁকে তার ক্যানভাস জুড়ে এক ছবি। কুয়াশার কোরাসে
কান পেতে শুনি জনক তোমার কবিতা; পাখির পাখায় করে ভোরের
আকাশ দেখার মুহূর্তে পিতা তোমাকে দেখি। আমার হৃদয় নিংড়ে।
সমস্ত ভালোবাসার গুচ্ছ তোমার দিলাম;
তোমায় শুধু পিতা—

২

তোমার মৃত্যু দিয়ে যে প্রাণীদের জীবন ফোটালে গোলাপ করে, আকাশ ভর্তি
শূন্যতা নিয়ে দু'চোখে স্বপ্নগুলো আমাদের দিয়ে গেলে। তোমার আত্মার
রং দেখি মেঘের গায়। সমুদ্র গভীর তোমার চোখ; মুক্তির পরিব্রাজক
তুমি। বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে নদী হয়ে গিয়ে স্লোগানে স্লোগানে
তবুও বলি তুমি বাংলার। আমি কংসের জল ছুঁয়ে বলছি, আমার
তিলোত্তমা বাংলা জানে, পৌষের পূর্ণিমা, ঘাসফুল, রোদ্দুর আর বৃষ্টি
জানে তুমি বাংলার; এই তুমিই বাংলার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে
আছ পিতা।

ছড়া

অন্নদাশঙ্কর রায়

যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
নাই নাই ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।

অবিস্মরণ

অঞ্জনা সাহা

একটি উদাত্ত কণ্ঠের নির্ঘোষ আহ্বানে
সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতো জেগেছিল
বাংলার কাদা-মাটি-জলে সিক্ত জনতার উদ্বিগ্ন প্রাণ;
তারপর বারুদের গন্ধ, অজস্র রক্তের বন্যা,
শকুনের ওড়াউড়ি, আর সেই বীভৎস দৃশ্য—ভুলিনি কিছুই;
আমরা জানি সেই রক্ত-লেখা সূর্যের কথা।

একদিন রাতের আঁধারে ঘৃণিত পশুর মতো
সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ঘাতকের দল,
ক্লীব-কুটিল কিছু তস্করের ছুড়ে দেয়া একঝাঁক কঠিন বুলেটে
ঝাঁঝরা হয়ে গেল দুর্বিনীত বঙ্গের কৃষকের সুবিশাল বুক।
পশুদের কুৎসিত অট্টহাসি শুনে যূথবিদ্ধ পাখিরাও স্তব্ধ হয়ে গেল।
কাকদের ভয়ার্ত চিৎকারও থেমে গেল শূন্যে অকস্মাৎ
বিষণ্ন বাতাসে মিলে গেল মানুষের হাহাকার, নিঃশব্দ ক্রন্দন।
শুধু আমাদের পতাকার রক্তিম সূর্যের বুকে
চিরস্থায়ী হয়ে রইলো পবিত্র রক্তের সবটুকু ধারা।

আজ অতি সন্তর্পণে অস্পৃশ্য বস্তুর মতো তাঁর নাম
চেপে যায় কতিপয় অতৃপ্ত মানুষ। ওরা কি জানে না
অদৃশ্য বাঁধনে একসূত্রে যে নাম রয়েছে গাঁথা
একাত্ম মানুষের বুকের পাঁজরে,
সেই নাম মুছে যেতে পারে না কখনও;
ইতিহাস কখনও কি ধুয়ে মুছে মিথ্যে হয়ে যায় একেবারে?
সমুদ্রের গর্জমান ঢেউয়ে ঢেউয়ে স্বপ্ন তার ফিরে ফিরে আসে,
ফেনার মুকুট প'রে ফিরে আসে, কথা বলে;
সুবর্ণ বৃক্ষের কানে কানে বলে যায় ঋজু সেই স্বপ্নের কথা।

পিতৃঋণ

অনীক মাহমুদ

ওইখানে শোকগুচ্ছ কৃষ্ণচূড়ার অনাদি নিবাস
ওইখানে শিমুল পলাশ রক্তকরবীর শামিয়ানা
রমনার সমস্ত সকাল ঢাকেশ্বরী শ্যামলিমা
মুহূর্তের খাঁজে খাঁজে নীল হয়ে আছে
ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর বাঙালির সার্বভৌম তীর্থবীজ,

এইখানে বন্দী রাত্রির কোরাসে জেগেছিল উন্মত্ত অসহযোগ
অগ্নিদীপ্ত একাত্তর সর্বগ্রাসী জিজ্ঞাসা মেরেছিল থাবা,
মরণের কোলাহলে মারণের হোলিখেলা রুদ্ধ হয়েছিল বত্রিশ নম্বরে
সন্তানের দায় নিয়ে পিতার পরম সত্তা হয়েছিল বিস্ফোরিত
অ্যাটোমের শক্তি ঝেড়ে অন্তিম সাহসে
চেতনার সূর্যজ্বালা মুহূর্তে টলেনি কোনো প্রলোভন প্রমার্জনে
হুকুমের হোমাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে অগণিত মল্লবীর
অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নেমেছিল দানবের নরমেধ রুখে দিতে
রক্তঝর্ণা তিরিশ লাখের গঠিত শোণিতে নিজেকে বানাল অতল সাগর
অন্তর্ভেদী শব্দের সিম্ফনি তুলে ভেসে এল মহাসঙ্গীতের প্রমত্ত স্বনন,

'হানাদারকে হেনেছি
স্বাধীনতা এনেছি,
তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যুমনা।'

তর সইল না লণ্ডভণ্ড সংসারে আমরা সারমেয় তগমাটা গলায় ঝুলিয়ে
মাংসহীন হাড় নিয়ে কত সহজেই মেতে উঠলাম শোণিতাক্ত আস্বাদনে,
পিতৃঋণের বোঝাটা ঘাড় থেকে নামাতে এগিয়ে এল
আমাদের পেটের বাগানে ওঁৎ পেতে বসে থাকা কতিপয় জংলি প্রহরী,
কয়েকটি গুলি, রিলিফের দু'টি শাড়ি একটি সাবানে
পুরস্কৃত পিতা বত্রিশ নম্বর সিঁড়ির কিংখাব থেকে পৌঁছে গেলেন টুঙ্গিপাড়ায়,
আমাদের মুণ্ডিত মাথায় দণ্ডিত ঋণের ধাক্কা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলল
বত্রিশ নম্বর থেকে টুঙ্গিপাড়া ক্রমশ পিতার রক্তে লেল্টে দিল বাংলাদেশের দেহ,
আমাদের পিতৃঋণ ঋদ্ধ হয় অবারিত শোকগুচ্ছে
আমাদের পিতৃঋণ পিতৃহীন শূন্যতার পতাকা উঁচিয়ে
নিরবধি বেড়েই চলেছে অখণ্ড গৌরবে।

শেষ উচ্চারণ

অনিন্দিতা আব্দুল্লাহ

যে শিশু মাতৃবক্ষে ছিল স্তনপানে রত
সে যদি শুনে থাকে
ভোলেনি সে, সেই ডাক—
'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম ।'
কলবের স্তরে স্তরে গেঁথে গেছে
বধিরের ব্যর্থতা ছাড়া!

আজও আমি সেই কলব
সেই পবিত্র কুহর নিয়ে দৃঢ় থাকি—
মৃত্তিকায়, পাহাড়ে তীক্ষ্ণ চূড়ায়
যদি ঝড় আসে
নিচে পাহাড়ের তীক্ষ্ণ শরীর
শ্বাপদ বনানী, প্রপাতের জল
শেষ উচ্চারণে বারবার আসে
আমি ঋণী, আমি বাংলার
পিতা, তুমি তার অক্ষয় নিশান ।

আগস্ট পঁচাত্তর

অরুণ চৌধুরী

প্রতিদিন বাংলাদেশ বিষণ্ন সকাল
প্রতিদিন ঝরাপাতা
প্রতিদিন অসম্পূর্ণ প্রেম

মমতার স্মৃতিমাখা বাংলাদেশ
হারানোর ব্যথা ভরা বাংলাদেশ
উদ্বিগ্ন মায়ের মতো বাংলাদেশ
বিষণ্ন দু'হাতে তার ধরে রাখে
সন্তানের মৃতদেহ হায়
ধরে রাখে পরাজয়!

শত্রু কবলিত হয়
শত্রু কবলিত হয়
শত্রু কবলিত হয়

যেন সে ঝলসানো বৃক্ষ
বাংলাদেশ—
স্তব্ধ প্রাণহীন!
যেনো সে অচেনা অন্ধ
বাংলাদেশ—
অক্ষমতার!
যেনো সে গভীর ঘুম,
বাংলাদেশ,
অপরাগতায়!

যেনো সে প্রতিটি দিন
একলা পথিক;
ডাল বাক্সে অবহেলায়
রেখে যাওয়া চিঠি ।
অচেনা, অস্পষ্টতা বাড়ে
শত্রু আনাগোনা বাড়ে
শত্রু আনাগোনা বাড়ে
শত্রু আনাগোনা বাড়ে

আঘাতে বিচূর্ণ দেহ
দৃষ্টি জুড়ে দুঃস্বপ্নের দিন
এখন বাংলাদেশ—
অপমানিতের মুখ, মলিন, মলিন!

বঙ্গবন্ধু, তোমার এপিটাফ

অরাত্রিকা রোজী

তোমাকে দেখলেই আমার হিমালয়ের
কথা মনে পড়ে যায়। তেমনি বিশাল, তেমনি
শুভ্র মহিমাময়! প্রকাণ্ড বিচ্ছুরণ আর তলহীন রহস্যময়তা

তোমার ব্যাকব্রাশ করা চুল,
মোটা ফ্রেমের কালো চশমা, সুগঠিত
ঠোঁটের উপর পুরু গোঁফ, তিলক তোলা
বিভাজিত চিবুক আর
প্রগাঢ় চোখে গভীর দৃষ্টি
আমাকে মহাপুরুষদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

তোমার তর্জনীর শপথ নিয়ে
সাড়ে সাতকোটি বাঙালি ঝাঁপিয়ে
পড়েছিল প্রতিরোধ করতে। আমরা
যুদ্ধ করিনি—আমরা যুদ্ধ ঠেকিয়েছি।
পাকহানাদারদের যুদ্ধকে আমরা ঠেকিয়েছি।

যুদ্ধ অসভ্যদের ভাষা!
আমরা অসভ্য ভাষায় কথা বলিনি,
আমরা অসভ্যদের ঠেকিয়েছি।
তোমার প্রগাঢ় চোখের ভাষা, তোমার
তিলক তোলা বিভাজিত চিবুকের শপথ, আমরা
কখনো যুদ্ধ করিনি।
আমরা যুদ্ধ ঠেকিয়েছি।
যুদ্ধ বর্বরের ভাষা।
আমরা বর্বর ভাষায় কথা
বলিনি। আমরা যুদ্ধ ঠেকিয়েছি।

আমার দাবির সপক্ষে আমি
বলতে চাই;
দেখো, যারা যুদ্ধ করে তারা
'গুয়েন্তানামো বে' গড়ে তুলেছিলো

পাকহানাদাররা বাংলার
মাটিতে এমন অসংখ্য 'গুয়েন্তানামো বে'
গড়ে তুলেছিল,
আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তেমন একটিও
'গুয়েন্তানামো বে' গড়ে তোলেনি।

তারা যুদ্ধ ঠেকিয়েছিলো,
স্বদেশকে মুক্ত করেছিলো
আমরা যুদ্ধ করিনি
যুদ্ধ আমাদের ভাষা নয়
আমরা যুদ্ধ ঠেকিয়েছিলাম
আমরা মুক্তি চেয়েছিলাম
তাই, আমরা সাড়ে সাত কোটি
বাঙালির পরিচয় ছিল সেদিন—মুক্তিযোদ্ধা!
আমরা মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছি
যুদ্ধকে আমরা ঠেকিয়ে দিয়েছি।

যুদ্ধ বর্বরের ভাষা
আমরা বর্বর ভাষায় কথা বলিনি।
আমরা সভ্য জাতি,
আমরা বাঙালি।

সম্পূটক পতনের দুন্দুভি বিজয়

অরবিন্দু চক্রবর্তী

খুব ভালোই লাগে সম্পূটক পতনের দিকে তাকালে
সৈন্ধব অশ্রুজল যখন শহরের আশ্রয় খোঁজে
ভৈরবী দুন্দুভি বাজে তখন পিয়ান দু মুগ্ধ অধিষ্ঠানে।

আমরা সবুজ চোখে
মুঠো খুললে রক্ত দেখি
তর্জনী উঁচালে ট্রিগার দেখি
সাত কোটি বিপন্নতার আর্তজারি শুনি
স্নাতক পিরান এক কারাতে
দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে
এর নীল দূরাভাস শুনি।

এর মধ্যেই স্বপ্নভূক মানচিত্রের শিরা উপশিরা
করোটিজুড়ে একটি সাহসী বাঘের গর্জন শুনি
যে গর্জনের অনুধ্যানে অনুভবে
আজ শ্যামলাবরণ বাংলাদেশ দেখি।

পিতা, হে মহামানব

অসীম তরফদার

হে পিতা, হে মহামানব, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ
একবার ফিরে এসো, একবার শুধু দেখে যাও
কী সুখে রয়েছে তোমার সন্তানেরা—
যারা আলোর দিশা পাবার আগেই
ভালো-মন্দ বুঝতে শেখার আগেই পিতাকে হারালো
কতিপয় স্বার্থপর ক্ষমতালোভীর নৃশংস নির্মমতায়।
পিতৃহন্তারক সেই হায়েনারা
তোমার আদর্শ আর স্বপ্নকে খুবলে খেতে উন্মত্ত আজও;
সাধারণ ক্ষমায় জীবন পাওয়া সে উদ্ধত শকুনেরা
নখরের তীক্ষ্ণতায় যখন তখন
ছিঁড়ে ফেলতে চায় বাংলা মায়ের আঁচল।
ওরা গাড়িতে নিশান উড়িয়ে চলে;
ওদের সাদা-কালো দাড়ির ভেতর বিশ্রী দাঁতগুলোর
কুৎসিত হাসি দেখে একাত্তরের কথা মনে পড়ে যায়।
এমন ক্রান্তিকালে
তোমার প্রেরণা ছাড়া কী করে বাঁচি, পিতা?
কী করে জয়ী হই অস্তিত্বের যুদ্ধে!
তোমাকে যে আসতেই হবে বারবার
আমাদের স্বপ্নের ভেতর।

জাতির জনক
আতিয়ার রহমান

কেবল তোমার মৃত্যুর পরেই ঘাতকেরা নিশ্চিত বুঝলো
স্তব্ধ হয়ে গেছে মানুষ ঈশ্বর এবং বিশ্ব
ত্রিশ লক্ষ শহীদের অতর্কিতে ভেঙে গেছে ঘুম
বাকিরা দৃশ্যত জীবিত রিক্ত এবং নিঃস্ব ।

কেবল তোমার মৃত্যুর পরেই রক্তাক্ত খুনির হাত
মারাত্মক আশঙ্কায় আবারও কেঁপে উঠলো
থমকে গেলো ইতিহাসের চাকা নির্বাক বিস্ময়ে
তখনই শ্মশান ছুঁয়ে মানবতা ছুটলো ।

তোমার মৃত্যুর পরই মনে হলো বিশ্বব্যাপে
পিতৃপরিচয়হীন এক জাতি অন্ধকারে ঠাঁয়
দাঁড়িয়ে আছে অপলক ক্লেদাক্ত শরীর
নির্দ্বিধায় কাকপক্ষীরাও ঠুকরে ঠুকরে খায় ।

কেবল তোমার নামেই তাবৎ বিশ্বে দোহাই ফিরে
কেবল তুমিই আসনি ভিনগ্রহের আকাশ ফুঁড়ে ।

তেইশ বছর পর আবার ফিরেছে চৈতন্য সবার
নতুন প্রজন্ম নির্ভেজাল জানছে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান
যাঁর একটা আঙ্গুলের নির্দেশে দিয়েছে অকাতরে প্রাণ
তুমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

কোথায় যাবি বল
আ ব ম ছালাউদ্দিন

বঙ্গবন্ধুর রক্তে যাদের রাঙানো দুই হাত
হাসছে তারা কোন সাহসে বের করে আজ দাঁত ।
হত্যা যারা করেছিলো সেদিন পঁচাত্তরে
আজকে তারা বলছে কথা নিত্য-নতুন সুরে ।
কি করে পায় এই খুনিরা স্বাধীন দেশে ঠাঁই
কে হয়েছে এই খুনিদের অভিভাবক ভাই?

অভিভাবক ভাইকে বলি শুনে রাখো তুমি
বঙ্গবন্ধুর রক্তে আজো রঞ্জিত এই ভূমি ।
খুনিরা আজ করছে মিটিং হোটেল শেরাটনে
কার সাহসে দাঁড়ায় আবার দেশেই ইলেকশনে?
দেশের মানুষ পায় না খাবার হাতে থালা, বাটি
তুমি করাও এই খুনিদের দিয়ে নতুন পার্টি
এই খুনিদের ধৃষ্টতাকে সহ্য করে আর
এবার তাদের করে দেবো জাহান্নামে পার ।

ফারুক-রশীদ-মোশতাক এবং অভিভাবক ভাই
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় জায়গা তোদের নাই ।
জান বাঁচাতে অন্ধকারে জলদি তোরা পালা
পেছন থেকে আসছি সবাই করবো ফালা ফালা ।
পালিয়ে তোরা যাবি কোথায়? কোথায় যাবি বল?
রক্তে তোদের লাল হবে আজ পদ্মা-মেঘনার জল ।

এ কেমন জন্মাদিন

আসাদ চৌধুরী

'কি না কলম মারছইন গো আল্লাজি
ছাওয়ালিয়ার নছিবেরে,
কি না লেখন লেখছইন গো আল্লাজী
ছাওলিয়ার চাঁড়াতে রে।'
(ময়মনসিংহের হাটট্টারা গান)

জন্মদিনে আমার ছেলের দাবি নতুন নতুন
জুতো জামা চাই,
টেবিল থাকবে কলা, কেক, রসগোল্লা আরো কত কি যে,
অত্মীয়স্বজন এসে রেখে যাবে
দু-একটা পোঁটলা-পুঁটলি সাজানো টেবিলে।

এ কেমন জন্মদিন, খাঁ খাঁ বুক বেলুন-ফুটকা নাই,
লাল-নীল বাত্তি নাই,
কোনোখানে উৎসবের চিহ্নমাত্র নাই।
হে পিতা, আমার জন্মদিনে।
তোমার ও বাঙালির এ কেমন ভিন্ন আচরণ?
কেউ কেউ চোখ মোছে, কারো চোখে প্রতিশোধ নাচে,
মীরজাফরের মতো আড়চোখে কারবালা দ্যাখে,
তুমি নাই, তবুও তোমার কাছে
কী প্রবল প্রত্যাশায় ভিড় করে বাংলার মানুষ।

তোমাকে দেবার মতো কিছু নাই, তবু চায় তোমার আশ্বাস।
আমরণ তুমি বলেছো, আমরা তো শুনেছি কেবল,
কেউ কেউ আছে, তারা কোনোদিন কিছুই শোনে না—
এখন কি ভিন্ন কিছু হবে?
তোমার বেলায় জানি সবকিছু একটু-আধটু ভিন্ন ধরনের
যেমন তোমার জন্মদিনে
জন্ম নয়, আনন্দ উল্লাস নয়—
মধ্যযুগ থেকে উঠে আসা একটি করুণ মৃত্যু
চেতনায়, বোধে, দেখো
কী প্রবল নাড়া দিয়ে যায়।

আমাদের সমবেত পাপ, ভয়
কাপুরুষ অপরাধ-বোধ দিয়ে
তোমার ফটোর দিকে আজো তাই তাকাতে পারি না।
আমাদের পিতার নামের সাথে
পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষা মিশে আছে, জেনো...

নিপীড়িত লজ্জিত যারা,
তারা পায় সংগ্রামের, বিপ্লবের বিপুল প্রেরণার।
অন্যায়ের প্রতিবাদে মানব-ভাষার শ্রেষ্ঠ নাম
মুজিবুর রহমান
প্রগতিও শান্তির নির্ভুল নাম
মুজিবুর রহমান
শক্তিকামী মানুষের আশীর্বাদে ধন্য এক নাম
মুজিবুর রহমান
পিতার অধিক স্নেহ ও ঘাতকের প্রতি তারো নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এ কেমন জন্মদিন মৃত্যুদৃশ্য ভেসে ওঠে শুধু
পদ্মা-মেঘনা যমুনার পলি দিয়ে গড়া
সাগরের লোনা মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া মাটি,
ভাটার পানিটা স'রে গেল
বাঘের থাবার চিহ্ন
হরিণের ধাবমান খুর-রেখা,
পিতামহদের দীঘল দীর্ঘশ্বাস ও শতাব্দীর অপমান
তুমি তো সেখানে পিতা, পেতেছ বিশাল সিংহাসন—
যে ঘাতক তোমার সুবিশাল নিঃশ্বাস
শিশুঘাতী নারীঘাতী ঘাতকের যে করিবে ক্ষমা
তার ক্ষমা নাই
আমরণ অনুগত,
তোমারই অবাধ্য হবো আজ,
পিতা, অনুমতি দাও।

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা
আবু আসাদ

আমার চোখে স্বাধীনতা
ঘূর্ণিঝড়ে ঘরের টিকি
পথে পথে ঘুরে ঘুরে
হারিয়ে পাওয়া রূপোর সিকি।

আমার চোখে স্বাধীনতা
বিদ্যালয়ে ছুটির বেল,
দূর থেকে ঠিক দৌড়ে এসে
হাতল ধরা সিলেট মেল।

আমার চোখে স্বাধীনতা
ভয়াল বানে নদীর বাঁধ
দীর্ঘদিনের সিয়াম শেষে
সাঁঝ আকাশের ঈদের চাঁদ।

আমার চোখে বঙ্গবন্ধু
সাগর সেঁচে মুক্তো আনা
শিকল কেটে মেঘকে ঠেলে
দূর আকাশে টিয়ের ডানা।

মুজিব মানে
আশরাফ আলী পাঠান

মুজিব শুধুই মুজিব নহে
মুজিব মানেই বিপ্লব
মুজিব শুধুই মুজিব নহে
মুজিব মানে রক্ত
আমরা মুজিব ভক্ত।

মুজিব শুধুই মুজিব নহে
মুজিব মানে স্বপ্ন
মুজিব বাংলার, বাঙালির প্রাণ
মুজিব মানে সবুজ মাঠের
সোনাবরন ধান।

মুজিব শুধুই মুজিব নহে
মুজিব মানে মুক্তি
মুজিব শুধুই মুজিব নহে
মুজিব মানে আশার আলো
মুজিব নামে বুকের ভেতর
চেতনাকে জ্বালো।

শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু

আসমা উল অনু

যদি হও বাঙালি স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ
তবে নিঃশব্দে নতশিরে নীরবে দাঁড়াও
বঙ্গবন্ধুর সমাধির পাশে
দক্ষিণা হিমেল হাওয়ায় শুনতে পাবে বিজয়ের গান

স্বাধীনতা বিজয়ের সেই মহানায়ক শুয়ে আছে
কোটি কোটি মানুষের অন্তর জমিনে।
মাটির বুকে চিরনিদ্রায় প্রাণবন্ত শেখ মুজিব
পবিত্র এ দৃশ্যের অবসান,
তবুও বিস্ময়! এ আমার শ্রেষ্ঠ বাঙালি 'বঙ্গবন্ধু'।

উড়াও স্বাধীনতা বিজয়ের পতাকা
শুনতে পাবে তার দেশ গড়ার সেই মধুর কণ্ঠে বজ্রধ্বনি
'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'
বাংলার মাটিতে স্বাধীনতার জন্য করেছে জীবনযুদ্ধ
বাংলার আকাশ করেছে রঙিন স্বাধীনতার রঙে।

মায়ের শাদা রুমালের গল্প

আজিজুর রহমান আজিজ

হাজার বছর আগে
নয়তো তার কিছুকাল আগে
হয়তো হবে
মা আমাকে কাছে ডেকে পরম স্নেহে
বুকের বাম পাশের উপর
জামার পকেটে দিয়েছিলেন গুঁজে
একখণ্ড শাদা রুমাল ভাঁজ করে;
মা, আরো একটু কাছে এসে
আমার সমতল কপালে চুম্বন
এঁকে দিয়ে বলেছিলেন,
বাছাধন, এই রুমালটি হারাসনে কখনো
দেখবি একদিন এই রুমালে কত কী যে
লেখা হবে! কত ছবি যে হবে আঁকা;
যে ছবির জন্যে তুই কাঁদিস বাছাধন আমার!
আমি সেই থেকে হাঁটছি, শুধুই হাঁটছি, আর হাঁটছি
হিউয়েন সাঙ, ফাহিয়েন, ইবনে বতুতার কাল থেকে...
কত যে পাহাড় গভীর অরণ্য করেছি অতিক্রম,
নাহ!
মা'র দেয়া শাদা রুমালে লেখা
হয়নি কিছু; হয় না কিছু;
মনে মনে ভাবলাম, আমার মা তো
মিথ্যে বলেন না;
তবে শাদা রুমাল তেমনি রয়ে গেছে শাদা;
আমি সাহসে বাঁধি বুক
স্বপ্ন ঘোরে কাটাই হাজার হাজার রাত
তারপর হাঁটছি তো হাঁটছি, সাঁতার কাটছি সময় সমুদ্র,
কত যে সাগর মহাসাগর,
করেছি অতিক্রম,
দিয়েছি ডুব সমুদ্র অতলে
বলেছি কথা হাঙ্গর, তিমি, ডলফিনের সঙ্গে,
ঘুরেছি উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম;
নাহ,

মা'র কথা কেন সত্য হয় না, প্রশ্ন জাগে মনে
অবশেষে একদিন ক্লান্ত অবসন্ন মনে
মধুমতির তীরে এসে থমকে দাঁড়াই
তারপর বসে পড়ি স্নিগ্ধ ঘাসের ওপর হতাশায়;
আমার মা'র প্রতি রাগ অভিমান জাগে মনে
মধুমতির জল চোখে মুখে
ছিটিয়ে দিতেই
শাদা রুমালটি আমার সবুজ ঘাসের ওপর যায় পড়ে
তুলে দেখি শাদা রুমালের এক কোণে
লেখা একটি মাত্র নাম 'খোকা'
আমি আনন্দে, উচ্ছ্বাসে উল্লাসে দৌড়াতে থাকি
মা'র কথা সত্য হতে চলেছে ভেবে;
আমি ছুটছি, দৌড়াচ্ছি, আবার ছুটছি উল্কার মতো,
কিছুক্ষণ পরেই দেখি খোকা নামের
বাম পাশে লেখা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
শাদা রুমালের মধ্যখানে লাল সূর্য
তখন মা বললো, বঙ্গবন্ধুর হৃৎপিণ্ডের রক্তে
গড়া ঐ রক্ত লাল পতাকা।
তখন দেখি চারপাশে সবুজ জমিন,
কী যে গাঢ় রঙ তার
মা হেসে বললো, এ পতাকার জন্মদাতা জনক মুজিব,
আমি মিথ্যে বলিনি—বাছাধন আমার,
আমি দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাই
বঙ্গবন্ধুর রক্তে আঁকা জাতীয় পতাকা
আর বলি 'আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালোবাসি।'
মা হাসেন, আনন্দ অশ্রুতে সিক্ত হয় তার নীলাম্বরী শাড়ি।

জাতির পিতা

আকাশ চৌধুরী

উনুনে হাঁড়ি চেপে হঠাৎ তারস্বরে বললেন মা,
'আয়, দেখে যা তোরা সব!
আয় দেখে যা বাংলা ও বাঙালির সূর্যসন্তান...'
সব মনে নেই আমার। তখন খুব ছোটো ছিলাম।

পরে জেনেছি। বহুদিন পর এলো সেই সোনালি দিন।
মায়ের মুখের বাংলা ভাষা কেড়ে নিতে চায় পশ্চিমা কুলাঙ্গাররা
দাবিয়ে রাখার চির-চক্রান্তে মেতেছিলো অসভ্য রক্তখুনে!
তখন আধমরা জাতির অবচেতন চেতনাকে জাগানোর মিছিলে—
ফেরেস্তার দোস্ত, আসমান থেকে নেমে এলেন যেনো তিনি।

১৯৫৪, '৬২, '৬৬, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের রক্তঝরা দিনগুলো
পেরিয়ে '৭০-এর নির্বাচনে অবিস্মরণীয় বিজয় ছিনিয়ে আনার পরও
ইতিহাসের মহানায়ক, বাঙালির নেতা এবং একমাত্র নেতা,
যিনি আত্মত্যাগে বলীয়ান বাঙালি জাতির মূল দর্শন; তাঁকে
ক্ষমতার বাইরে রাখার নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করে উর্দুভাষী বেঈমানরা!

ক্ষোভ আর যন্ত্রণার তীব্রতায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে—
বঞ্চিতের অপমান ও অধিকার আদায়ের ক্রোধে
অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বীর বাঙালি মুক্ত করে দেশ,
ছিনিয়ে আনে প্রিয় স্বাধীনতা। লাল-সবুজ পতাকাটি।
আজকে আমি জানি, মা যাঁকে দেখতে বলেছিলেন,
তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ গর্বিত বাঙালি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

একটি অমিয় নাম

আবদুস সাত্তার

একটি অমিয় নাম কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত প্রতিদিন সকাল-বিকাল
নক্ষত্রের মতো জ্বলে, জ্বলজ্বলে গগনের কোলে মহাকাল
সে নামে মানুষ জাগে, পাখি জাগে, ফুল তার বিলায় সুবাস
সে নামে নদীরা জাগে, নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙে কবি পায় ছন্দ অনুপ্রাস
সে নামে প্রগাঢ় হয় পৃথিবীর মানুষের স্বপ্ন-সাধ, আশা-ভালোবাসা
ভীরুতা পালিয়ে যায তারুণ্য-জোয়ারে কণ্ঠে জাগে প্রতিবাদী ভাষা
সে নাম আমার নাম, জাতির বিশুদ্ধ নাম, বাঙালির আত্ম-পরিচয়
প্রবল সাহস হয়ে সে নাম নিয়ত দানে চেতনায় দৃপ্ত বরাভয়
সে নামে সুধীরে বয় হতাশার মরুভূমে শান্তিময় স্নিগ্ধ সুবাতাস
সে নামে বৃষ্টি ঝরে রবীন্দ্র-গীত-সুরে মন হয় বাউল উদাস।

অমিয় একটি নাম চেতনায় ঢেউ তোলে, রুধিরে জাগায় আলোড়ন
সে নামে প্রাণের সাড়া, মৃত ঘাসে জেগে ওঠে উদ্দাম সজীব যৌবন
সে নামে সতত ভীত মদমত্ত স্বৈরাচার, গর্বোদ্ধত আস্ফালনকারী
ধূলায় লুটিয়ে পড়ে রাইফেল, স্টেন আর এজিদের তীক্ষ্ণ তরবারি
সে নামে প্রকাম্পিত মুহুর্মুহু রাজপথ, জনপদ, গোটা রাজধানী
সে নামে জনতা হয় ঐক্যবদ্ধ, ভুলে যায় ভেদাভেদ, তুচ্ছ হানাহানি
সে নামে পাথেয় করে কোটি প্রাণ একসাথে ধমনীতের পায় নব সাড়া
সে নামে চোখের কোণে আচানক দেখা দেয় প্রণয়ের স্বচ্ছ অশ্রুধারা
সে নামে আহুতি দেয় বাংলার সন্তানেরা টগবগে লক্ষ তাজা-প্রাণ
আমার শাশ্বত গর্ব সেই নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কে বলে বঙ্গবন্ধু নেই?

আ স ম সিদ্দিক

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
চির-অমর-অক্ষয় বেঁচে থাকবে আবহমান
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি—বাংলা মায়ের কৃতী সন্তান,
যুগ যুগ আর অনন্তকাল—বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি রবে অম্লান।
পঁচাত্তরের পনরই আগস্ট রাতে বাংলার কিছু জারজ সন্তান,
সপরিবারে খুন করেছিল—যিনি ছিলেন ইতিহাসে মহান।
একুশটি বছর বাংলার ইতিহাস বিকৃত করেছে খুনিরা,
সত্য ইতিহাসে মুছে ফেলতে অপপ্রয়াস চালিয়েছিল ওরা।
ঘোর তিমির কেটেছে আজিকে বঙ্গবন্ধুকে ফিরে পেয়েছি মোরা,
পঁচাত্তরের খুনিরা পাবে নাকো পার—পড়েছে আজ ধরা।
ওদের বিচার হবে আজ—বাংলার এই মাটিতে,
এমন শক্তি নেই পারবে না ওদের বাঁচাতে।
সিরাজ-তিতুমীর-ক্ষুদিরাম বেঁচে আছে বাংলার ইতিহাসে,
বঙ্গবন্ধু তাই শ্রেষ্ঠ বাঙালি বেঁচে আছে মোদের মানসে।
কালের কবলে হারাবে না কোনোদিন মহান নেতার স্মৃতি
তোমার কীর্তির চেয়েও মহান তুমি—বাঙালিরা ভুলবে না তোমার প্রীতি।

জনকহারা যন্ত্রণা
আরিফ রব্বানী

পিতার অবর্তমানে পরিচর্যাহীন বাড়িটায়
অবাঞ্ছিত ঝোপঝাড়ে ছেয়ে গেছে
দুঃস্বপ্নের উৎসবমুখর পরিবেশে পঞ্চমুখ
আঁধারপিয়াসী পরিপুষ্ট পটু বখাটেদের
জাতনাশা জুয়ার উল্লসিত আড্ডা জুড়ে
নিষ্কণ্টক অষ্টপ্রহর কেটে যায়
বিষময় পঙ্গপালের বিনোদ বিছানায়
পবিত্র রক্তে ধোয়া শোকার্ত আঙিনাতে
নিখাদ মনের অশ্রুসিক্ত সভ্য সন্তানেরা
হৃদয়ভেদী যন্ত্রণায় দিশাহারা
স্বাধীনবৃক্ষের আলুথালু শাখায় বসে
নূরানী আভার দৃষ্টিতে অপলক
উদাস পাখিটা চেয়ে থাকে টুঙ্গিপাড়ার দিকে
যেখানে বাংলার অক্ষয় পরাক্রম চিরশায়িত ।

সহজ স্বীকারোক্তি
আদিত্য নজরুল

প্রতিশ্রুতি ঔজ্জ্বল্য ঘষে
কেবল তুমিই পারো ঝকঝকে করতে একটি দাবি
কেবল তুমিই পারো সকল দূরত্বকে অতিক্রম করে
লাল-সবুজে মোড়ানো একটি গ্রন্থের
প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করতে ।

তুমি পারো বৃক্ষ হয়ে ছায়া দিতে
অক্লান্ত ভ্রমণ শেষের ক্লান্তি জুড়াবার আশ্রয় ঠিকানা
মানবিক কোরাসের মতো এই যে বেজে ওঠে জাতীয় সঙ্গীত ।
তা কেবল তুমি পারো হৃদয়ের মর্মে গেঁথে দিতে ।

তুমি প্রকৃত কৃষক অথবা স্থপতি;
রক্তেভেজা মৃত্তিকায় বর্ণমালা অঙ্কুর বুনে,
যে এনে দিল ফুল ফোটাবার স্বাধীনতা
সে কি কৃষক অথবা স্থপতি নয়?
বঙ্গবন্ধু! তোমার তর্জনী উত্থিত হাতটি যেন আশ্চর্য একটি মনুমেন্ট ।

বাংলাদেশের জনক তুমি বঙ্গবন্ধু

আমিনুর রহমান সুলতান

ফুলে ফুলে একটা বাগান সুশোভিত
জোছনাধোয়া রাত্রি হবে বাড়িসুদ্ধ
আমারও তো এমন একটা ইচ্ছা ছিলো বাগান করার।
কোনো জঙ্গলের কালনাগটা বিষ ঢেলে যায়
বিষ ঢেলে যায় ঘুরে ঘুরে
লেজের মুঠোয় আটকে রাখে ফুলের সুবাস
কোনো জঙ্গলের শ্বাপদ সে এক ছিন্ন করে ফুলের পরাগ
অশ্রুরদ্ধ ফুলের কুসুম অবরুদ্ধ অগ্নিযুগেও!
এই সময়ে সেই সময়ে তুমি এলে স্বপ্ন নিয়ে
স্বাধীনতার মন্ত্র ছিলো কণ্ঠে তোমার
মুক্ত আকাশ দেখবে বলে ছড়িয়ে দিলে
সুরের ধ্বনি মোহন সরে স্বাধীনতার
জাগলো সবে বাঙালি সব
মুক্ত আকাশ দেখবে বলে।

বঙ্গবন্ধুকে

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

তোমার বিজয় পতাকা এখন মাটির ধুলায় নমিত
তোমার দীপ্ত আদশ আজ শকুনির পায়ে দলিত।
আকাশে উড়ালে সূর্য-পতাকা
তাতে আজ শুধু রক্তই মাখা
জয়বাংলার কমু কণ্ঠ আজ বাংলায় দমিত
তোমার বিজয় পতাকা এখন মাটির ধুলায় নমিত।

আজ বাংলার ভাগ্যবিধাতা মাটির কবরে শায়িত
দশকোটি বাঙালি আজ রাজাকার দ্বারা শাসিত।
কুকুর এখন মসনদে বসে
সিংহচর্ম গায়ে দেয় কষে
বিদেশী প্রভুর সেবায় এখন প্রদানত তাস নিরত
তুমি তো হয়েছে শহীদ বন্ধু বাঙালি হয়েছে নিহত।
কোথায় তোমার মুক্তিযোদ্ধা? বাঘা ছিদ্দিকী? কর্মী বাহিনী
কেউ ঘরে বসে নেতা হতে চায়
বিদেশে কেউবা আসর জমায়
গলাবাজি আর মায়াকান্নায় দেশে বাতাস পীড়িত
জনতা ভ্রান্ত : তোমার পতাকা মাটির ধুলায় নমিত।
বঙ্গবন্ধু। তোমার বন্ধু আজ বাংলার জনগণ
টুঙ্গিপাড়ার কবরে শুয়ে কি শোন না তাদের ক্রন্দন?
আর একবার তুমি ডাক দাও।
এই দেশ হতে কুকুর তাড়াও
তুমি ডাক দিলে আবার দাঁড়াব শিরখাড়া করে জনতা।
জয়বাংলার বজ্রধ্বনিতে প্রাণ পাবে মরা স্বাধীনতা।
চক্ষুহীন স্বর্ণলালসায় চারধারে
মরিয়া কৃতান্তকুল। আমাদের কামনার প্রিয়তমারাও
শুয়োরের বুনো আলিঙ্গনে তৃপ্তি চায় শুধু আজ।
শত্রুকে চিনেছি আমি পিতা! আমাদের এই প্রাসাদের
মান্যবর বাসিন্দা সে আজ : ডেনমার্কেও সম্মানিত প্রভু!
অমাত্য, দেহরক্ষী, বৈভব, সম্পদ রাণী
রাজদণ্ড পরিবৃত্ত সহজ নাগাল থেকে দূরে।
তোমার প্রাক্তন রাণী আমার মায়ের

কলুষ প্রশ্রয়ে (হা ঈশ্বর!)
তোমার শোবার ঘর কলঙ্কিত করে প্রতিরাত্রে
ঘৃণ্য আরোহণে দ্যাখো প্রতিদিন
অপমান করে ডেনমার্কের প্রিয়তম সিংহাসন!

রক্তে বাজে প্রতিশোধ! পিতা, আমি প্রতি পলে
ধূর্ত বেড়ালের মতো প্রাসাদের সতর্ক ছায়ায়
সুযোগের প্রতীক্ষায় হেঁটে ফিরি, উন্মাদের বেশে
এড়াই সন্দেহ; নিদ্রাকে
চিরশত্রু করেছি, দুর্লভ প্রেমকেও অবৈধ অশ্রুর সাথে নিরুদ্ধ করেছি
অন্ধকারে!
রক্তে বাজে প্রতিশোধ! প্রতিটি ায়ুর
ক্ষুধার্ত চিৎকারে, দাঁতের প্রতিটি
উন্মুক্ত কামড়ে উচ্চারিত শিরাদের ক্ষোভে
শরীরময় রক্তকণাদের বন্যতায়
বিনিদ্র চোখের মতো দ্যাখো শুধু প্রতিশোধ জ্বলে।

Northern University * Bangladesh * NUB Library

বাঙালির রাজা মানুষের রাজা
আশরাফুল আলম পিনটু

পাখিরা গাইত গান
সে গানে ছিল না প্রাণ
সে গানে ছিল না মধু ডাকাডাকি
গান কেড়েছিল ভিন বা পাখি
পাখিরা ভাবে—
কোথায় যাবে!
নিজ বনে থাকি তবু দূরে রই
ভয়ের এ কথা কারে কই,
কার কাছে কই?
রব ওঠে জোরে, ভয় নেই ওরে—
পাখিদের রাজা আসে ওই, আসে ওই।

বন মাঠ ঘাট ঘুরে ফিরে
বাতাস বইতো ভয়ে ধীরে—
ধানক্ষেত তাই উঠত না ঢেউ,
পেছনে পেছনে ধাবমান ফেউ।
বাতাসের কান্না—
আর না, আর না,
পথ ছেড়ে দাও, নিজ মনে বই
রুদ্ধ-প্রাণের কথা কার কাছে কই?
রব ওঠে জোরে, ভয় নেই ওরে
বাতাসের রাজা আসে—আসে ওই

নদীরা চলতো বয়ে
ক্ষ-য়ে ক্ষ-য়ে ক্ষ-য়ে—
তাদের বিলাপ, কারা ছেঁড়ে পাল
কাড়তে চাইছে মাঝিদের হাল?
জল নয়, বুক ভরা দুখ থই থই
লাঞ্ছনার একথা কার কাছে কই?
রব ওঠে—ওরে, ভয় নেই
নদীদের রাজা ওই আসে, আসে ওই।

মানুষের মুখে ছিল নাকো ভাষা
ছিল নাকো হাসি, ছিল নাকো আশা
ছিল না আকাশ মাটি
ছিল না বসতবাটি
ছিল না সূর্য, ছিল না জোছনা-তারা,
ছিল নাকো রোদ, বাতাস বৃষ্টিধারা
শুধু ছিল লাল চোখ দানবের
শুধু ছিল অপমান মানবের ।
তারা কবে হায় নিস্তার পাবে!
মানুষেরা ভাবে—
নিজ দেশে আছি তবু বাঙালিই নই!
শেকল-ছেঁড়ার কথা কার কাছে কই?
রব ওঠে জোরে, ভয় নেই ওরে
বাঙালির রাজা আসে ওই, আসে ওই ।

একদিন সেই রাজা আসে
মুক্তির জয়গানে ভাসে
দেশের মানুষ, পথ মাঠ ঘাট
আকাশ বাতাস, পাখি আর ফুল—
নদী বয়ে চলে কুলকুল ।
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া—আজ
যার নাম বহমান
বাঙালির রাজা, মানুষের রাজা
শেখ মুজিবুর রহমান ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু

আতিয়ার রহমান

কেবল তোমার মৃত্যুর পরেই ঘাতকেরা নিশ্চিত বুঝলো
শুদ্ধ হয়ে গেছে মানুষ ঈশ্বর এবং বিশ্ব
ত্রিশ লক্ষ শহীদের অতর্কিতে ভেঙে গেছে ঘুম
বাকিরা দৃশ্যত জীবিত রিক্ত এবং নিঃস্ব

কেবল তোমার মৃত্যুর পরেই রক্তাক্ত খুনির হাত
মারাত্মক আশঙ্কায় আবারও কেঁপে উঠলো ।
থমকে গেলো ইতিহাসের চাকা নির্বাক বিস্ময়ে
তখনই শ্মশান ছুঁয়ে মানবতা ছুটলো ।

তোমার মৃত্যুর পরই মনে হলো বিশ্বব্যাপে
পিতৃপরিচয়হীন এক জাতি অন্ধকারে ঠাঁয়
দাঁড়িয়ে আছে অপলক ক্লেদাক্ত শরীর
নির্দ্বিধায় কাকপক্ষীরাও ঠুকরে ঠুকরে খায় ।

কেবল তোমার মৃত্যুর পরেই মনে হলো বেঁচেছিলে
অবিচল গেঁয়ো গন্ধ গায়ে মেখে পৃথিবী জুড়ে
কেবল তোমার নামেই তাবৎ বিশ্বে দোহাই ফিরে
কেবল তুমিই আসনি ভিনগ্রহের আকাশ ফুঁড়ে ।

তেইশ বছর পর আবার ফিরেছে চৈতন্য সবার
নতুন প্রজন্ম নির্ভেজাল জানছে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান
যাঁর একটা আঙুলের নির্দেশে দিয়েছে অকাতরে প্রাণ
তুমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বজ্রে আঁকা একটি নাম

আয়শা ঝর্ণা

আমি এমন এক জাতির কথা বলছি যার
আছে এক দীর্ঘ শেকড় গাঁথা,
যে জাতি বারবার নিজের মাথা উঁচু
করে দাঁড়িয়েছে, বলেছে 'বাংলা আমার ভাষা।'

ভাষার অধিকার যদিও বা পেল
বাঁচার অধিকারে ক্রমে পিঠ তার দেয়ালে ঠেকল
দাঁড়াতে হলো আবার মাথা উঁচু করে
'আমার একটা দেশ চাই, যে দেশে আমি
গাইব প্রাণভরে, নেব গভীর শ্বাস।'

জেগে ওঠা মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
বুকটাকে বেয়নেটের সামনে দাঁড় করিয়ে
এলেন সেই দিব্যকান্তি নেতা—
বজ্রের মতো কণ্ঠ যার, তিনি হলেন
শেখ মুজিবুর রহমান।
একটি কণ্ঠস্বরে থমকে গেল সব পাক জান্তারা
ভয়ে কেঁপে উঠল তাদের মসনদ আর তারা
লাখো লাশের উপর দিয়ে
কেড়ে নিতে চাইল স্বাধীনতার স্বর।
জেগে ওঠা চেতনা যাদের শক্তি
মরণ তাদের কাছে কিছু নয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা হয়ে গেলো
একটি তারিখ ৭ই মার্চ
একটি জাতি বাঙালি,
একজন নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জেগে উঠল পৃথিবীর মানচিত্র
একটি দেশ যে হলো বাংলাদেশ।
তবু দেখো কী দুর্ভাগ্য এ দেশ
তারই হাতে গড়া সৈনিকদের

বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেলো তার বুক
রক্তের বন্যায় ভাসল ধানমন্ডি ৩২।
পৃথিবী অবাক হয়ে দেখল কী অকৃতজ্ঞ
এ জাতি, নির্বাক হলো জোরালো সব স্বর,
রাজাকার শকুনেরা ছিঁড়ে-ফুঁড়ে
খেতে লাগল এ দেশের বুক
তবু যেন যতদিন পৃথিবী থাকবে
স্বাধীনতার জন্য দিয়েছিল প্রাণ যারা
তারা ফিরে আসবে বারবার, বলবে
জেগে ওঠো বন্দী মানবতা।

আজ তাই আমরা ঘোরলাগা চোখে
দেখি সেই একটি আঙ্গুলি নির্দেশ, সেই
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কালো ব্যাজ খুলে ফেলো
আসিফ নূর

কালো ব্যাজ খুলে ফেলো,
পারলে উড়াও কিছু রঙিন বেলুন;
কোনো শোক নয়, আজ জনকের পুণর্জন্মদিনে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না কখনও
ছাইচাপা থাকে না তো আগুনের সত্য;
দু'দশকের পাপ, ইতিহাস বিকৃতির জাল,
পাশবের নৌকার পালে দোলে খেলে সুজানি বৈয়ার।
যুধিষ্ঠির সন্তানেরা ফিরে পায়, পাতার লুণ্ঠিত শিরস্ত্রাণ,
মাতা মেরীর আঁচলে দ্যুতিমান যীশুর মতোই
শান্তিশিশু হাসে আজ বাংলা মায়ের কোলে।

যীশুকে যায় না মারা ক্রুশবিদ্ধ করে
দেখো বেথেলহেমের পথে পথে পবিত্র যীশুর নামে
আজো নামে স্বর্গশান্তি, অন্ধে খুঁজে আলো।
কালো ব্যাজে খুলে ফেলো, ছুঁড়ে ফেলো শোক,
দু'হাতে উড়াও শুধু লাল-নীল বর্ণিল বেলুন;
বঙ্গপিতা মুজিবের নামে লেখা কোটি তোপধ্বনি
গর্জে ওঠো বজ্রহুংকার।

বঙ্গবন্ধু কোনো নাম নয়
আহমেদ ফিরোজ

পাখিদের ফেরা কাল বায়ান্নর ফাগুনে পুড়িয়ে
বুকে তার নাম লিখেছিল একুশ একুশ,
একাত্তরে লাল-সবুজের মাঠে অহংকার জ্বেলে দিয়ে
মানুষে মুখে ভাষা দিয়েছিল নিষ্কলুষ।

বঙ্গবন্ধু কোনো নাম নয়, সাতকোটি স্বর্ণমুদ্রা অথবা আকাশ বিছানো
নক্ষত্রপাড়া; অথবা মাঠের রাখাল, ঘাসের বিছানা, বৃষ্টির সাতরঙ
পুঁইয়ে মাচায় শালিক দোয়েলের রঙতুলি হাটবাজার, কৃষাণি বধূর নরম ভাষা,
কৃষকের চাপের কোমল গাঁথুনি,
সন্তানের চোখে বেড়ে ওঠা দূরগামী ট্রেনের দুরন্ত ছুটে চলা—জাগানিয়া
হুইশেল, কাঁচা মাছের উত্তাপ, জলের সংবেশ, আ মরি নতুন বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু কোনো নাম নয়, দেশ নয়, উচ্চারিত ভাষা, ছাপ্পানো হাজার বর্গমাইল, মুক্তির সম্ভাবনায় প্রিয় ডাকনাম। তবুও একটি দেশ, মায়ের বকুনি, বোনের আহ্লাদ, বাবার অবদমিত রাগ, বন্ধুর বিষণ্ন বিকেল, নতুন সম্ভাবনা।

বঙ্গবন্ধু কেন দেশ নয়, গ্রহ লালিত সন্তান, জনমুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ? তিনি কোনো একা বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, দেশের জন্য—তামাটে ফলকে, আমাদের জন্য; আমরা রক্তের নদী দেখিয়ে দিয়েছিলাম। আমরা শরীর থেকে রক্ত চুষে নিয়ে বার্তাগন্ধ ভুলে যেতে চেয়েছিলাম।

আমরা বাঙালি, স্বাধীন ছিলাম না, জন্মেই পরাধীনতার কংকালে মসৃণ সুদৃশ্য। কেননা আমরা ধর্ম মানি অসহায়ত্ব ঢাকতে, প্রত্যাশিত আতুরে কখনো কেউ এসে আমাদের মুক্ত করবেন, উদ্ধারের আকুতি জানিয়ে পথ দেখাবেন আমরা বাঙালি রাষ্ট্রযুক্ত হতে চাই, স্বাধীনতা চাই না, নিজেকে বিক্রি করে সৌষ্ঠবিত বুক দুটো পিশাচে রাঙাতে চাই।

এ-বার্তা স্বাধীনতার—

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

মানুষ জাগবে ফের

আনিসুল হক

দারুণ দুঃখের দিনে আজ
দারুণ হতাশ রাতে আজ
একদিন স্বজনের লাশ নিয়ে কেঁদে মরে গরিষ্ঠ মানুষ
অন্যদিকে দাঁত ঘষে সাম্রাজ্যবাদের পোষ্য কুত্তা
মুমূর্ষু পুঁজিবাদের শেষরক্ষা হয়ে
পা-চাটারা হেলমেট পরিধান করে
কেড়ে নেয় মানুষের জন্ম অধিকার
অথচ মিছিল নেই মানুষের জাগ্রত মিছিল
নেই ব্যারিকেড কোনো।
তথাপি সারথী প্রিয় হে তরুণ
তথাপি বাঙালি ভাই
হে যুবক
একবার ইতিহাস থেকে পাঠ করে দেখো
সেই অমিত ভাষণ
সেই সে সাতই মার্চ
আর সেই কণ্ঠ মানবিক
'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

দারুণ মিছিল আসে মানুষের মুক্তির মিছিল
আসে চাষা আসে চাষী অস্ত্র তুলে নেয়
আসে ছাত্র আসে যুবা অগ্নি জ্বেলে দ্যায়
আসে মাতা আসে মাল্লা মুক্তির নৌকায়
শ্রমিক মুজর আসে আসে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিরা—আসে
ঘরে ঘরে জেগে ওঠে একেকটি শেখ মুজিবুর

আবার আসবে সেই সময়ের বাঁক
আবার আসবে সেই জাগরণী ধবল প্রহর
ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের দোহাই
অযুত বীরাঙ্গনার সম্ভ্রমের কিরা

আবার আসবে এক মহান প্লাবন
জন্ম নেবে আর একবার
শেখ মুজিবুর
ইতিহাসের প্রগতি রুদ্ধ করে শক্তি আছে কার
মানুষের অগ্রযাত্রা বন্ধ করে সাধ্য আছে কার
মানুষ জাগবে ঠিক
পুনরায় জাগবে মানুষ।

শেখ মুজিব
আমীরুল ইসলাম

বজ্রকঠোর কুসুম কোমল
বিস্ময়কর শেখ মুজিব
স্মরণযোগ্য পুণ্য আত্মা
পুরুষ সিংহ শেখ মুজিব।
ত্রিলোকদর্শী রত্নে খচিত
বর্ণে রচিত শেখ মুজিব
ঐন্দ্রজালিকা সর্বংসহা
মরণোত্তর শেখ মুজিব
চরণের শ্রদ্ধা বন্দনা-গীত
জয় জয় জয় শেখ মুজিব।

তিনি আমাদের
আনজীর লিটন

কখনো কখনো একটা মানুষ কোটি মানুষের ছায়া
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর তেমনই একটা মায়া।
মায়ার জড়ানো ছায়ায় মেশানো।
যেমন বটের ডালে
ডানা মেলে বসে অচেনা পাখিরা
ছন্দসুরের তালে—
গেয়ে গেয়ে গান নিজেকে জুড়োয়
পথিক জুড়োয় ঘাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
তেমনই বটের নাম

এ নামের সাথে মিশেছে সোনার বাংলাদেশের গান
এ নামের সাথে যুক্ত হয়েছে লক্ষ বীরের প্রাণ।
এ নামের সাথে স্বপ্ন মিশেছে সাহসী হয়েছে জাতি।
এ নামের মাঝে আশ্রয় খুঁজি তিনি আমাদের বাতি।

মুজিব মানে তো
আহমাদ মাযহার

মুজিব মানে তো সংগ্রাম আর
মুজিব মানে তো জয়,
মুজিব মানে তো নির্ভয় আর
না মানে যে পরাজয় ।

মুজিব মানে তো উন্নত শির
মুজিব নামে তো ঝড়
মুজিব মানে তো উৎখাত করা
হানাদার বর্বর ।
মুজিব মানে তো শান্তি সবার
নির্মল অন্তর ।

মুজিব মানে তো প্রত্যাশা আর
মুজিব মানে তো সুখ
মুজিব মানে তো বাঙালির প্রাণ
ভালোবাসা ভরা বুক ।

মুজিব মানে তো বিশ্বের বুকে
গর্বিত মহাপ্রাণে,
মুজিব মানে তো সোনার বাংলা
মুক্ত মাটির ঘ্রাণ ।
মুজিব মানে তো চিরভাস্বর
জীবনে জয়গান ।

তোমার তো মৃত্যু নেই
আবু হেনা আবদুল আউয়াল

তোমার তো মৃত্যু নেই কোনো, তুমি চিরঞ্জীব
হে শেখ মুজিব । ইতিহাসে আছো তুমি,
স্মৃতি ও সত্তায় আছ, হৃদয়েও আছো;
কোথায় যে তুমি নেই?
তুমি সবখানে আছো—
বাঙালির অন্তরে অন্তরে তুমি,
বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে তুমি;
তোমার তো মৃত্যু হতে পারে না কখনো,
আকাশে সূর্যের মতো তুমি দীপ্যমান, অবিনাশি ।

সেই তো
আসলাম সানী

ইচ্ছে করলেই অমরত্ব পাওয়া যায়?
ইতিহাসের শীর্ষে চলে যাওয়া যায়?

অনেক কথাই কওয়া যায়—
চাইলেই কি রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায়?

ত্যাগ-সাধনা-প্রতিভাও থাকা চাই
কর্ম-কীর্তির স্বাক্ষরও যে রাখা চাই
যামিনী রায় হতে হলে তেমন ছবিই আঁকা
যেই ছবিরা বলবে কথা, বলেছি কি ভুল?
হতে চাইলে জাতীয় কবি বিদ্রোহী নজরুল?
নেই প্রয়োজন মাথার বাবরী চুল।

শুধু মাথা থাকলেই কি বা মন্দ
দেখালেন তা কবি জীবনানন্দ।

শুধু শ্লোগান দিয়েই হননি ক্ষান্ত
লিখে গেছেন বিপ্লবী সুকান্ত।

কেমন ফকির ছিলেন লালন শাহে
নূরুল দীন ডেকেছিল কোনঠে সবাই বাহে?

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য
চেয়ে দেখো বঙ্গবন্ধু ইতিহাসে ধন্য
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি অনন্য।
জ্ঞানে-গুণে-অবদানেই অমরত্ব আসবে
মহাকালের ইতিহাসে নাম খ্যাতি যশ ভাসবে
সেই তো জীবন মরণে যে হাসবে।

বঙ্গবন্ধু প্রথম তোমায়
আনোয়ারা আজাদ

শরতের ঝিরঝিরে বিকেলে মাঠের মধ্যখানে
ভিড় ঠেলে প্রথম তোমায় দেখি
দূর থেকে দেখি সাবলীল ভঙ্গিমাটুকু
তোমার জ্বালাময়ী অভিব্যক্তি
মাঠের মাঝখানে ঘুরপাক খেতে খেতে
অদৃশ্য হয়ে যায় বহুদূর
বিস্ময়ে মগ্ন চোখে দৃষ্টি মেলে দেই
এক আশ্চর্য পুরুষ
যার আলোয় আলোকিত ছায়াপথ
ভাতের গন্ধে দুধের গন্ধে
ভরে যায় মাঠ
মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে
হাজার বছর গড়িয়ে যাওয়া
আগুনগর্ভ পৃথিবীর দিকে
হাতের তালুতে ধরা রুমাল আমার
পাপড়ি হয়ে ছড়ায় তুলে ধরা হাতে
হৃৎস্পন্দনধ্বনি আশ্চর্য সংকেত বয়ে
ভেসে যায় মহাশূন্যে
সচকিত হই শব্দের তরঙ্গে
মাঠের এপারে
জেগে ওঠা সভ্যতা অপলক দেখি
দেখি এক মহাপুরুষ
পৃথিবীর প্রান্তে বিকেলে।

জাতির জনক তিনি
আলী হাবিব

তাঁর ছবি আঁকা আছে আমার খাতায়
তাঁর নাম লেখা আছে বইয়ের পাতায়।
এহান মানুষ তিনি, ছিলো কতো গুণ
বজ্রকণ্ঠ থেকে ঝরতো আগুন।

মুক্তির সংগ্রামে দিয়ে তিনি ডাক
বললেন, এই জাতি স্বাধীনতা পাক—
ভুলে গিয়ে দুঃখ, কষ্ট ও শোক
তাঁর ডাকে সাড়া দিলো এদেশের লোক।
সব ভুলে যুদ্ধের ময়দানে যারা।
গিয়েছিল, ফেরেনি তো সবাই তারা।

জাতিকে দেখান তিনি মুক্তির দিশা।
কেটে যায়, টুটে যায় সব অমানিশা।
আঁধার পেরিয়ে আসে যে নতুন দিন
সেই দিনে এই জাতি হয়েছে স্বাধীন।

এদেশের স্বাধীনতা এনে দেন যিনি
মুজিবুর রহমান নামে তাঁকে সবাই চিনি।
তিনি প্রিয় নেতা চাষী-মজুর-তাঁতির
বঙ্গবন্ধু তিনি, জনক-জাতির।

স্বাধীনতার গীতিকার
আয়াত আলী পাটওয়ারী

তোমার নামেই আজ বিশ্বজুড়ে
বাঙালি ও বাংলার জয়-জয়কার
বঙ্গবন্ধু রূপকার তুমি
গরবিনী অপরূপ এই বাংলার।

টুঙ্গিপাড়ার ওই পাখি-ডাকা গাঁয়
জন্ম না নিলে তুমি জনক আমার
সাধ্যটা ছিল না কারো পরাধীনতার
সেই সুদৃঢ় শৃঙ্খল ভাঙবার।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, বত্রিশ নাম্বার
সবখানে মিলেমিশে তুমি একাকার
মিশে আছো বাউলের একতারাতে
জনক তুমি স্বাধীনতার।

তুমি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
সেরা তুমি যে সবার
তুমি ঘোষক তুমিই জনক
স্বাধীনতার সেই গীতিকার।

বঙ্গবন্ধু আর কিছু না
আলম তালুকদার

মুজিব মানে আর কিছু না
মুজিব মানে গর্ব
খোকা মানে আর কিছু না
কেবল শুরুর পর্ব।
বঙ্গবন্ধু আর কিছু না
দেশপ্রেমের ছায়া
জাতির জনক আর কিছু না
হৃদয়ভরা মায়া।

মনে পড়ে বন্ধু
আনোয়ারা সৈয়দ হক

মনে পড়ে বন্ধু সেই দিনগুলোর কথা
যখন আকাশ থেকে নেমে এসেছিল
স্বর্গীয় এক আলো
এবং বাতাসে বাতাসে ঘ্রাণ এসেছিল
পোড়া মানুষের?

সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে বন্ধু
যখন আমি তুমি এবং আমরা
উত্তাল ঢেউয়ের ভেতরে বপন করেছিলাম
আমাদের ভবিষ্যৎ এবং
জরায়ুর ভেতর তুলে নিয়েছিলাম
আমাদের অনাগত সন্তানের বিজয়।

সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে বন্ধু
যখন যৌবন ছলছল ছিল আমাদের শরীর
এবং নদীর ভেতরে ছিল অবিশ্রান্ত
জলের কলতান
যখন বোমা বারুদ মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে
কান পেতে রেখেছিলাম, সেই জয়ধ্বনির
এবং কালো গাইয়ের আঠালো দুধে
ধুয়েছিলাম আমাদের স্বপ্নসমূহ।

মনে পড়ে বন্ধু সেই স্বাধীনতার দিনগুলো
উঠোনের বিস্তারিত চন্দ্রিমায় পেতে রাখা
সেই নকশিকাঁথা
আর সোনালি অক্ষরে গেঁথে রাখা
একটি অবিনাশী নাম
শেখ মুজিবুর রহমান?

স্বাধীনতার মহান নেতা
আব্দুল জব্বার

বঙ্গবন্ধু এসো আর একবার
আমরা বড্ড অসহায়!
বঙ্গবন্ধু এসো আর একবার
তোমার স্বপ্ন রাজপুরী পেলাম স্বাধীনতা
বাংলা ভাষা
সবুজ নিশান রক্ত লাল।
আমরা শক্ত শক্ত
বিশ্বের দুয়ারে ছড়ায় রক্ত।
হে বঙ্গবন্ধু এসো আর একবার
এই জনতা সইবে না, সইবে না,
হাজার বর্ষ কেটে গেলো পরাধীনতায়
হে স্বাধীনতা—
পায়ের শিকল ভাঙিয়া কারাগার
নেতা বঙ্গবন্ধু করে পার
শহীদের রক্তে স্বাধীনতা
নিয়েছে কেড়ে মায়ের সম্মান
পাক হানাদার ওরা শয়তান শয়তান
মেরেছে জনতা গুলিবির্ষণে
কত শিশুর প্রাণ নিল কেড়ে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা
মারছে মানুষ পুড়েছিল ঘরবাড়ি
ওরা নরপিশাচ শয়তান শয়তান
রাজাকার, আলবদর, আলসামস
ওরা দেশের শত্রু
হে বন্ধু, এসো আর একবার।
পেলাম স্বাধীনতা গান
চলছে ষড়যন্ত্র।

নির্মিত কহলারে যেন পাই আবক্ষ বাংলাদেশ
আবিদ আজাদ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে ফুটে উঠলো শাদা কহলার।
আমাদের লোকগাথার হংসগুচ্ছের মতো
রবীন্দ্রনাথের মতো
পিছনে মেঘের মতো বিশাল মিছিল নিয়ে আসা মওলানা ভাসানীর মতো
একঝাঁক পায়রা ওড়া শেখ মুজিবের হাতের মতো
বাউল গানের আর্তনাদের মতো
জীননানন্দের চিলের মতো
সারাগ্রাম বাংলার বুকের ধবল দুঃখের মতো
বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে ফুটে উঠলো শাদা
শাপলা ফুল
এই শাদা ফুল আমাদের রাজধানী

এই শাদা ফুল আমার হাওয়া মানুষের প্রতিনিধি
এই শাদা ফুল জল থৈ থৈ ভাটির দেশের দূর পাড়াগাঁর আঙিনায়
একজোড়া গহীন নৌকার মতো কালো চোখ নিয়ে ফুটে
থাকা আমার ছোট ফুফু

এই শাদা ফুল আমাদের স্বাধীনতা
এই শাদা ফুল আমাদের পার্লামেন্ট
এই শাদা ফুল আমাদের অতিথি ভবন
এই শাদা ফুল আমাদের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি
এই শাদা আমাদের ট্যুরিস্ট ব্যুরো
এই শাদা ফুল আমাদের মাস্টারের মেয়ে
এই শাদা ফুল আমাদের ভোর।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে ফুটে উঠলো শাদা কহলার
নাইট শিফটের নার্সের মতো।
রূপকথা কড়ির পাহাড়ের ঘুমন্ত প্রসাদের মতো
ভয়ার্ত তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যাওয়া রাজপুত্রের লক্ষ্যের মতো
রাক্ষসের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত রাজকন্যার মতো
বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে ফুটে উঠলো আমার শাদা শাপলা ফুল।
এই শাদা ফুলেই ছায়ায় ফুটে আছে আমাদের কুঁড়েঘর

যে কুঁড়েঘরের চালগুলি বহুদিন শুনেছে যুদ্ধবিমানের গর্জন
যে কুঁড়েঘরেগুলি বর্ষা রাতে কান পেতে শুনেছে মর্টারের শব্দ
যে কুঁড়েঘরগুলি উঠানে দাঁড়িয়ে খড়ের গাদার পাশে শুনেছে
লাজুক কৃষাণীর আর্তনাদ
যে কুঁড়েঘরগুলি গভীর জ্যোৎস্না রাতে দেখেছে চকচকে বন্দুকের নল।

এই শাদা ফুল একাত্তরের হারিয়ে যাওয়া ছেলের প্রত্যাবর্তনের
আশায় খুলে রাখা, হাহাকার মায়ের দরোজা
এই শাদা ফুল মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলার যুদ্ধশিবির
থেকে আমাদের
মফস্বল শহরের সেই কলেজ ছাত্রীটির উদ্দেশে লেখা এক
তরুণের কয়েকটি চিঠি,
এই শাদা ফুলের ব্রাশফায়ারের শব্দে উড়ে যাওয়া মধ্যরাত্রির
একঝাঁক ধনেশের ছিন্ন পালক
এই শাদা ফুলের ছায়ায় ফুটে আমাদের নার্সারিলজ আমাদের স্যানেটোরিয়ার
আমাদের বিষণ্ন কলোনী
আমাদের শিশুদের স্কুল
এই শাদা ফুল আমাদের অতি উঁচু মনুমেন্টে
এই শাদা নির্মিত কহলারে যেন পাই আবক্ষ
বাংলাদেশ।

টুঙ্গিপাড়া

আলমগীর রেজা চৌধুরী

আমার ছেলে এখন টুঙ্গিপাড়া যেতে চায়
ওর শিশুতোষ ভুবন জুড়ে অনুরণ তুলছে
টুঙ্গিপাড়া, টুঙ্গিপাড়া।
টুঙ্গিপাড়া কি কান্তজীর মঠ! নাকি শতাব্দীর
অগ্নিগর্ভ বাতাস ছুঁয়ে গেছে পরিচয়—নাম।
শুয়ে আছে মুজিব, বঙ্গসন্তান—অনার্য মানুষ
আমার সন্তান মুজিবের পরিচয় জানতে চায়
বোলফোটা বাকুম শিশু।

সাগরের হাঙ্গর জানে
যুদ্ধবাজ বণিক ঈগল—
আমি কিছুই জানি না, কিছুই জানি না।
ত্রিকালদর্শী প্রাচীন বটবৃক্ষ
এক মানুষের নামাবলীতে দাঁড়িয়ে থাকা
অজয় যুবরাজ।

যে প্রথম আমাকে হাঁটি-হাঁটি পা-পা
দাঁড়া করিয়েছে প্রাজ্ঞা ভিক্ষুর মতো
আমাকে শুয়েছে রক্তাক্ত বাংকারে
আমি কি মুজিবের নাম ভুলে যেতে পারি?
আমি কি ভুলে যেতে পারি, জননী বঙ্গভূমি?

আমার সন্তান টুঙ্গিপাড়া যেতে চায়
আমি কি আসবো পিতা?

নক্ষত্রমানব
আবু হাসান শাহরিয়ার

স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল
দাবানল থেকে বাংলাদেশ

উত্তাল মার্চের সাত
পথগুলো নদী। নামে মানুষের ঢল।
মানবতরঙ্গ। নিরন্তর স্রোতধারা।
হৃদয়সমুদ্রে গিয়ে মেশে।
একই স্বপ্ন জ্বলে উঠা পুঞ্জীভূত চোখে।

হাজার নক্ষত্রবাড়ি, বাতিঘর বাঙালির হাজার সংগ্রাম
একমাত্র পথে নেমে আসে।
হাজার বছর ধরে নিরন্তর প্রতীক্ষার পর
শোনা যায় সেই কণ্ঠস্বর।
বজ্রকণ্ঠ।
স্বপ্নবীজ। বীজমন্ত্র। নক্ষত্রমানব।
মন্ত্রবীজ তর্জনীরেখায়।
ভেঙে যায় বরফের ঘুম। ভাঙে প্রাচীন শৃঙ্খলা।
ছুটে আসে সমুদ্রগর্জন।
আছাড়িপিছাড়ি ঢেউ মাথা ঠোকে বোধের জমিনে।
হাজার আগ্নেয়গিরি ফুঁসে ওঠে সহস্র শিখায়।
শিখা চিরন্তন।

স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল
দাবানল থেকে বাংলাদেশ।

বেহুলা বাংলা আমার
আবু মুহম্মদ রইস
(সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম–শরৎচন্দ্র)

বেহুলার ঘরে কালনাগিনী ঢুকেছে একুশ বছর!
সবুজ মাটির বুকে এখনো তার পায়ের ছাপ,
সুতোনালী পথ ধরে বানের জলে সাথে
ঢুকেছে বিষের ধারা—
মাঠের ফসল থেকে কুঁড়ে ঘরে কুমড়ো লতায়
পদ্মা মেঘনা আর যমুনার জলে
গণতন্ত্রের স্রোতে মিশেছে কাল নাগিনীর বিষ
পলি মাটির ভাঁজে ভাঁজে শিরায়-শিরায়
একুশ বছর প্রবাহিত কালকূট—
বেহুলা বাংলা আমার
কোন জলে ধুবে তুমি বিষাক্ত শরীর।

তোমার বাসর ঘরে ফণা তুলে আছে কাল সাপ
ছাপ্পান্ন হাজার মাইল জুড়ে পড়ে আছে
শেখ মুজিবের লাশ
পদ্মার পলিতে গড়া দেহ
চোখ যার স্বদেশের প্রকৃতি আঁকা সবুজ জলপাই
একুশ বছর ধরে তার শব পড়ে আছে
ফরিয়াদ নাই—

এ কোন প্রকৃতি তোমার এ কোন জীবন
বারো কোটি সন্তানের মাতা তুমি
তবু তোমার, কোলে কি আজ একটি মানুষ নাই

তোমার গর্ভে কি একটি ভ্রূণ নাই
যার থেকে জন্ম নেবে ক্ষুদিরাম
অথবা 'শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক সগীর আলী'
লোহার বাসর থেকে যে তুলে আনবে স্বাধীনতার শব
জন-সমুদ্রে ভাসাবে কলার মান্দাস
এক মুজিবের রক্ত থেকে লক্ষ মুজিব জন্ম নেবে
বাংলার ঘরে ঘরে গর্জে উঠবে—
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'
এক মন্ত্রের ধ্বনিত আবার মথিত হবে
বাংলার আকাশ বাতাস—
জয় বাংলা জয় বাংলা! জয় বাংলা!

অঙ্গীকার
আলতাফ আলী হাসু

আকাশে বাতাসে জয় জয় ধ্বনি
এ বীর জনতা সঙ্গী কার
হারাবার শুধু শেকল যাদের
তারা ভয় করে ভঙ্গি কার?
বিশ্বে দাঁড়াবে বাঙালি জাতি
এগিয়ে যাবেই বাংলাদেশ
কীর্তি তোমার ধুয়ে মুছে কেউ
পারবে না জানি করতে শেষ
মিছিলে মিছিলে দীপ্ত শপথে
বাহু বলো আজ জঙ্গি রাজাকার
জাতির পিতার ভাবমূর্তিকে
মুছে ফেলে যারা বারে বারে
কতকাল তারা ধোঁকাবাজী দেবে
এই জনতার দরবারে?
হাতে হাতে আজ তোমারই পতাকা
মুখে যে তোমারই অঙ্গীকার।

চিরদিনের মুজিব
আহমাদ উল্লাহ

ঘুমিয়ে আছেন
জাতির জনক
টুঙ্গিপাড়ায়,
ও গান থেকেই
ভালোবাসার
দু'হাত বাড়ায়,
আন্দোলনের
ঝড়ো হাওয়া
বাংলা নাড়ায়
বীর বাঙালি
স্বৈরতন্ত্র
রুখে দাঁড়ায়।

এই জনকধন্যি মেয়ের নির্বাচিত পঙ্‌ক্তিমালা

আখতারুজ্জামান চিরু

একটু আগে বৃষ্টি হলো খানিক
বৃষ্টি তো নয়—যেনো হিরে মানিক—
চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে গেলো,
ধূসর বাংলার স্বপ্ন রঙিন হলো।
আওলা মেঘের বৃষ্টি বোনা মাঠে
ভাপ ছড়িয়ে রৌদ্র বসে পাঠে।
গুনীন মাঝি বৈঠাতে দেয় টান,
সমুদ্দুরের জোয়ার ভাটার গান—
শেষ না হতেই শ্রাবণ হলো চোখ,
এটাই আমার জনকবিহীন শোক।
একদিন সব বেঈমানেরা পিতার সঙ্গে অবোধ শিশু বালক
রক্তবানে ভাসিয়ে দিয়ে ফেললো ছিঁড়ে শ্বেত পায়রার পালক,
দোপায়া সব জন্তুগুলো জাহান্নামের সঙ্গে করলো চুক্তি—
শোকটা হলো অনাথ বাংলা অবিনাশী শক্তি।
আয় পাখি বয় ডালে, পালক ভেজা সেই লালে
জাতির পিতার রক্তে ভিজে সবাইকে তুই ফের কাঁদাবি।
মহা শোকের গান শুনাবি—আয় পাখি আয় পাখি।

এ শোক আমার চিরকালের সাথী—
এ শোক দিয়েই দহন মালা গাঁথি,
যে মালাটি পরে নিজের খোঁপায়
দাঁড়িয়ে ভাবি কখন নগ্ন দু'পায়
জনক ধীরে এসে বলছে মা—
তুমি কিন্তু একটুও কেঁদো না।
এখন আমি নিজেই হয়ে নদী,
অমঙ্গলের ভাসিয়ে নিরবধি
এই সবুজে আল্পনা আঁকবো
তাতেই জনকধন্যি মেয়ে হবো।

সোনার বরণ ছেলে

আখতার হুসেন

সোনার বরণ ছেলে
কোন সুদূরে গেলে?
তোমার হাঁকে ডাকে
জাগাও শহর গাঁ কে।
কোথায় নিরুদ্দেশ?
তোমার গানেই উঠবে ভরে
আবার নিথর দেশ।

আর কত আর
খেলবে কানামাছি
মুজিব তোমার আসন পেতে
আমরা জেগে আছি!

বন্ধুবন্ধু
আবদুল বারী হাওলাদার

মৃত্যুঞ্জয়ী নেতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাদেশকে তুমি দিয়ে গেছো
স্বাধীনতা সেরা সম্মান।
ভুলি নাই আমরা ভুলব না
কোনদিন ভুলবো না
তোমার হৃদয় প্রেম দিয়ে গড়া
শ্রেষ্ঠ এই অবদান।

জয়তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
ইয়াফেস ওসমান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ
বাঙালির শীর্ষে তিনি
ত্যাগের মন্ত্রে জাগ্রত করে
জাতিকে করেছে ঋণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ
বাঙালি শীর্ষে তিনি
জাতিকে দিয়েছে স্বাধীন সত্তা
রক্তের দামে কিনি

শ্রেষ্ঠ সাধক সকল সাধকে
দিয়ে গেছে সম্মান
বিদ্রোহী কবি জাতীয় কবি
সঙ্গীত বিশ্বকবির গান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ
বাঙালি শীর্ষে তিনি
ইতিহাস করে ঋণ পরিশোধ
যাঁর কাছে থাকে ঋণী

যতদিন রবে বাংলার মাটি
পাখিরা গাহিবে গান
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
শেখ মুজিবুর রহমান।

মুজিব নামের কাব্য
ইব্রাহিম মিজি

রক্তে কেনা বিজয় আমার
বছর ঘুরে এলো আবার
কান্না হাসির একটি দিন,
বিজয় আমার স্বপ্নগাথা
বীর প্রসূতি বঙ্গ মাতা
হাজার সুরে বাজায় বীণ।

বিজয় হলো গোলাপ জবা
গহীন রাতে আলোর প্রভা
বোনের শোভা কানের দুল,
বিজয় হলো চলার সাথী
ছিনিয়ে আনে বীরের জাতি
তরী খুঁজে পায় যে কূল।

বিজয় এলে বাঁচতে শিখি
মুজিব নামের কাব্য লিখি
স্মৃতির পাতায় অশ্রু জলে,
বিজয় মানে জাতির পিতা
তার বিরহে শোকের চিতা
ধুঁকে ধুঁকে জ্বলে দাবানলে।

ফুলবাড়িয়া স্টেশনে শেখ মুজিব
ইকবাল আজিজ

শেখ মুজিব তখন এক বিদ্রোহের নাম—
শেখ মুজিব মানেই বাঙালির প্রতিবাদ
ছুটে বেড়াচ্ছেন একটি শহর থেকে অন্য শহরে
তেমনই এক সংগ্রামী দিনের কথা।
দেখেছিলাম তাকে আমার কৈশোরে
সে এক আশ্চর্য দৃপ্ত অঙ্গীকার
দাঁড়িয়েছিলেন ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে
এক শীতের দুপুরে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে
একা নয়, সাথে তারই কিছু সহচর।
কোট প্যান্ট পরিহিত সাহেবী পোশাকে নেতাকে
একটিবারই দেখেছি।

ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনে মায়ের সাথে এসে
শীতের দুপুরে ফুলবাড়িয়ায়
গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন শেখ মুজিব।
পাইপ হাতে অস্থির হয়ে কী যেন
বলছিলেন তার সহচরদের—
যে বাঙালির আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামকে
তিনি দেখতে পেয়েছিলেন
স্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিল মোবারক ফুপা—
তিনি বললেন, 'স্বপন ঐ দ্যাখো, শেখ মুজিব।'
যেন বাঙালির অমর ইতিহাসকে সেদিন আমি
দর্শন করেছিলাম—
বাংলার স্বাধীনতা সেদিন কথা বলেছিল ফুলবাড়িয়া
আমার কিশোরবেলায়।

শব্দসৈনিক

এমদাদুল হক বাদশা

বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার সাথে সাথে
তাল মিলিয়ে চলেছি আমি এক নির্ভীক নাবিক,
বয়ার কাজে ত্রস্ত নতুন ধ্রুবতারা জাহাজ
সন্ত্রস্ত হইনি কখনো কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়ে।
ভয়ঙ্কর সাইক্লোনিক শক্তি নিয়ে
আমি এক শব্দ সৈনিক বসে আছি অদম্য সাহস নিয়ে
সৎ সাহসী নাবিক...প্রায়শই বে-ক্রসিং করে করে
দিশারী, পাথফাইন্ডার, সন্ধানী জাহাজ নিয়ে
সি-গালের মতো সি-প্লেনের সাহসী আরোহী
হয়ে যাই মাঝে মাঝে উভচর প্রাণীর মতো।

স্বপ্নের বঙ্গোপসাগর—
তোমাকে পেয়ে আজ আমরা ধন্য,
তোমার গর্ভের অফুরন্ত মূল্যবান সম্পদ
আমাদের বাঁচার স্বপ্ন দেখায়;
ফেয়ারওয়ে বয় দুটো খুঁজতে খুঁজতে নাবিকেরা
ক্লান্ত হয়ে একদিন জাহাজ থেকে ফিরে যায়
কর্মজীবন শেষ করে।

মাঝে মাঝে আকাশচুম্বী ঢেউ
দৈত্যের মতো ছুটে আসে সাগরের অমোঘ বিধান মেনে,
জীবন হয়ে ওঠে বেহিসেবি—সমস্ত হিসেবে চুকে;
তবু আমাকে জানতেই হবে
তোমার তলদেশে পানির গভীরতা কতো?
আমি তো ভীত নই তোমার গর্জনে-তর্জনে
আমি তো শংকিত নই তোমার বীভৎস-রূপে;
কেননা, আমি এক শব্দ-সৈনিক
সেই মহাসাগরের জল লাল,
যে জলে বাংলার শোকার্ত মাটি ভিজে আষাঢ়-শ্রাবণে—
সেই মহাসাগরের নাম—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মুজিব মানে-ই স্বাধীনতা

এখলাসুর রহমান

মুক্তিকামী মানুষের মহানায়ক
জীবন্ত কিংবদন্তি যাঁর সাহসী আঙুল
বজ্রকণ্ঠ, বিজয়ের প্রতীক।

মাও মাতৃভূমির চির অহংকার
নেতৃত্বে অটল অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়
ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পদাতিক।

স্বাধীনতার সার্থক রূপকার মহান ধরণীর
ধীমান রাষ্ট্রনায়ক বিশ্বভূগোল আঁকা
ন'মাস যুদ্ধে পাওয়া মানচিত্র, পতাকা
তান্ত্রিক তাপস তিনি তটস্ত তরণীর।

ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য চাকায়
ওবায়েদ আকাশ

আমাদের অস্তিত্বের পতন হলে, ভেবে দেখ
নোনাধরা পৃথিবীর সামান্য ঐশ্বর্য সেদিন খসে পড়েছিল
ডালাভরা নক্ষত্রের স্বভাব ঔজ্জ্বল্য হতে ধুলোর নিভৃতে
কাকের উল্লাস কিছু বোঝা গেল অন্ধকার রাতের শেকড়ে

যারা গুটিসুটি খুবলে খেল নয়কোটি বাঙালিদের মগজের লাল
আর ভোরের চিবুকের সাদায় বেহায়া জলপাই আলো
তুলে নিয়ে গেল ফুলের সৌগন্ধ কিছু, সভ্যতার সুশীল শুভ্রতা—
তাদের বিকৃত স্বপ্নের ক্ষতে সংক্রমিত হয় না তো বাঙালির স্বপ্নের সাদা ঘোড়া

পচাগন্ধ ভুঁড়ভুঁড় কাদায় নাক ডুবে যারা একদিন শুনে নিয়েছিল
বেঁচে থাকার অথৈ জীবনী, ওই কিছু লালসার দুরারোগ্য স্রোতে
রূপসী বাংলার রোদে বিষাদ গড়িয়ে পড়ে ঋতুচক্রে, রাত্রিদিন
বাঙালির শীত গ্রীষ্ম বর্ষার অঝোর বর্ষণে

সেদিন রেসকোর্স থেকে সারা বাংলা এফোঁড়-ওফোঁড় করে
এবারে সংগ্রাম শুরুর প্রাক্কালে যারা বজ্রকণ্ঠের তীর্যক বাণে
হঠাৎ ছিটকে পড়েছিল আঁস্তাকুড়ে নতুন জীবনের ভ্রূণে।
ঐসব পশুজন্মের কলুষিত ইতিহাসকথা প্রতিদিন পিষ্ট হয়
বাঙালির পায়ে পায়ে, ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য চাকায়

এবার তোমাদের পালা, প্রতিশ্রুতি পূরণে
এ কে শেরাম

প্রিয় দেশবাসী,
একদিন তোমরা আমাকে
প্রচণ্ড ভালোবাসায় আপ্লুত করেছিলে,
আমাকে বন্দি করে রেখেছিলে
তোমাদের ভালোবাসার কারাহীন কারাগারে
আর তাই, আমার একটিমাত্র অঙ্গুলি হেলনে
সেদিন সারা বাংলার বিশাল প্রান্তর জুড়ে
উদ্দাম জনসমুদ্রে জেগেছিল উত্তাল ঢেউ।

আমিও তোমাদেরকে গভীরভাবে ভালোবাসতাম, প্রিয় দেশবাসী,
তোমাদের প্রতি ভালোবাসাই ছিল আমার শক্তি;
যে অমোঘ শক্তির বরাভয় পেয়ে
শোষকের বিশাল থাবাকে আমি
'জয় বাংলা' নামের
একটি মাত্র বীজমন্ত্র দিয়ে সেদিন
বাংলার মাটি থেকে চিরতরে নির্বাসনে দিয়েছিলাম,
মৃত্যুর পরোয়ানাকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে দিয়ে
বাংলার বিশাল উপত্যকা জুড়ে
হিমালয়ের দৃঢ়তায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলাম,
ভোরের বৃন্ত থেকে রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে এনে
বাংলার সবুজ পটভূমিতে বসিয়ে দিয়েছিলাম
কিন্তু আমি এ-ও জানতাম
আমার দুর্বলতা
তোমাদের প্রতি আমার বড়ো বেশি ভালোবাসা।
তাই সেদিন
শত্রু-মিত্র নির্বিশেষ সবাইকে আপন করে নিয়েছিল,
বঙ্গোপসাগরের বিশাল ঔদার্যে
ক্ষমা করে দিয়েছিলাম সমস্ত অপরাধ।
তোমাদেরকে বড়ো বেশি ভালোবাসি বলেই
ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারিত হচ্ছে জেনেও
বিশ্বাস স্থাপন করিনি,
ঘাতকের উদ্যত অস্ত্রের মুখেও

সমস্ত কিছুই দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিয়েছি।
কারণ, আমি বিশ্বাস করি
ভালোবাসা কখনো পরাজিত হয় না
আর তাই, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের হিংস্র ছোবলে
ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া আমার দেহের সাথে
সেদিন নিহত হয়নি ভালোবাসা
শুধু নিহত হয়েছিল আমার বিশ্বাস।

প্রিয় দেশবাসী,
আমি তো আমার কথা রেখেছি
রক্ত দিয়ে আমি তো শোধ করেছি রক্ত ঋণ।
আমার অক্ষত ভালোবাসার দাবি নিয়ে
আমি আজ শুধু এটুকু বলব—
তোমারও তো অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে;
এবার তোমার পালা, প্রতিশ্রুতি পূরণের।

কবি কর্তৃক অনূদিত

এ কে শেরাম : মণিপুরী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তিনি মূলত কবি। তার এই কবিতা—'হৌজিক নখোয়গী মতমনি, ওয়াশক ঙাকাপগী, ১৫ আগস্ট ১৯৯২ বঙ্গবন্ধুর ১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত দৈনিক 'আজকের সিলেট'-এর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

জনকের শুভ জন্মদিনে

এমদাদ খান

একদিন আমরা অধীন ছিলাম
বিজাতির অধীন, বিভাষীর অধীন
অধীন ছিলাম বিদেশি বেনিয়ার
নিজের দেশে হাজার বছর
আমরা পরের অধীন ছিলাম।
তুমি আমাদের গান শেখালে—
মুক্তির কোরাস গান।
মুক্তির কোরাস গাইতে গাইতে
একদিন আমরা মুক্ত হলাম
মুক্তির দিশারী হে মহান পুরুষ
তোমার শুভ জন্মদিনে
তোমাকে জানাই হাজার সালাম।

একদিন আমরা বাঁধা ছিলাম
দু'হাতে শেকল, কোমরে শেকল
শেকলে বাঁধা ছিল পদযুগল—
শেকলের শক্ত বাঁধনে
আমরা সবাই বাধা ছিলাম।
তুমি আমাদের গান শেখালে—
শেকল ভাঙার গান।
কোটি শেকল ছিন্ন করে
একদিন আমরা মুক্ত হলাম।
মুক্তির দিশারী হে মহামানব
তোমার শুভ জন্মদিনে
তোমাকে জানাই হাজার সালাম।

একদিন আমরা রুদ্ধ ছিলাম
ভেতরে আঁধার, বাহিরে আঁধার
আঁধারে ছিল ঘেরা চারিধার—
অমানিশার ঘোর আঁধারে
আমরা রুদ্ধ ছিলাম।
তুমি আঁধারে দীপ জ্বালালে
দীপ্ত শিখার দীপ।

প্রদীপ্ত সেই আলোর শিখায়
সামনে সব এগিয়ে গেলাম।
আলোর দিশারী হে মহামহিম
তোমার শুভ জন্মদিনে
তোমাকে জানাই হাজার সালাম।

একদিন আমরা বন্দি ছিলাম
খাঁচায় আটক পাখির মতো
জেলে বন্দির মতো
আমরা সবাই বন্দি ছিলাম
নিজের ঘরে হাজার বছর
পরের হাতে বন্দি ছিলাম।
তুমি আমাদের গান শেখালে
কপাট ভাঙার গান।
হাজার লৌহ কপাট ভেঙে
একদিন আমরা মুক্ত হলাম।
মুক্তির দিশারী হে মহান নেতা
তোমার শুভ জন্মদিনে
তোমাকে জানাই হাজার সালাম।

একদিন আমরা ভীত ছিলাম
ঝনঝনে শেকলের ভয়
শাঁই শাঁই চাবুকের ভয়
কাট্ কাট্ তরবারির ভয়
দ্রিম দ্রিম বুলেটের ভয়
জান্তার আক্রমণের ভয়ে
আমরা ভীত ছিলাম।
তুমি আমাদের মন্ত্র শেখালে—
নির্ভয় হওয়ায় মন্ত্র।
তোমার অভয় মন্ত্রবলে
সাহসে সব দুর্বার হলাম
শত সংগ্রাম—লড়াই শেষে
একদিন আমরা স্বাধীন হলাম
মুক্তির দিশারী হে মহান পিতা
তোমার শুভ জন্মদিনে
তোমাকে জানাই হাজার সালাম।

বঙ্গবন্ধু

ওয়াসিফ-এ-খোদা

টুঙ্গিপাড়ার একটি ছেলে
জন্ম নিয়েছিলে,
ভাঙতে আগল বাঘের মতো
ডাকটা দিয়েছিল—
শ্বাপদ ঘেরা বিষাদ ভয়াল
রাত্রি টুটেছিল
গ্রামে গঞ্জে স্বাধীনতার
সূর্য উঠেছিল
ভোরের দোয়েল যুদ্ধ-জয়ের
গানটি গেয়েছিল
বাঙালির স্বপ্ন দেখার।
স্বপ্ন পেয়েছিল।
তেমন ছেলে দেশে আবার
জন্ম নেবে কবে?
দুঃসময়ে ডাক দিতে যে
বঙ্গবন্ধু হবে।

জীবনের সঙ্গে যার স্বাধীনতা জমিন

ওয়ালি মাহমুদ

১

রক্তমাখা দেহে পড়ে থাকা মানুষটিকে অতিক্রম করে কালের পরিক্রমা
লালে লাল হয়ে ভিজে যায়, সাধের সিগার পাইপ, লুঙ্গি ও ফুলহাতা জামা।
যে পরিশ্রান্ত হৃদয়ে বলেছিল, এবারের সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।
যার লাগি লক্ষ প্রাণ বিনিময়ে শুধেছিল দাম।

খণ্ডিত হোক কেবা চায় বলো? সাংবিধানিক অধিকার মানেনি বলে রুদ্ররোষ
থামতে পারেনি শাসন, পারেনি বুলেট। নির্বিচার গণহত্যা জন্ম দেয়
প্রতিরোধের, প্রতিশোধের। জনক হয় প্রতিবাদের। বিদ্রোহী সাধারণ ক্ষুব্ধ
জনতা সংগ্রামী হয়ে ওঠে। যুদ্ধ জয়ের উদ্যম লিপিতে একখানি মানচিত্রের
মাঝে মিশে গিয়ে বলে, আমি জনম-মাটির মুক্তির জন্য লড়াই করি।

২

সাতাশে মার্চ, উনিশ'শ একাত্তর। ঢাকা যেন এক লাশের শহর। ভার্সিটিতে
লাশ, ড্রেনে, রাস্তায় গলিতে লাশ, দরজার পাশে লাশ আর লাশ। স্টপ প্লিজ
স্টপ, টেলার। সাতকোটি বাঙালির দেশে, খালে-বিলে-ঝিলে, টিলা-ঝোপ
ঝাড়ে, ন'মাস গর্ভ ধরে প্রসূতি জননী—স্বাধীনতার মগ্নতায়। রক্তাক্ত মুজিব,
তোমার রক্তে গড়ায় বত্রিশ নম্বর বাড়ি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ সিঁড়ির
ছলাকলায়।

কালের আগুনে পুড়ে, স্মরণের ফাগুন তোড়ে জ্বলে স্বর্ণালি লালিমা।
রক্তমাখা দেহে পড়ে থাকা মানুষটিকে অতিক্রম করে, কালের পরিক্রমা...

মিতার মন্ত্রমুগ্ধ বাণী

ওয়াহিদ রহমান

বঙ্গোপসগার যখন আমাকে ডাকে
ছুটে আসে একাত্তরের সাত মার্চ
রেসকোর্স ময়দানে—
দেখি, আমার পিতা মহাসমুদ্রের বক্ষে
জাগিয়ে তুলছেন দুর্বার তরঙ্গরাশি
অজস্র বাঙালি ব্যানার ফ্যাস্টুন হাতে
নিঃশব্দে শুনছে মহানায়কের মন্ত্রমুগ্ধ বাণী
'এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
'এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'

বঙ্গোপসাগর ধেয়ে আসে—
ধেয়ে আসে রেসকোর্স ময়দান
বাংলার প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি প্রাণে—
তরঙ্গ মহাতরঙ্গ ধারা ছুটে—
পদ্মা মেঘনা যমুনা তিস্তা তিতাস
দু'কূল প্লাবিত করে
দারুণ উচ্ছলতায় মহাশক্তির আমেজে
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বঙ্গজননীর সন্তানেরা
হিংস্র হায়েনার দল নির্মমতায় ঝরায় নদী নদী রক্ত
বঙ্গোপসাগর অবিরাম তরঙ্গ দোলায়
দুর্জয় দুর্বার হয়ে ওঠে পিতার মন্ত্রমুগ্ধ বাণী প্রবাহে
বিকৃতি আর বেসাতি উপড়ে ধুয়ে মুছে
ভ্রান্তি ও কুয়াশা সরিয়ে আসে রক্তিম সূর্য।

একটি গাছ

ওয়াহিদ রেজা

বাড়িওয়ালা বল্লেন : গাছটি তুলে ফেলুন
মরে গেছে।
আমি বললাম : গাছটি মরেনি, শিকড় তাজা আছে
রোদে
খরায়
অনাবৃষ্টিতে পাতা ঝরে গেছে
দেখুন
ডালগুলো কাঠ হয়ে যায়নি এখনো।
কি আশ্চর্য
হঠাৎ আকাশ দ্বিখণ্ডিত হলো
সূর্য বেরিয়ে এসে ধরণীর কিছু জল শুষে নিলো,
তারপর মেঘ এলো।
তারপর বৃষ্টি
তারপরে আরো কি কি আশ্চর্য ঘটনা!
বাড়িওয়ালার কল্পিত সেই মরা গাছ
আবার পাতায় ফুলে ভরে উঠলো।
আমি বল্লাম : কি সাহেব, এবার কেমন হলো।
তিনি বল্লেন : এ গাছ আমি কিনবো, কতো চান আপনি?
বললাম : আমি শুধু এর পাহারাদার, জীবনের মূল্যেও এটি বেচবো না
আপনি কি জানেন না এ গাছটি বঙ্গবন্ধুর হাতে বোনা?

তিনি এবং আমাদের স্বপ্ন

কায়সুল হক

আমাদের স্বপ্নেরা বেঁধেছে বাসা সুনিবিড় সেই একটি হৃদয়ে।

জলধি, বনানী আর নদী
অবিরাম লিখে চলে একটি নামের চিরভাস্বর কবিতা
বাংলাদেশ জুড়ে আঁকা সেই নাম :
শেখ মুজিবুর রহমান।

রূপবতী দেশ তাঁর অপরূপ স্বপ্নের নকশিকাঁথা হয়ে দেখি
বিছানো রয়েছে কাছে পিঠে আর দূর-দূরান্তরে
চেনা অচেনার আর দূরত্বের রেখে মুছে দিয়ে
জনে জনে
আপন সত্তার পরিচয়
ফিরে পায় সেই নামের ধ্বনিতে।

বসন্তের পুষ্পপত্র যেমন বৃক্ষকে অধিকার করে
অবিকল সে-রকম তার স্বপ্ন এখন তো আমাদের সকলের।
লোকায়ত রাষ্ট্রের শেকড়
ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে।

এখন সত্যি কি নিষ্কণ্টক আমাদের পথ?
সব দায়-দায়িত্ব এখন
আমাদের।
তিনি তো আছেন মিশে আমাদের সত্তার গভীরে।

মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গবন্ধু
কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী

বাঙালির প্রাণ শব্দ 'বঙ্গবন্ধু' উচ্চারিত হলে
আকাশ সুনীল হয়, সূর্য পায় জীবন উদ্ভাস
বাঙালি ভুবন জুড়ে রক্তিম প্রভাতি রঙ বুকে
বৃক্ষরা উন্নতশীল লাল-সবুজ পতাকা হয়,
তোরোশত নদী স্রোত 'আমার সোনার বাংলা' গেয়ে
জাগায় সাগর প্রাণ, 'জয় বাংলা' বিক্রম ধ্বনিতে
জোয়ারে প্রফুল্ল হয় বাঙালির বঙ্গোপসাগর—
বাতাসে বাতাসে গান 'শোন একটি মুজিবরের থেকে'
বাঙালির ইচ্ছাগুলো সাত মার্চের উদ্যান হয়
মেহনতি মানুষের হৃদস্পন্দে মুখর 'এবারের সংগ্রাম
মুক্তির সংগ্রাম' মন্ত্রে, শিশু কিশোর তরুণ মন
গেয়ে ওঠে ঐক্যসুর 'আমরা আনিব রাঙা প্রভাত'
সমস্ত নৌকার পালে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক জাগে
দোয়েলের কণ্ঠে জাগে গান 'আ-মরি বাংলা ভাষা'
শাপলার পাপড়িতে আলোময় সংবিধান পৃষ্ঠা
বাঙালির মন কণ্ঠে কথা প্রাণ মুখরতা পায়
সঞ্চয়িতা-সঞ্চিতা রূপসী বাংলার স্নিগ্ধ স্পর্শে
স্মৃতিপাঠে চর্যাপদ দিব্য চোখে লালন হাসন
অসীমকে দীর্ঘ করে বাংলার প্রদীপ্ত বর্ণমালা
ফুলেরা নমিত মন 'আমি কি ভুলিতে পরি'—সুরে
গ্রামে গঞ্জে জাগে সাড়া 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' ঠিকানা
সেই নামে ছয় ঋতু সাজায় গৌরব উপহার।
'বঙ্গবন্ধু' নাম শব্দে বাঙালি আবার জেগে ওঠে
শপথের উন্নত শির পঁচাত্তরের ঘাতকদের
ফাঁসির দাবিতে আসে রাজপথে মিছিলে মিছিলে
বিপুল উত্তাল হয় একাত্তরের সাহস নিয়ে
'বঙ্গবন্ধু' প্রিয় নাম বাঙালির জীবনবাসনা
সৃষ্টির বিশ্বাসী চোখে স্বপ্ন দেখে সোনার বাংলার
আকাশ বনানী নদী পাহাড় সাগর জনপদ
'বঙ্গবন্ধু' নাম স্পর্শে সহসাই আলোকিত সুখ
বঙ্গবন্ধু মৃতুঞ্জয়ী চির প্রেরণার মহানাম
এই নামে বাঙালির শুরু হোক মুক্তির সংগ্রাম।

ভিন্ন আকাশ খুঁজছি
কাজী রোজী

সেই থেকে একটি ভিন্ন আকাশ খুঁজছি
যেখানে সূর্যের দাগ ছুঁয়ে
রক্ত রঙ খেলবে—সোনা রঙ হাসবে।
যেখানে মেঘ বিদ্যুৎ ঝড় ঝঞ্ঝা থাকলেও
স্পষ্ট প্রতিভাত হবে
স্বচ্ছ আরশিতে রাখা আমাদের চিরচেনা প্রিয় মুখ।

সেই থেকে একটি ভিন্ন আকাশ খুঁজছি
যেখানে রোদের পাখির গানে
থেকে যাবে বর্ষা নূপুর...কুয়াশা দুপুর।
যেখানে ঝলসে যাওয়া তীব্র দাহ থাকলেও
স্পষ্ট প্রতিভাত হবে
স্বচ্ছ আরশিতে রাখা নিবিষ্ট ভালোবাসা মুখ।

সেই থেকে একটি ভিন্ন আকাশ খুঁজছি
যেখানে চাঁদের জ্যোৎস্নাঢালা সমুদ্দুরে
মেঘের আড়ালে মেঘ গুঁড়ো গুঁড়ো ভাঙে।
যেখানে ঘন অমাবস্যার অপ্রতিরোধ্য
নীল নকশা থাকলেও
স্পষ্ট প্রতিভাত হবে
স্বচ্ছ আরশিতে রাখা বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানের মুখ।

সেই থেকে একটি ভিন্ন আকাশ খুঁজছি
যেখানে পঁচাত্তরের পরে
সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতো
বারবার সেই সিঁড়িতেই থমকে দাঁড়ায় সব।
যেখানে সিঁড়ির দাগে
জাতির পিতার নাম, মুছে দিতে চাইলেও
স্পষ্ট প্রতিভাত হবে
স্বচ্ছ আরশিতে রাখা বঙ্গবন্ধুর মুখ।
সেই থেকে একটি ভিন্ন আকাশ খুঁজছি
যেখানে হাজার নয়নতারা পাহারা দেবে

দুর্বিনীতকাল উপেক্ষা করে
বাতাসে সবুজের বিশ্বাস আনার জন্যে।
যেখানে স্পষ্ট প্রতিভাত হবে
স্বচ্ছ আরশিতে রাখা
একটি মুখের পরে লক্ষ জনতার মুখ।

সেই থেকে একটি ভিন্ন আকাশ খুঁজছি
সেই স্বাধীনতা খুঁজছি
খুঁজছি সেই ইচ্ছের তুলি রঙ
যেখানে সেই ইচ্ছে প্রিয় মানুষটাকে
এঁকে যাব আমি
তারপর নতুন আর এক
তারপর আরও নতুন আর এক
আরপর শেষ পৃথিবীর আর এক নতুন।

১০ জানুয়ারি
কামাল চৌধুরী

যেদিন তিনি ফিরে আসলেন, সেদিন
শীতার্ত আলো হাওয়ার মধ্যে ঋতু বদল হ'ল স্বদেশের
ঝরাপাতায় জেগে উঠল বসন্ত
শাখায় শাখায় ফুটে উঠল পাতা
লক্ষকোটি মানুষের উল্লাসের মধ্যে সূর্যোদয় হ'ল
স্তব্ধতার মধ্যে বেজে উঠল সুর
অসংখ্য পাখির গানে মুখরিত হ'ল শঙ্কিত আকাশ।

তিনি ফিরে আসলেন। তখনও এই মাটি রক্তে ভেজা
চতুর্দিকে শোক আহাজারি ধ্বংসচিহ্ন পোড়াগ্রাম বিধ্বস্ত জনপদ
তিনি ফিরে আসলেন, ধ্বংসস্তূপের ভেতর ফুটে উঠল কৃষ্ণচূড়া
মুকুলিত হ'ল অপেক্ষার শিমুল
শোক থেকে জেগে উঠল স্বপ্ন; রক্তে বাজল দারুণ দামামা
বেদনার অশ্রুরেখা মুছে ফেলে
'জয় বাংলা, জয় বাংলা' ব'লে হেসে উঠল
লতাগুল্ম ধূলিকণা, পরিপূর্ণ দীপ্ত পতাকা।

তখন আমাদের নদীগুলো আর নদী থাকল না
তারা হ'য়ে উঠলো অবগাহনের ঝর্ণা
সমুদ্র আর নিস্তব্ধ থাকল না, ঢেউ দিল আদিগন্ত জলরাশি
বিশাল তিমির পিঠে তারা নিয়ে এল শুভেচ্ছার ফুল
অরণ্য হ'য়ে উঠল মুগ্ধ সবুজ, পাহাড়ের চূড়া থেকে
হেঁটে আসল শাদা মেঘ
আমাদের শস্যক্ষেত, আমাদের দরিদ্র গ্রাম, আমাদের শোকবিহ্বল
বাড়ির ওপরে
শ্রমিকের শীর্ণ পেশী, কৃষকের শুষ্ক দু'হাতে
শিশুকোলে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাম-বধূর বিস্মিত চোখের মণিতে সন্তানের অপেক্ষায়
বসে থাকা জননীর শোকার্ত মুখের রেখায়
পথে পথে পড়ে থাকা স্বজনের অচেনা করোটির ওপর
উড়তে থাকল শাদা মেঘ, শুভ্র ডানার সব শান্তি কবুতর।
তখন সারা বাংলায় অপেক্ষায় অধীর মানুষ।
প্রতিটি হৃদয় স্পন্দিত বজ্রকণ্ঠে

পিতার জন্য অপেক্ষা করছে সন্তান
বন্ধুর জন্য ভাই
নেতার জন্য মুগ্ধ অনুসারী
জনকের জন্য আবহমান এক দেশ।

তিনি আসলেন, মৃত্যুপুরী থেকে জেগে উঠল দেশ
মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেল থেকে আতসবাজির মতো
ফুটতে থাকল উল্লাসের বুলেট বৃষ্টি
বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত প্রতিটি সড়ক
ভরে উঠল ভালোবাসার ফুলে
বাসাতে ধ্বনিতে হল 'স্বাগতম'—চতুর্দিকে উৎসব,
চতুর্দিকে আনন্দ চতুর্দিকে স্বাধীনতা।

তিনি ফিরে আসলেন
অগণিত মানুষের আনন্দ অশ্রু জলে ভাসতে ভাসতে বললেন,
দ্যাখো আমি মরি নাই
তোমাদের ভালোবাসা আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।

আদর্শের উত্তরাধিকার

কাশীনাথ সাহা

বঙ্গবন্ধু ছিল, আছে এবং থাকবেও চিরকাল
আমাদের চেতনায়
বহমান নদীর মতো, ফল্গুধারা হয়ে
জাতির পথনির্দেশনায়।

আমাদের স্তব্ধতার সুযোগে
ঐ কুলাঙ্গারের দল মীরজাফরের রক্তের উত্তরাধিকার
মিথ্যার বেসাতি, করে গেছে বহুকাল।
কেউ সেজেছে খোলাফায়ে রাশেদীন
আবার কেউ দাবিদার ফুলের মতো পবিত্রতার
কিন্তু আজ, সমস্ত দাম্ভিকতা গেছে খসে।

ঘুম থেকে উঠে দেখল সবাই
সমুদ্রগামী জাহাজ, শিল্পগোষ্ঠী আর...
থাক, এসব আমাদেরই থাক,
আমরা রাখাল রাজার রাখাল ছেলে,
লোভ-লালসা আর ঐশ্বর্য পারেনি যাকে টলাতে
যিনি জীবন দিয়েছেন বঞ্চিত ও শোষিতের মুক্তি সংগ্রামে
আমরা তার আদর্শের উত্তরাধিকার।

আগস্টের প্রত্যুষে
কাজল রশীদ

হুতোম পেঁচার কু-উ-কু-উ শব্দে বিভোর হয়ে ওঠে সমস্ত বাড়ি।
বাগান নিস্তব্ধ পাখির কোরাস। চামেলির ডালে বসা চড়ুই পড়ছে শ্লোক।
পায়রা, ঘুঘু, শ্যামা, দোয়েল, কোয়েল, হলদে শালিক, মৌমাছিরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়ে উড়ে নিঝুম আকাশে চেয়ে আছে আপন মনে।
ফুটছে না অভিমানের কোনো জুঁই, শিউলি, বকুল,
ডাঁটা, পুঁই, কুমড়োলতা, মাথা নত করে বসে আছে মনোক্ষুণ্নে।
উলুঝুলু বন আজ এলোমেলো বৃষ্টির জল ফিকে হয়ে গেছে, ঝিঁঝির ডাক বেসুরা,
মৃদু গুঞ্জরণে বাহারি প্রজাপতিগুলো গড়াগড়ি খায় কুসুমের পাপড়িতে।
বাড়ির পাশে বয়ে যাওয়া কলকলহীন দীক্ষিত নদীর তরঙ্গমালা শোকাহত।
সমস্ত ঘর, সোফা, বেড, পালঙ্ক, অলিন্দ, কাঠ, লোহা-লক্কড় একে-
একে চেয়ে থাকে
শেষ যাত্রার দিকে। অন্তরঙ্গ মেষগুলো চেয়ে থাকে বেদনার চোখে।
আমের বোলের সুঘ্রাণে ভরে আছে চারদিক।
হুতোশ অলক্ষুণী বিদঘুটে ভাষায় আবার কোরাস ধরছে।

কাঁদতে-কাঁদতে
কাজী কেয়া

চৌত্রিশটি বছর গেলো কাঁদতে-কাঁদতে।
কাঁদলো জোনাক, কাঁদলো ঝিঁঝি কাঁদলো দোয়েল
কাঁদতে কাঁদতে থমকে গেলো নদীর চলা।
কাঁদতে কাঁদতে ভিজলো মাটি শ্রাবণ ধারায়
কাঁদতে-কাঁদতে মাঘের শিশির যায় শুকিয়ে।
কাঁদলো কতো শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ
কাঁদলো কতো রেসকোর্সের মাঠ একাকী
কাঁদতে কাঁদতে, কাঁদতে-কাঁদতে রমনা নিথর।

হাসলো শুধু ঘাতক এবং তাদের দোসর
তাদের সুরে সুরে মিলালো অল্পকিছু
মানুষের নামের স্বার্থান্ধ নষ্ট মূষিক।

কাঁদলো গোলাপ, কাঁদলো টগর, সূর্যমুখী
কাঁদলো হাওয়া হু-হু করে পিতার শোকে,
টুঙ্গিপাড়ার শ্যামল মাটি কাঁদতে কাঁদতে
পরম স্নেহে জড়িয়ে রাখে তার শিশুকে।

কাঁদলো সবাই কাঁদলো কবি, কবির কলম
কাঁদতে-কাঁদতে প্রতিবাদের ফুলকি ছড়ায়

ধানমণ্ডির সেই বাড়িটা—যে বাড়িতে
ছিলেন আমার জাতির জনক, দেশজননী
ছিলো আমার সোনামানিক ভাইরা এবং
ছিলো আমার হাস্যময়ী ভাই বধূরা...
পঁচাত্তরের মধ্য আগস্ট মধ্যরাতে
ঘৃণাঘাতক সত্যি তোরা মস্তবোকা!
জাতির পিতা—তাকে কি যায় হত্য করা?
চৌত্রিশটি বছর গেলো কাঁদতে কাঁদতে
এখন শুধু কাঁদার পালা ঘাতকগুলোর
ফাঁসির বেদি অট্টহেসে ডাকছে তাদের।
বলছে হেসে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো
ওদের আমি ঠাঁই দিয়েছি আঁস্তাকুড়ে!

আজ পনেরোই আগস্ট

কাবেদুল ইসলাম

আজ পনেরোই আগস্ট। মনে পড়ে পিতা
সিঁড়িতে তোমার গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ ফেলে সৎকারহীন
অন্ধকারে কৃতঘ্ন সন্তানেরা ফিরে গেছে ব্যারাকে।
যে আট বছরের শিশু রাসেল রক্ত দ্যাখেনি কোনোদিন
যে পুত্রবধূর হাতে মেহেদির রং তখনো মোছেনি।
তাদেরও হত্যা করে ফিরে গেছে আমাদের মহান কর্ণেল
অতঃপর স্ত্রী পুত্র সমেত ঘুমিয়েছে অবশিষ্ট রাত

আজ পনেরোই আগস্ট। দুরাচারী সন্তানদের জঘন্য
কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি তোমার কাছে পিতা,
শুনেছি বাংলার মানচিত্রের চেয়েও
বিশাল হৃদয় ছিল তোমার; ক্ষমার অনন্ত ভুবন ছিলে তুমি;
সেই ক্ষমাশীল নির্ভীক হৃৎপিণ্ড থেকে উপচে পড়া
লাল রক্তের অজস্র ধারায় বৃষ্টির মতো ধুয়ে দাও
আমাদের শত শতাব্দীর ক্লেদাক্ত পাপ।

আজ পনেরোই আগস্ট—তোমারই কথা শুনে মনে পড়ে,
দীর্ঘকাল তোমার অদর্শনের গভীর শূন্যতা বোধ
কুড়ে খায় আমাদের আটপৌরে পৃথিবী।
আজ তোমার প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে উন্মুখ প্রহর কাটায়
লক্ষকোটি জনতা, পাখি ও বৃক্ষলতা।
সবুজ তৃণভূমি রাত্রিভর বসে থাকে জলবতী মেঘের আশায়
আবার আসবে তুমি, মধ্যাহ্নের গনগনে অসহ্য সূর্যকে
ঢেকে দেবে শালপ্রাংসু দীর্ঘছায়ায়।

আজ পনোরই আগস্ট। পদ্ম-মেঘনা-যমুনার
উত্তাল স্রোত একটি গন্তব্যেই কেবল ছুটে যাচ্ছে দ্যাখো—
ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির রক্তরঞ্জিত সিঁড়ির উৎসে, বেদিতে।
প্রিয় সন্তানেরা তোমার আশঙ্কচিত্তে সদল-বলে
ফিরে আসছে আবার পরিত্যক্ত গৃহে।
চারিদিকে মাঠে-মাঠে কৃষকের মুখে উল্লাসিত হাসি।
শ্রমিকের ক্লান্ত চোখ চকচকে গভীর আনন্দ

আর একদা কার্ফু—লাঞ্ছিত বিধ্বস্ত নগরীর অলিতে-গলিতে,
অ্যাভেন্যুয়ে—শৃঙ্খলমুক্ত মানুষের প্রাণোচ্ছল অগ্রযাত্রা।

আজ পনেরোই আগস্ট। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়াব্যাপী
আটষট্টি হাজার গ্রাম অসংখ্য রঙিন পোস্টারে-ব্যানারে-ফেস্টুনে
ছেয়ে গেছে—৭ মার্চের তর্জনী উঁচানো সেই মহান পুরুষের
তেজোদ্দীপ্ত ছবিতে-ছবিতে। রাশি রাশি লাল নীল
পতাকায় সোনালি আখরে একটিই নাম শুধু লেখা।
'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।'

আজ পনেরোই আগস্ট। মিছিলে-মিছিলে
'মুজিব'-'মুজিব' বলে ডাকে কতো সাহসী যুবক
তোরণে-তোরণে ঢাকে রাজপথ রক্তিম ফুল ও পাতায়
আর বানের জলের মতো ধেয়ে চলে জনতার ঢল
টুঙ্গিপাড়ার সেই পবিত্র তীর্থভূমির দিকে
যেখানে মন্দ্রিত স্বর শনৈঃ শনৈঃ বাজে
তোমার বজ্রকণ্ঠের আসমুদ্র হিমাচল কাঁপানো ধ্বনি;
'ভায়েরা আমার....
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম...।
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রমা।

শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিব

কাজী মোস্তফা

এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম...
জাগরণে জেগে উঠেছে অসহযোগ আন্দোলন
রোদের বিপ্লব মানুষের বিপ্লব
গণজোয়ার স্বাধীনতার বিপ্লব
পাখিতে পাখিতে মুখরিত রমনা পার্ক
আর রেসকোর্স ময়দান লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল
অথচ নীরব নিঃশব্দ
আকাশে উঠেছে সূর্য তবে অতি উজ্জ্বল
বাতাসের পাতায় নাচের শব্দ
কত কিছু তবুও চোখে পড়ে শুধু বঙ্গবন্ধু
হিরকের জ্যোতি ফুটেছে ললাটে
চমকিত মনে জেগে উঠে শুধু
সেই অমর ডাক
হাতের ভিতর হাত যার উঠে
উর্ধ্বে আকাশে ডাক দেয় যুদ্ধের
শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি যার
নির্দেশ আরম্ভ হলো সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম।
যাদুকর তিনি যার যাদুতে
চাঁদতারা ছুড়ে গাঁথলেন পতাকায় সূর্য।
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।
তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

ঋণ

কাজী হাসান ফিরোজ

কথক জাতির ঘোষক হয় না
সব ইতিহাস পোড়ালে
হারায় না ভাই সূর্যটাও
মেঘ কালোহাত বাড়ালে।

লাল সবুজ রং আনছে যারা
করলো যুদ্ধ মরণ পণ
কার ডাকেতে জাগলো সাড়া
কার কাছেতে রক্ত ঋণ।

সত্য যত শিশু জানে
বললো ডেকে কানে কানে
সে আমাদের জাতির পিতা
আঁধারে কেটে আনলো দিন।

তার কাছেই তো সকল দেনা
কেমনে বলো শোধবো ঋণ।

জনক
কামরুজ্জামান লিটন

একদা বিধাতা তাকে পাঠালেন
অতঃপর পুণ্য হলো ভূমি
তিনি কথা বলা শিখলেন
হাঁটাচলা শিখলেন
তাঁর কথা বলায় চমক ছিলো
লক্ষকোটি মানুষ সে কথায় আকৃষ্ট হলো
অতঃপর তিনি সাতই মার্চের ভাষণ দিলেন
যা ইতিহাসখ্যাত হলো
আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হলো
বাঙালির হাজার বছরের শৃঙ্খল ভাঙলো
কবিতায়
গানে
এবং ভাষণে
মানচিত্রে স্থান পেলো বাংলাদেশ;
অতঃপর তিনি হলেন মহামানব
বাঙালি জাতির জনক ।

অকৃতজ্ঞের ক্ষমা নেই
কায়েস শামসুদ্দীন

বায়ান্নর একুশেতে জন্ম আমার
একাত্তরে আমি টগবগে যুবক ।

বঙ্গবন্ধু দেশপ্রেমের উদাত্ত আহ্বান আর উত্তরসূরিদের টান
দেশ স্বাধীন করে বঙ্গবন্ধুকে দেশে এনে
চলে গেলাম জন্ম-জন্মান্তরের মূলে, নূর হোসেনে ।

আবারো তোরা এসেছিস আমার দক্ষ, অভিজ্ঞ
বায়ান্নর ভাইয়েরা একুশ বছর পরে
বাংলার দায়িত্ব তোদের কাঁধে দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন তিনি ।

তাঁকে হত্যা করতে পারেনি পাকিস্তানে রেখে
আর তাঁর পবিত্র রক্ত যখন ঝরেছে ধানমণ্ডির সিঁড়িতে
তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন, কে তোরা, কী চাস,
হত্যার বদলে হত্যাই হবে, এটাই মানব প্রকৃতি নিয়ম
শূন্যকাল থেকে অদ্যাবধি মানব ইতিহাস এই প্রমাণ করে ।

অবতার

মো. কামরুল ইসলাম সাগর

আমি বাঙালি
আমি যুদ্ধ দেখিনি,
কিন্তু আমি যোদ্ধা দেখেছি
আমি দেখিনি বঙ্গবন্ধুকে
যার বুকের তাজা রক্তের
বিনিময়ে দিয়েছিল
এই মাটি এই প্রত্যাশা
এই ভূখণ্ডকে।
যার হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা
বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, আর
মহান নেতৃত্ব আমাদের
এনে দিয়েছে স্বাধীনতা।
যে বলেছিল রক্ত যখন দিয়েছি
রক্ত আরো দেব।
তুমি সেই মুজিব
তুমি মহান তুমি অমর
তুমি চিরঞ্জীব।
ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে
যে মাতৃভূমি যে মা যে মাটি
তা সবই তোমার নেতৃত্বের ফসল
হে মহান নেতা
হয়তো তুমি জানতে
এদেশের নদী খাল
ফসলের মাঠ নীল আকাশ
আর টকটকে লাল সূর্য
এ যেন ত্রিশ লক্ষ প্রাণের হাসি
এ যেন তোমার স্বপ্ন দেখা
সোনার বাংলা।
হে মহান অবতার।
তোমার আবির্ভাব
আমাদের করেছে শৃঙ্খলা মুক্ত
তাই আজ হৃদয়ের উল্লাসে
চিৎকার করে বলি
জয় বাংলা বাংলার জয়।

রক্তস্রোত এখন শস্যদানা

খান-চমন-ই-এলাহি

দেহ হত্যা কিংবা সমাধিস্থ করা গেলেও
আদর্শের মৃত্যু নেই
হনন করা যায় না জনমুখী আদর্শ
মুজিববাদ—সে সত্যের উদ্ভাসন

মানুষ আবার জেগে উঠছে
বুকের গহিনে রাখা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ
উজ্জীবিত আবার বাংলার প্রতি ইঞ্চি জমিন জুড়ে

রক্তস্রোতে ভেসে যাওয়া ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর
ক্রমশ রক্তাক্ত করে বাইগাতীর টুঙ্গিপাড়া থেকে
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, জাফলং-মধুমতি-হরিণঘাটা
আরো, আরো তেরশ নদীর দু'তীর
বস্তুত সে রক্তস্রোত পলিতে মিশে গিয়ে
এখন শস্যদানা, ফুল-দানা আর
বাতাসে অক্সিজেনের অভিন্ন উপাদান
তাই বাঙালির বেঁচে থাকার এ আমন্ত্রণ
আজ নতুনভাবে পৌঁছে যাচ্ছে
তামাম দুনিয়াজুড়ে।

বাংলাদেশের হৃদয় হতে

খালেদা এদিব চৌধুরী

ভালোবাসা ছিল তখন হাতের ভেতর
নাকি কণ্ঠে যোজন জুড়ে গভীর স্বর
শ্যামল সবুজ মাটির ঘ্রাণে
ছিল, ছিল বীজ ফসলে সোনার ফল।
অই কণ্ঠে ছিল বজ্রশপথ ভালোবাসা।
বাংলাদেশের আদি থেকে সৃষ্টি সুখের আয়োজন—
ছিল অঙ্গে নিথর দুপুর
সারা অঙ্গে জড়িয়ে সোনার শেকল
অথই জলের আলোড়ন।
দিন রজনী বছর কেটে সারাজীবন
মাটি মানুষ ঐশ্বর্যে তাঁর বুক ভরেছে
সূর্য কঠিন। সংগ্রামে ঐ বেজে উঠেছিল
খরস্রোত নদীর স্বরে।

টুঙ্গিপাড়ার অন্ধগুহায় ঘুমিয়ে আছে—রাখাল রাজা।
হাজার জনস্রোতের জোয়ার ভিজিয়ে দিচ্ছে বুকের রক্তে।
আগলে আছে চৌ প্রহর
গাছের ডালে গানের পাখি ডাকছে তোমার ঠোঁটের শীষে
বাসন-কোসন হাঁড়িপাতিল বুকের কাছে আগলে আছে
বুকের রক্তে আলপনা এঁকে
উঠোন ভরে শিউলি ফুলের জোনাক জ্বলে
বিষাদ ব্যথার ঝরছে পাতা টাপুর টুপুর
ঘরের কোণে লেবুতলে।

বলো তোমার কবর গুহায় কিসের হ্যাজাক বাতি জ্বলে
তোমার বুকের ভালোবাসা দিচ্ছে চুয়ে
লাখ জনতার শোধিত স্রোতে
আজ কোথায় মাঠের সুবাতাস
আর বনের হরিণ মাটির গন্ধ।
দরাজ গলায় মধুরভঙ্গি ভুলেই গেলাম?
ভুলেই গেলাম পাখির ছন্দ গল্প?
মাটির ভেতর হাত বাড়িয়ে বলছো শুনি ভালোবাসি
ভালোবাসি এই মাটি এবং মানুষ, পাখির
জলের ধারা—
নিরিবিলি স্বপ্নে আছি তোমাদের ধন এই যে, আমি।

আগস্টের এক নির্মম ধলপ্রহরে

খালেক বিন জয়েনউদ্দিন

তোমাকে দেখেছি, আমার স্মৃতিমাখা শৈশবে, শান্ত-শীতল
সকালে দাওয়ায় বসে, আমার মায়ের আউশী ভাজা
চিতই পিঠে খাচ্ছো। বাঁ-দিকে পড়েছিলো তোমার
আলবেলা এবং আমার বাবার লাল গামছা।

তোমাকে দেখেছি, কোটালী পাড়ার সেই ঘাঘোর ঘাটে
বর্ষণমুখর এক সন্ধ্যায়, সুন্দরী কাঠের এক লম্বা টংঘরে
আমার বাবা ও তাঁর বন্ধুরা তোমাকে ঘিরে ধরেছিলো।
তোমার কণ্ঠে 'মাদার মিল্লাত ফাতেমা'র শব্দরাজি।

তোমাকে দেখেছি, আটষট্টির জুলাই-এ, পাক সেনা
নিবাসের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে, কি এক অসহনীয় যন্ত্রণায়
তুমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলে, ষড়যন্ত্রের আদালতে
তারপর ঊনসত্তরে জেগে উঠলো তোমার প্রিয় স্বদেশভূমি।

তোমাকে দেখেছি, পল্টনের জনসমুদ্রে, আমরা তোমাকে
'বঙ্গবন্ধু' বলে ঘোষণা দিলাম, তুমিও বাংলার মাটি
কপালে ছুঁইয়ে শপথ নিলে, বাংলার হাজার বছরের
শৃঙ্খল ভাঙার, মাকে মুক্ত করার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের।

তোমাকে দেখেছি, চৈত্রের গনগনে জ্বলন্ত অপরাহ্নে
স্বাধীনতার ফুল ফোটানোর শ্রেষ্ঠ দিনে। মহাকাব্যের
শব্দাবলী উচ্চারণ করে তুমি সেদিন শিখিয়ে দিলে
কিভাবে রক্তের বদলে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে হয়।

তোমাকে দেখেছি, ধানমন্ডির চিরচেনা বাড়িতে
মমতায় ভরা শান্ত শ্যামল ঘরের কোণে প্রিয় কবুতরের
খোপে, তোমার হাতে বুট, ছোলা এবং তাজা গমের দানা
পরম আদরে শৈশবের অমলিন স্মৃতিকে লালন করছো।

তোমাকে দেখলাম আগস্টের এক রক্তঝরা নির্মম ধলপ্রহরে।
পিতার সমান তুমি, পড়ে আছে শক্ত সিঁড়িতে।
তোমার রক্ত শোকের নদী হয়ে বইছে সকল মুক্তিযোদ্ধার হৃদয়ে
এবং হাজার বছরের দুখি কোটি কোটি জনতার ভাঙা বুকে।

তোমাকে এখনো দেখি। মানচিত্র, একাত্তরের সূর্যখচিত পতাকায়।

একটি মানুষ খুঁজি
গোলাম নবী পান্না

এই দেশেরই মুক্ত হাওয়ায়
একটি মানুষ খুঁজি,
ফ্লাশ ছাড়াই ছবিটা পাই
দু'চোখ যখন বুজি।

প্রশ্ন লুকায় মনের মেলায়
জবাব মেলে শত,
অবাক হয়ে ভাবি শুধু
তাঁকে নিয়ে যত।

ভাবুক নদীর কূলে এসে
ভাসে তাঁর-ই ছবি,
মুজিব ছবি ভাবতে যেনো
হয়ে গেলাম কবি।

হৃদয়ের রজনীগন্ধা
গোলাম কিবরিয়া পিনু

এসো, আমরা মাটির সাথে মিশে যাই
লজ্জায়! লজ্জায়!
তাঁর মৃত্যুদিনে কীভাবে দাঁড়াই
রঙিন সজ্জায়!

আমরা কি এত দীনহীন।
যে দিল বুকের রক্ত, যে দিল পরিচয়ের ভিতমাখা মাটি
যে দিল মন্ত্রী, নেতা ও জেনারেলদের পতাকাশোভিত দিন
তাঁকে কেন করতে চেয়েছি বারবার অমাবস্যায় বিলীন।

আমরা এতটা কেন কাঙাল-ভিখিরি
নিজের ঝোলায় সব টেনে নিতে নিতে
নিজের ও ইতিহাসের কী করেছি ছিরি!

আমরা মাথাটা শুধু রাখি—বিবেক রাখি না নিজের মাথায়
ক্ষমতা ও স্বার্থের হিসেব শুরু নিজের খাতায়,
যে দিল গোলাটা ভরিয়ে সোনালি ধানে
সে তো নেয়নি কিছুই নিজেকে ছাড়া তাঁর অন্তর্ধানে
প্রিয় দেশ ও জনতা শুধু ছিল তাঁর বুকভরা অভিধানে।

কোথায় রেখেছি বলো তাঁকে?
ইতিহাস একা একা তাঁর ছবি আঁকে।
অন্ধকার জ্বালিয়ে মোমবাতি,
নিভাতে পারে না, সেই আলো কোনো মাতাল হাতি।

ভালোবাসার বিপরীতে
হিংসুটে বিষকালো ডেঁয়ো পিঁপড়েরা
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন মরণদেবীর গীতে,
যতই হোক না সময় ও কাল সন্ধ্যা
মুজিবের জন্য নষ্ট হবে না হৃদয়ের রজনীগন্ধা।

এই মুখাবয়ব, এই পোর্ট্রেট

গাজী রফিক

এই মুখাবয়ব, এই পোর্ট্রেট নিরন্তর যেন একটি ব-দ্বীপ
আমাদের চোখ সহস্র বছর ধরে
জানি না কেমন করে
কত রক্তক্ষয়ের পর
কত প্রিয় ঘর বাস্তুভূমি ভস্মীভূত বাড়ির ওপর
কত শোকে সহসা আন্তর্লোকে
নদীমাতৃক মানচিত্র হয়ে ওঠে, আহা!
যার আয়তন আমাদের সমগ্র বিজয়ের মতো
পঞ্চান হাজার একশত ছাব্বিশ বর্গমাইল
অক্ষয় এক একটি বাঙালি হৃদয়, শেখ মুজিব;
অতঃপর আপনি আজন্ম বুকে পুষে রেখেছিলেন,
যে মুক্তির গান মুখরিত এ মাতৃভূমির আকাশ,
যে যুক্তিতে প্রাণ হাতে মাতা ভগ্নিকুলও
অগ্নি হয়েছিল, আততায়ীর ভয়ে তাতে
একটি পাখিও উড়েনি একুশ বছর—
অথচ ১৯৭১ সালে যে মুখ খুনের প্লাবন এনেছিল
বাংলাদেশে, অবশেষে সেই মুখ
সেই তাজা খুন জমাট বেঁধে তূর্যনিনাদে
সূর্য হয়েছে ফ্ল্যাগে।
একে একে হিংসা-হত্যা-রাহাজানি-লোভ, আর
অন্তত এইসব আজ আমাদের মানচিত্র থেকে
মিথ্যাসহ অপসৃত হোক—
বারো কোটি মোরা এ দেশবাসী আপামর নরনারী
প্রাণের তাগিদে বাঙালি থাকবো জন্মে-জন্মে
চিরকাল, মোরা বাংলাদেশেরই লোক।

কুড হেইম এবং শেখ মুজিব

গিয়ার্ড লুইপকে

তোমাদের মাতৃভূমির সাথে আমাদের পিতৃভূমির
বেশ মিল মিশ আছে অথবা নেই।

আমাদের হিটলার ছিল—
একাত্তরে তোমাদের ছিল ইয়াহিয়া।

আমরা দুই জার্মানের দেয়াল ভেঙেছি; যুক্ত...
তোমরা মুক্তিযুদ্ধে দুই পাকিস্তান পৃথক করে; মুক্ত...

পূর্ব পশ্চিম একাকারে জন্য মনে পড়ে কুড হেইমের কথা
উত্তর দখিন দূরত্বে মনে পড়ে শেখ মুজিবের কথা।

অনুবাদ : সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

গিয়ার্ড লুইপকে : জন্ম নেদারল্যান্ডে। কিন্তু বসবাস করতেন জার্মানিতে। কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি ইলেকট্রনিক্স উপস্থাপক ছিলেন। তার সাথে অনুবাদকের বন্ধুত্ব ছিলো। সে সূত্রেই তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন।

শোনা একটি মুজিবরের থেকে

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

শোনো একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।

সেই সবুজের বুকচেরা মেঠোপথে,
আবার এসে দিয়ে যাবো আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।
শিল্প কাব্যে কোথায় আছে হায়রে
এমন সোনার দেশ।

বিশ্বকবির সোনার বাংলা,
নজরুলের বাংলাদেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ,
'জয় বাংলা' বলতে মনরে আমার
এখনো কেন ভাবো,
অন্ধকারে পুব আকাশে উঠবে আবার
দিনমনি।

শোন একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশ বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।

সে তো তুমি

নেছার আহমেদ

ধূমকেতু ছিলে তুমি
বাংলার আকাশেই
অমর তুমি ঘরে ঘরে
লোকে বলে মুজিব তুমি নেই।
যেখানে অত্যাচার অনাচার
সেখানে প্রতিবাদী যে বজ্রকণ্ঠ
সেই তো তুমি।
শোষিত মানবতা যেখানে
সেখানে অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধ
সেই তো তুমি।
মানব বাগানে পুষ্পিত শোভা
ফসলের মাঠে সোনালি আভা
তুমিই তো সেই মুজিব
সেই তো তুমি।

একটি স্বপ্নের নাম
জ্যোতির্ময় দাশ

শেখ মুজিবুর রহমান এক স্বপ্ন আর অধিকারের নাম...

যে স্বপ্ন একদিন দশ কোটি মানুষের বুকের স্পন্দনের গভীরে
এঁকে দিয়েছিল একটি আকাঙ্ক্ষার অবিনাশী ছবি
সেই ছবি ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত আশ্চর্য সব ফুলের গন্ধ
আর শোনা যেত ভাটিয়ালি গানের সুরেলা আজান...

সেই স্বপ্নের অন্য আর এক রক্তঝরা নাম স্বাধীনতা
যে স্বাধীনতার মানে হলো আরও অনেক অনেক
স্বপ্নের সুনীল আকাশে ভেসে যাওয়ার অধিকার
মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার
বন্ধুর দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করার অধিকার
বৃষ্টিভেজা দিনে প্রাণের কথা বলতে পারার অধিকার
আর মায়ের মুখের ভাষায় অফুরন্ত গান গাইবার অধিকার

শেখ মুজিবুর রহমান সেই স্বপ্ন আর অধিকারের প্রিয় নাম
আর সারা বিশ্বের
নিপীড়িত মানুষের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অহংকার...

বঙ্গবন্ধু
জাহিদুল হক

তোমার মহত্ত্ব ছিল উদার দরজা,
ঘাতকেরা অনায়াসে ঢুকে গেছে সেই পথ দিয়ে;
না দারি না রক্ষী আর কামান-বন্দুক
কিংবা পরিখায় ঘেরা ছিল না তোমার ছোট্ট বাড়ি,
সেজন্য ছিল না বিঘ্ন ঘুমে আর স্বপ্নে জাগরণে,
বাংলার চাটাই পেতে কাশ্মিরী কার্পেট শূন্য ঘরে
স্বদেশের সুখ-দুঃখ জনতার হৃদয়স্পন্দন
বুকে নিয়ে, উজ্জ্বল আগামীটাকে কোল বালিশের
মতো দু'উরুতে দৃপ্ত চেপে ধরে তুমি
দিগ্বিজয়ী ঘোড় সওয়ারের মতো
অজস্র স্বপ্নের মতো ঘুমুতে নিশ্চিন্তে!
তোমার স্বপ্নের মধ্যে মাইল চন্দ্রধুয়া
রাত্রি ছিল রূপকথা ছুঁয়ে থাকা,
বাঁশির প্লাবনে
ভিজে ওঠা অসংখ্য তরুণ ছিল কারুকাজে ভরা
পথে পথে
সোনালি ডিমের মতো সূর্য দিত আলো চতুর্দিকে
এতো স্বপ্ন এতো স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে
অশ্বের খোড়ের ধ্বনি আমাদের সকলের প্রাণে
মনে এসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতো;
এদেশ নদীর দেশ
হাজার নদীর তীরে এখানে শস্যের সোনা-দানা
বাতাসকে গন্ধে ভারী করে
এদেশ রক্তের দেশ
লাখো শহীদের খুনের রঙিন নদী
এদেশে কেবল বয়ে যায়;
আমাদের প্রয়োজন ছিল আর এক অলৌকিক
বহতা নদীর কলস্বর
বঙ্গবন্ধু, তোমার রক্তের!
ঝরে যাক, গলে গলে পড়ুক এখন
সেই সব অভিশপ্ত ঘাতকের হাত!

মানচিত্রের মাল্যকার
জসিম মাহমুদ

বঙ্গবন্ধুর পুণ্যাত্মায়
সূর্যপ্রতিম সমুজ্জ্বল সক্ষমতায়
দুঃশাসনের দর্পমূল সোৎসাহে
উপড়ানো অনিবার্য তূর্যবাদক ।

রক্তরেণুর প্রস্ফুটিত রাঙাগোলাপে
আঁকলে সপুষ্পক চেতনার মানচিত্র
গড়লে প্রজ্বলিত বাঙালির প্রাণপরাগ
সেখানে আজো জ্বলে অনির্বাচিত চেরাগ ।

একজন শেখ মুজিব
জাহিদ মুস্তফা

অফলা সময়টাকে আমূল নাড়িয়ে দিতে
একজন প্রকৃত মানুষ চাই
একজন শেখ মুজিবকে আজ এই দুঃসময়ে
খুব প্রয়োজন ।
একটি সাতই মার্চ আবার আসুক
আরেকটি উদাত্ত ভাষণ
আঘাত হানুক এই সময়ের
যথাবদ্ধ অচলায়তনে
অফলা সময়টা আমূল নাড়িয়ে দিতে
আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ আরেকটা একাত্তর চাই ।

মা'র আদরের গেরিলা রুমীর মতো
তেজোদীপ্ত দীপিত চোখের সেই
অমিত সাহসী চাই
চাই তুলনারহিত এক প্রকৃত প্রেমিক
প্রশ্নাতীত দেশপ্রেমে আনত অটল হিমালয়
বজ্র নিঘোষে যে পারে দেশের বুকে
গৌরবের ত্যাগী চাষাবাদ
চাই এমন কৃষক ।

আর আছে কেউ

জাহাঙ্গীর হাবিবউল্লাহ

নদীজুড়ে জল ঢেউ নীলিমায় পাখি
লার-নীল সাদা-কালো ছবি তার আঁকি
কুসুম কী বাস দেয় ধীরে দখিনায়
তাঁর কথা আজ যেন মনে পড়ে যায়।

বাতাসও ভারী হয় ঝরে ওই মেঘ
আকাশের তারা খসে বাড়ায় আবেগ
আজকের শুভ দিনে নেতা কেন নাই
খুনিদের ধরা হোক বিচার যে চাই

নয় আর চুপ থাকা নয় নীরবতা
ওই দেখো জেগে ওঠে বন-তরুলতা
পিতা তিনি ও জাতির রবে অম্লান
রাখা চাই আমাদের তাঁর সম্মান।

বন্ধু যে বাংলার শেখ মুজিবর
তিনি নাই তাই কাঁদে পাতা মর্মার
বুকে যত দুঃখের দুলে যায় ঢেউ
নীরবেই আমি কাঁদি—আর আছে কেউ?

তোমার রক্তে

জাফর ওয়াজেদ

তোমার রক্তে বাজে আমার স্বাধীনতার নাম
তুমি তো গৌরব সূর্য তোমাকে জানাই সালাম।
দিয়েছো মুক্তির ডাক কোটি প্রাণে
তুলছো ঝংকার যুদ্ধের ময়দানে
তোমার পতাকা হাতে আমার চলা অবিরাম।
চেয়েছো স্বদেশেরই স্বাধীনতা
তুলেছো হুংকার ভেঙে অধীনতা
তোমার জয়গাথা কণ্ঠে আমার বাজে অবিরাম।

এ বাঁশি বাজবে চিরকাল

জাকির হোসেন রাজু

বাঁশি বেজেছিল
বাঁশি এখনও বাজছে
বাঁশি বাজবে চিরকাল
এ বাঁশি থামাবে কে?
বাঁশিটি বাজবে প্রথম
টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। গাছের ছায়ায়
দুটি তরুণ-তরুণী মগ্ন ছিল
প্রেমের নেশায়।
মেয়েটি শুধু বলেছিল—
'তুমি আছো সব আছে
তুমি নেই কিছু নেই—'
ছেলেটিও বলতে যাচ্ছিল একই কথা,
পারলো না,
কানে এলে বাঁশির সুর!
থেমে গেলো প্রেম ভালোবাসাবাসি
থেমে গেল হৃদয়ের কথা বলা।
ঐ দুটি তরুণ-তরুণীর ভেতর দিয়ে
বাংলার সমস্ত প্রেমিক প্রেমিকার কানে
পৌঁছালো বাঁশির সুর।
সবারই একই দশা—
ভুলে গেল আত্মপরিচয়!
মন্ত্রমুগ্ধের মতো তারা
ছুটলো বাঁশির পেছনে।
বাঁশি এলো নদীর ধারে
জেলেদের মাছ ধরা থেমে গেল।
বাঁশি হেঁটে চলে মেঠোপথ ধরে
ঘরে ঘরে শিশুদের কান্না থেমে যায়।
মায়েরা বোনেরা বলাবলি করে—
এ কোন যাদুর বাঁশি!
একেবারে কলজে ধরে টানে!
মাঠ-ঘাট প্রান্তর ছেড়ে
হেঁটে চলে বাঁশি

খুলনা, যশোর, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম
সিলেট-তামাবিল হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম।
সাগরের কোল বেয়ে আসে বরিশাল
পিছে পিছে শোনা যায়—
কোটি কোটি মানুষের গুঞ্জন, করতাল।
জীবন আনন্দ ছিল ধান শালিকের বেশে
মোহাবিষ্টের মতো চললো সেও
বাঁশিটির পিছে পিছে
যেখানেই থেমে গেল বাঁশি
থেমে গেল সব
থমকে গেল নদী ও সময়
পাখিদের কলরব।
থেমে গেল কলকারখানা
শ্রমিকের গান
কেরানীর হিসাব-নিকাশ
কবিদের কলতান।
হেসো না বন্ধু, এ কোনো গল্প নয়—
নয় হ্যামিলনের বাঁশি
একেবারে জীবন থেকে নেয়া
'সত্য' রাশি রাশি
অবশেষে, ঘুরে ঘুরে
আটষট্টি হাজার গ্রাম
বাঁশি এসে দাঁড়ালো ঢাকায়
মুছলো তবু, শরীরের ঘাম।
অকস্মাৎ থেমে গেল সুর!
মুহূর্ত নীরব—
চারপাশে কোটি-জনতার
বিপুল কলরব
'থেমো না থেমো না বাঁশি
বাজুক তোমার সুর—
নিয়ে চলো উন্মাদ আমাদের
নিতে চাও যতদূর!'
তবু বাজলো না বাঁশি
থমথম চারপাশ—
ভারি হয়ে এলো, পৃথিবীর আকাশ বাতাস।

সহসা কেঁপে উঠলো পৃথিবী
কাঁপছে মানুষ থরথর
গর্জে উঠেছে বাঁশি
যেন ইস্রাফিলের হুঙ্কার!
'আর যদি একটি গুলি চলে—
আর যদি আমার মানুষকে হত্যা করা হয়—
তোমাদের প্রতি আমার
আদেশ রইলো...'
এ বাঁশি বেজেছিল একদিন
বাঁশি এখনও বাজছে
বাঁশি বাজবে চিরকাল!
এ বাঁশি থামাবে কে?

আমার রক্ত স্বদেশ-পতাকা

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

তোমার নামে ইতিহাস কাঁদে, কাঁদে তৃণলতা
ফুলের পরাগ ঝরে যায় শোকে, বুকে চেপে নীরবতা।
তোমার নামে কাঁধে ধু ধু মাঠ, কাঁদে কাশবন, নদী
বুকের গভীরে শোকতাপ চেপে বয়ে চলে নিরবধি।
কাঁদে নীলাকাশ, স্বদেশ-পতাকা, কাঁদে প্রকৃতির রূপ
তোমার প্রয়াণে ফুল পাখি নদী, নির্বাক-নিশ্চুপ।
প্রিয় মুজিবুর জাতির জনক, ইতিহাস দেবে সাক্ষ্য
তোমার নামে শোকাকুল আজ গঙ্গা ও কপোতাক্ষ।
শোক বয়ে যায় পদ্ম-মেঘনা, যমুনা-ব্রহ্মপুত্রে
এ মাটির সাথে বাঁধা আছ তুমি জীবনের যোগসূত্রে।
মাঠের শস্য, সোনারঙ ধান, মায়াময় এই মাটি
তোমার খুনের তপ্ত ছোঁয়ায় হয়েছে জীবনকাঠি।
প্রিয় মুজিবুর মহান বন্ধু জাতির ভাগ্য-গণক
ইতিহাসে তুমি চির অক্ষয়—বাঙালি জাতির জনক।
তোমার রক্তে স্বদেশ-পতাকা গাঢ়তায় হলো লাল
দিকে দিকে কোটি মুজিবুর জাগে, জেগে উঠে উত্তাল।

জাতির পিতা মরে না

জাহিদ আহমেদ

কে বলেছে মরেছে জাতির পিতা
ঘুমিয়ে আছেন তিনি,
এগোবার পথে আজো আছে তাঁর
চিরজাগ্রত বাণী।

একটি নামের সীমা

জামসেদ ওয়াজেদ

একটি নামের কাছে পরাজিত হই
একটি পাখির ঠোঁটে খুঁজে ফিরি গান
তার হাতে তুলে দেই ফুলের বাগান
যে নাম বিজয় আসে সাগর অথই

সবুজ স্বদেশ আসে যার আহ্বানে
সেই নাম বুকে পোষে ধনী ও গরিব
বন পাখি নদী ডাকে মুজিব মুজিব
সেই নাম খুঁজে ফিরি হৃদয়ের টানে

একটি কণ্ঠের ধ্বনি যাদুর প্রদীপ
যে ধ্বনিতে জেগে উঠে সকল জনতা
বিজয়ী স্বদেশ হাসে কাটে ব্যাকুলতা
সেই নামে জাগরূক স্বাধীন ব-দ্বীপ

একটি নামের সীমা অসীম অশেষ
মুজিব মুজিব নামে হেসে ওঠে দেশ

ছবি
জগলুল হায়দার

দেয়াল থেকে ছবি সরাও
সরাও যতো ইচ্ছে
বুকের দেয়াল সেই ছবিটা
বুকেই এঁকে নিচ্ছে।

বুকের মাঝে যতোন করে
শেখ মুজিবুর লেখা—
কেমন করে মুছবে সে সব
মোহন স্মৃতির রেখা।

মুছলে মুছো, ইচ্ছে মতো—
স্ট্রেট ফরোয়ার্ড বলছি
বুকের মাঝে সেই ছবিটাই
আমরা বয়ে চলছি।

স্থপতি পিতা
জামিল জাহাঙ্গীর

পৃথিবীর কোনো বনে কিংবা বাগানে
এরকম রক্তিম ফুল আর একটিও ফোটেনি
এমন সুরেলা কণ্ঠের একটি পাখিও জন্মেনি
এতো স্নিগ্ধ নাব্য নদীর জল ছলছল করে
স্বপ্নের পালং দেখবো না আছে চলমান

লাল সবুজের গালিচায়
তুমিই তো চিরকাল আসমান এক বহমান
বাংলাদেশের স্থপতি পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।

বিজয়
জসিম উদ্দিন সবুজ

পদ্মা যমুনা প্রশ্ন করেছে বিজয় কোথায় পেলে?
জবাব দিয়েছি বাঙালি এনেছে বুকের রক্ত ঢেলে
মুক্ত স্বদেশ জন্মেছি আমি মুক্তির কথা বলি
মুক্ত বাগানে সুবাস নিয়েছি মুক্তির পথে চলি।

বিজয় এসেছে চর্যাপদের অক্ষর দিয়ে লেখা
বিজয় এসেছে সওদাগরের ডিঙ্গার বহরে দেখা
বিজয় এসেছে কৈবর্তের বিদ্রোহী রঙ মাখা
বিজয় এসেছে চিত্রকলা যে পাল যুগে ছিল আঁকা।

ইতিহাস হাটে ময়নামতি ও বৌদ্ধবিহার হয়ে
ইতিহাস চলে জয় বাংলার মন্দিরবেদী বয়ে
ইতিহাস দেখি বরেন্দ্রভূমি সোনামসজিদ পেয়ে
ইতিহাস হয়ে কণ্ঠে অটুট বাউলের গান গেয়ে।

উল্লাস দেখে সার্বভৌম বার ভূঁইয়ার দেশে
উল্লাসে ভরে কমলার দীঘি মহুয়ার পালা শেষে
উল্লাস দেখে তিতুমীর আর হাজি শরীয়ত হেসে
উল্লাসে ভরে গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার দেশে।

জাগ্রত হয় ক্ষুদিরাম আর সূর্যসেনকে দেখে
জাগ্রত করে জয়নুল তার তুলির আঁচড়ে এঁকে
জাগ্রত হয় ভাষার দাবিতে বুকের রক্ত মেখে
জাগ্রত করে বঙ্গবন্ধু শাণিত ভাষণ রেখে।

বাঙালির জয় জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ দিয়ে
জাতির পিতাই ইতিহাস গড়ে রক্তে প্রেরণা নিয়ে
বাঙালির জয় সাহসী মা-বোন ভাসানী জ্যোতির্ময়ে
লক্ষ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা একাত্তরের জয়ে।

প্রিয় বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতির পিতা
মূল : জাপানি কবি মুটসুত্ত সসুয়া

হে, বাংলাদেশের মহান পিতা,
এখন পর্যন্ত আমি তোমাকে ভুলিনি
তোমার কর্মের মাঝে আমি কেবল
তোমাকেই আবিষ্কার করি।

কী সোনার দেশ, বাংলাদেশ
আমি তোমাকে সম্মান করি,
সমস্ত জনগণের জন্য রইলো
আমার নির্মল ভালোবাসা।

প্রতি মুহূর্তকেই আমি লালন করি
পনের আগস্টের ভোরবেলার মতো
যেন প্রতি ভোর মুজিবুর রহমান
আমি প্রতিদিন স্মরণ করি
যেদিন বাংলাদেশকে তুমি নির্মাণ করলে
কী সম্মান, সমস্ত জনগণের জন্য রইলো
আমার নির্মল ভালোবাসা।

আমি আশা রাখছি
তোমার আদর্শকে লালন করে
এগিয়ে যাবে শান্তিপ্রিয় মানুষ,
তুমি তো জানো
পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষই ক্ষুধার্ত।

আমি প্রতিটি মুহূর্তকে বহন করে নিয়ে যাই
পনেরো আগস্টের কাছে
প্রতি ঘটনার মধ্যে আবিষ্কার করি
তুমি একটি দেশকে জন্ম দিয়েছো
আর তার জনগণের জন্য থাকে
আমার অকৃত্রিম ভালোবাসা।

মানচিত্রের প্রাণপুরুষ

ঝর্ণা রহমান

যতদিন তুমি বেঁচে ছিলে তোমার প্রতি পদক্ষেপে
একটি করে গাঢ় রেখায় শব্দ করে হেসে উঠেছে তৃণভূমি
ক্রমশ তরঙ্গিত শব্দে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল
তুমি যতদিন বেঁচে ছিলে তোমার নিঃশ্বাস পতন থেকে বিশুদ্ধ
বাতাস নিয়ে তরতর করে বেড়ে উঠছিল দক্ষিণের অরণ্য
সতেজ হওয়ার উড়ে বেড়াচ্ছিল গাঙচিল-তোমার
লক্ষ বিন্দু স্থির দুই চক্ষুকেন্দ্রে তার নিষ্কম্প ছায়া...
তুমি যতদিন বেঁচে ছিলে তোমার বিশাল বক্ষ থেকে
সোল্লাসে বেরিয়ে আসতো রাসিক ব্যাঘ্রের দল
অসংখ্য হলুদ শিখায় জ্বলে উঠেছে দুরন্ত আগুনের ধারালো ফলক
তুমি যতদিন বেঁচে ছিলে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ
গর্জে উঠেছে তোমার ভাষায়। কোটি কোটি
গর্ববর্তী ঝিনুক তোমার মমতার মুক্তোবীজ বড় করে তুলেছে।

তুমি যতদিন বেঁচে ছিলে গর্জ্যমান ঝড়ের মধ্যে
তোমার কণ্ঠস্বর প্রবাহিত হয়ে গেছে ঈশান থেকে নৈঋতে।
তুমি যতদিন বেঁচে ছিলে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ
তুমি যতদিন বেঁচে ছিলে তোমার বিনিদ্র চোখের
স্বপ্নযন্ত্রণা নিয়ে অমাবস্যায় চন্দ্রক্ষয় ঘটেছে
তুমি যতদিন বেঁচে ছিলে বর্শাফলকের মতো উত্তোলিত
হাতের ভেতর দিয়ে দিগন্তকে বিদ্ধ করেছে অগ্নিমুখ তীর।
তুমি যতদিন বেঁচে ছিলে তোমার প্রাণের ভেতর দিয়ে নিরন্তর
ধীরে পায়ে হেঁটে গেছে শ্রেষ্ঠতম আত্মাদের মৌন মিছিল।

যখন তোমার বক্ষপুঞ্জে মুখর মানচিত্র
ঝাঁঝরা করে ছুটে গেল ঘাতকের বুলেট
সিঁড়িতে দুমড়ে পড়ে থাকল তোমার বিশাল ঋজু দেহ
দেয়ালের পলেস্তারা ফুটো হয়ে-যাওয়া ক্ষতচিহ্নে
তোমার রক্তের দাগ, সিলিঙে আটকে থাকল
তোমার মেধাঙ্কিত মগজ, তোমার একজোড়া চশমার কাচ
নক্ষত্রের গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে পড়ল উল্কাভস্মের অবেলায়।
তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়লে—

তোমার দেহ রাখা হলো জননীর বুকের তলায়
তোমার ছবি লুকিয়ে রাখা হলো পাথরের দেয়ালের আড়ালে
তোমার চশমা আর রক্তাক্ত পরিধেয় ঠাঁই পেল জাদুঘরে।

তোমার রক্তধারা শুধু সিঁড়ি বেয়ে নেম ঠিকঠাক।
পথ চিনে চলে এল পতাকায়।

তোমারই নামে বঙ্গবন্ধু
টিমুনী খান রীনো

আকাশ থেকে ছিটকে পড়া একটি তারার বাংলাদেশ
সূর্য তাঁকে জানায় সালাম চাঁদের আলোয় মঙ্গলাবেশ
পানির মতো প্রবাহিত মাটির মতো শীতল
আগুনের মতো জ্বলতে জানা সুরাকাশের ঢল

নিহিত আশা পুলকিত হলো স্বপ্নময় পদভারে
ঘুমন্ত জাতি জাগ্রত হলো আলোময় বনাধারে
কঙ্করময় পথ পেরিয়ে বাঙালি পেল দেশ
বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু নাই তো জানার শেষ

সাদা হলুদ সবুজের মতো চলতে জানতেন পথ
কালো নীল আর লালেরা তাঁর ঘিরে রাখতো রথ
সফল সিঁড়ি দিতো ধরা তাঁর শাহাদাৎ আঙ্গুলিতে
শত্রু সকল আঁতকে ওঠে ফিরে আসা ডাঙ্গুলিতে

মেহনতি সুর মেহনতি সুর আজো তাঁর কথা বলে
দরাজ কণ্ঠ ডাক দিয়ে যায় ভুলিস না কোনো ছলে
মহাকালব্যাপী থাকবেন তিনি চেতনার সম্রাট
পাহাড় নদী বন বনানী ঢেউয়ের মহারাগ ।

হীরা পান্না সোনা চুনী নয়তো মহাদামি
বাঙালি জাতি তোমার নামেই হতে চায় মহানামি ।

জাতির জনক
তুহিন খান

তুমি বাঙালি জাতির জনক
তুমি বাঙালির গর্ব,
তুমি না দিলে শক্তি সাহস
পরাধীন হতো সর্ব ।

আছেন যতো বিশ্ব নেতা
নয়কো তোমার জুড়ি,
বিশ্ব শান্তির জন্য পেল
পদক, জুলিও কুরী ।

এই বাংলার নদ নদীতে
যতো দিন থাকে নাব্য,
তুমি বাঙালির হৃদয় মাঝে
ততো দিন মহাকাব্য ।

বন্ধুবন্ধুর জন্য
তুষার কর

বাংলা জুড়ে আঁধার নামে কী হারালো কী?
হারিয়ে গেছে কাছের মানুষ, সোনার মানিকটি
চোখের মণি লক্ষ জনের, গুমরে কাঁদে মাটি,
নামটা যে তাঁর শেখ মুজিবর, বাঙালি যে খাঁটি

মোহন বাঁশীর রাখাল তো নেই, মাঠ যে ধু-ধু করে
সে মাঠেতে বর্গী এলো, আজকে ঘুঘুর চরে।
তাড়িয়ে দিতে বর্গীগুলো ওঠরে সবে ওঠ্
'জয় বাংলা' একটি স্বরে বাঁধতে হবেই জোট

নিঝুম রাতে ডাকাত এলো ভাঙলো তারা ঘর,
পদ্ম এবং মেঘনা ফোঁসে, আসছে দেখো ঝড়

তোমাকে অস্বীকার করবে কে?
তিতাশ চৌধুরী
[স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ মনে রেখে]

হে স্বপ্নডোবা কাণ্ডারি, তোমাকে অস্বীকার করবে কে?
তোমার স্বপ্নের ফুরফুর বাতাসে এখন
উড়ছে কিশোরের ঘুড়ি, শিশুর রঙিন বেলুন
উড়ছে এশিয়ার আকাশে নতুন পতাকা
পদ্ম-মেঘনা-যমুনার তীরে তীরে
রক্ত শপথ নিয়ে উড়ছে...

ওই দেখো, জনতার মুষ্টিবদ্ধ মিছিল
রক্তে লেখা, ফেস্টুন, ব্যানার
শ্লোগানে রক্তধ্বনি। ইতিহাসে রক্তভেজা মুখ
দেখো, ভয়ঙ্কর কদর্য অন্ধকার থেকে
কেমনে করে ছিনিয়ে এনেছে রক্ত সূর্যকে
অভিশপ্ত শতাব্দীর কুটিল পাকে পড়া।
তোমার রাহুগ্রস্ত স্বপ্নকে—ছিনিয়ে এনেছে
তোমার ভালোবাসার লাল টুকটুকে গোলাপকে।
হে স্বপ্নচারী, তোমাকে অস্বীকার করবে কে?

কারণ তোমার স্বপ্ন ছিল—ফলবতী বৃক্ষ যেমন
পিপাসার্তের চোখে কাঙ্ক্ষিত সরোবর
তেমনি বাঙলাকে সোনালি বৃক্ষ করে
তুমি ঘুচাবে দুর্দিন।
হে মহান বাংলা প্রেমী, তোমাকে অস্বীকার করবে কে?

তোমার আরো স্বপ্ন ছিল-
শব্দের ক্রাচে ভরে হাঁটবে না কেউ
আর মসজিদ-মন্দির ও প্যাগোডায় বাজবে
মানুষের দাবি। তোমার স্বপ্ন ছিল—
বাঙলার আটষট্টি হাজার বিধ্বস্ত গ্রাম
আবার মুখরিত হবে মানুষের কলরবে
সকাল সন্ধ্যায় সেখানে পাখি উড়বে, বাসা বাঁধবে
শিশুরা অবাধে পাখির বাসার খোঁজে বেরুবে

অকারণে আর নষ্ট হবে না কোনো প্রাণ

তোমার স্বপ্নের সুনীল আকাশে এখন
বজ্র শপথ নিয়ে উড়ছে এক নতুন পতাকা
উড়ছে এক ঝাঁক শ্বেত কপোত-কপোতী
উড়ছো তুমি, তোমার স্বপ্ন, আর
তোমার স্বপ্নের সোনার বাঙলা
সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাঙলাদেশ
হে কল্যাণমুখী জনক, তোমাকে অস্বীকার করবে কে?

মুজিবের মুখ

তারিক সুজাত

মুখর মিনার
যেন যে ভোরের পাখি
অমল আঘাতে
দ্রুত ছিঁড়ে গেলে ঘুম
পার হয়ে রাত
আঁধার অতনু তিথি
প্রিয়তম রোদ
প্রতীক আলোতে দেখা
সে তো বাঙালির পিতা মুজিবেরই মুখ।

জন্ম মম বঙ্গেতে
তারেক মাহমুদ

একটি ছবি আঁকবে শিল্পী—বাংলাদেশে।

শিল্পী নদীর কাছে গেলো
নদী বললো, আমি বাংলাদেশ—আমাকে আঁকো।

শিল্পী পাখির কাছে গেলো
পাখি বললো, আমিই বাংলাদেশ—আমাকে আঁকো।

শিল্পী ফুলের কাছে গেলো
ফুল বললো, আমি বাংলাদেশ—আমাকে আঁকো।

শিল্পী তারপর আঁকলেন
একটি ছবি
সফেদ পাঞ্জাবী
বুকে কালো কোট হাত দুখানি তার খুলে পড়েছে
ঠোঁটে সেই কালো পাইপ
চোখে সেই উঁচু ফ্রেমের চশমা—বঙ্গবন্ধু তার নাম।

নদী
পাখি
ফুল
একে একে সবাই প্রণাম জানালো সেই ছবিটিকে।

জনক বৃক্ষ
তৌহিদুল আলম

হিরণ পয়েন্টে চতুর কুমির স্রোতে
জেগেছিলো লোভাতুর অন্ধকার মধ্যরাতে
জোছনারাতে সুন্দরবনের গোঁয়ার ময়াল
লুকিয়েছিলো বিষের কফিনে।

ঘাতকের ঘোলাটে চোখে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র
রাডারের মতো দু'চোখে করেছো শনাক্ত
তারপরও তুমি ছিলে হিমাদ্রী অবিচল।

জেনেছি বীজ থেকে অঙ্কুর—অঙ্কুর থেকে বৃক্ষ
সাহসী বাঙালির বীজদানা শেখ মুজিব
পনেরো আগস্টের জন্ম নেয়া অমর জনক-বৃক্ষ।

দিগন্তবিস্তারি ছায়ার বিস্তারে এঁকেছিলে একাত্তরে
রক্তরেখায় বাংলাদেশের সবুজ মানচিত্র।

একজন কিংবদন্তি ও বাংলাদেশ

তুহিন তৌহিদ

পদ্মা মেঘনার জলে বিধৌত এই জনপদে
একজন কিংবদন্তি জন্ম নিয়েছিলেন। তার
দৃঢ় কণ্ঠে কেঁপে উঠতে দেখেছি
শোষকের হিংস্র হৃদয়
তার রূপালি হৃদয়ে আঁকা ছিলো 'বাংলাদেশ'
তিনি কথা বললে সমগ্র জনতার কণ্ঠস্বর এক হয়ে যেতো
তার চোখে স্বপ্ন ছিলো 'বাংলাদেশ'

সবুজ বৃক্ষের ছায়া-ঝরনার শান্ত স্নিগ্ধ স্রোত বহা বনেও হায়না থাকে
যেখানে সুন্দর থাকে সেখানে কোথাও
ছদ্মবেশে সুপ্ত থাকে ক্ষুধার্ত আঁধার; তাই
একদিন তার প্রিয় বাংলার মাটির
গর্তের গভীর থেকে উঠে আসা কিছু সাপ
ছোবল দিয়েছে তাকে

তার লুটিয়ে পড়া দেহে
সমগ্র পৃথিবী হতবাক লুটিয়ে পড়েছিলো
বায়ান্নর রাজপথ রাঙা হয়েছিলো সবুজ রক্তে
বাষট্টি ঊনসত্তর একাত্তর
সুদীর্ঘ নয়টি মাস শ্বাসরুদ্ধ সংগ্রামে
বিরূপ শক্তির কালো থাবায় দলিত হয়েছিলো লক্ষ তাজা সাদা ফুল

অতঃপর অন্ধকারের অসমাপ্ত লংমার্চ
হানা দেয় স্বপ্নদ্রষ্টা সেই পুরুষের ঘরে
সপরিবারে তাকে মেরে ফেলা হয়। ইতিহাস সাক্ষী আছে
সমস্ত ভূখণ্ড জুড়ে চোরা স্রোতে নৃত্যরত এই অপশক্তি
অন্য কোথাও থেকে আসা—তারা
কখনোই এই ভূখণ্ডের বাসিন্দা ছিলো না

এখন প্রতিটি ভোরে রাস্তার মোড়ে
সাদা কবুতরগুলো মরা পড়ে থাকে
আমি হাতে তুলে নেই—আকাশে উড়াই
সিসার খণ্ডের মতো তারা ফিরে আসে
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—এখনো এখানে আছে প্লেগ
তাহলে কখন এই বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হবে?

কেন তুমি নাই বঙ্গবন্ধু

তীর্থ সাহা

তার চোখে ঘুম, রাজ্যের ঘুম, ক্লান্ত এখন ছায়া
পাখিরা ভোলেনি, ভোলেনি মানুষ সেই দু'চোখের মায়া।
সিঁড়িতে রক্ত আগুনের মতো জমে আছে থোকা থোকা।
কেউ জেগে নেই, চিরনিদ্রায় তার প্রিয় ছোট খোকা;
কাশবন কাঁদে, শাদা ফুল কাঁদে বাতাসের কানে কানে
তিনি নাই, শোনো কান্না জড়ানো বাউলের গানে গানে।
কালো চশমাটা পড়েছিলো শুধু সিঁড়িটার এক পাশে,
তার পাশে তিনি, রক্ত মাখানো বাংলার সে আকাশে
তার সব আশা, সব ভালোবাসা ছিলো বাংলাকে ঘিরে
সেসব স্বপ্ন জমা আছে এই পদ্মার তীরে তীরে।
কেন তুমি নাই বঙ্গবন্ধু কেন তুমি নাই জেগে,
তোমার স্পর্শ এই নদী-মাঠ হৃদয়ে রয়েছে লেগে।

হে মহানায়ক
তোফাজ্জল হোসেন

হে মহানায়ক জয় হোক তব জয়
তুমি শিখিয়েছ শত সংকটে হতে সবে নির্ভয়
এই জনপদ ছিল বুঝি এক স্পন্দনহীন ভূমি
এর স্বাধীনতা ছিলে এনে তাকে মহান করেছ তুমি
আজ জাগ্রত অন্তরে দেখি তোমার তুলনা নাই
তুলনাহীন এই স্বাধীনতা সবার ঊর্ধ্বে তাই
জাবর কাটতে চেয়েছিল যত সেবাদাসের দল
মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রসত্তা করে নিয়ে সম্বল
তুমিই তখন সঠিক আবহে দিয়েছিলে আহ্বান
'এবারের সংগ্রাম মুক্তির আর স্বাধীনতার সংগ্রাম'
এর থেকে কম কোনো কিছুতেই আমারা তো রাজি নই
তোমাদের সাথে দেখা যাবে পরে আগে তো স্বাধীন হই
পরিণামে এক বেঁধে গিয়েছিল প্রচণ্ড সংঘাত
এক জাতীয়তা ভড়ং ভাঙল শুরু হলো সংঘাত
নিরস্ত্রজল লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্রবাহিনী
হত্যাযজ্ঞের রচিয়াছে এক অভাবিত কাহিনী
আটক তোমায় করেছিল তারা তাদের বন্দিশালে
এ থেকে বিরাট জয়টীকা এল বাংলা মায়ের ভালে
জেগে উঠেছিল বিশাল ভুবন তোমার মুক্তি ডাকে
কোটি জনতার হিজরত তবু হয়েছিল অপঘাতে
দিনে দিনে বীর জনতার দল হয়ে গেল মহা ভারি
তাহারা তখন পালাতেই রাজি সুখের স্বর্গ ছাড়ি
অবশেষে এল স্বাধীনতা, এল রক্তের বিনিময়ে
লাখো জনতার রক্তানে পূতপবিত্র হয়ে
বাংলাদেশের জন্মলগ্ন নিয়ে এল স্বাধীনতা
সে সাথে তোমার রচিত হল যে ইতিহাসে অমরতা
সেই স্থান হল চিরকাল জয়ী চিরতরে অম্লান
স্মরণের পরে আছে জাগ্রত তোমার সে অবদান
জয়তু বঙ্গবন্ধু তোমার পরম আশিষ চাই
আমাদের মাঝে আছ তুমি জানি তোমার মৃত্যু নাই ।

প্রতিরোধ
তুহীন রহমান

ফুটপাতে আর পথে মানুষ আজ নিয়েছে ঠাঁই
তাদের গায়ে নেইকো কাপড়, পেটে খাবার নাই ।
কে ভেঙেছে তাদের বাড়ি? কাড়ছে খাবার কারা?
জনগণের কাছে সবাই চিহ্নিত আজ তারা ।
খুনি হয়েও বলছে কথা বড় গলা করে
আর দেবো না সময় তাদের, এবার টুঁটি ধরে—
মিটিয়ে দেবো চিরতরে তাদের মাতামাতি
নিভিয়ে দেবো তাদের দুটো চোখের রঙিন বাতি ।

বুকের ভেতর রাখবো না আর পাথর চাপা ক্রোধ,
তাদের মেরে নেবো মুজিব হত্যার প্রতিশোধ ।

শেখ মুজিবুর রহমান
দিলওয়ার

তোমার স্মাবক নই। তোমার তুমুল ক্ষমতার
জলভূমি কোলাহলে দেইনি কখনো আমি ঝাঁপ
মাছরাঙা অনুরাগে। দিবাস্বপ্নে বকিনি প্রলাপ
তবুও তোমাকে আমি পেয়েছি স্বাক্ষর মমতার
চেয়েছি তোমাকে তাই বুকের নিভৃত পরিবেশে
দুহাতে ধারণ করে শোনাতে জাতির ইতিহাস
ব্যর্থ কোন অরবিন্দ? কেন ব্যর্থ নেতাজী স্বভাব?
অথবা রবীন্দ্রনাথ কোন স্বার্থে উপমহাদেশে?

তোমার সমস্ত ত্রুটি যেখানে আমার উদ্দীপনা
পরিণামে সেখানে নির্লজ্জ জারজ স্তাতা
তোমাকে বানিয়ে ধু-ধু মাঠ শোকের ত্রিশূল,
নিজগৃহ জতুগৃহ প্রবল বিশ্বাস ছিন্নমূল
বহুমুখী মধ্যবিত্ত ক্ষুধিতা নদীর প্রমত্ততা,
পলিকে চাড়িয়ে গিয়ে কর্দমাক্ত করে শস্যকণা।

তাঁর মৃত্যুর দিন দশেক আগে যেন এক প্রাকৃতিক তাগিদে আমি
তাঁকে তারবার্তায় জানাই ওয়াইপ আউট অল প্যারাসাইটস্।
গিব আস দি স্যালুট অব দি ওয়ার্ল্ড।

মানচিত্র যখন শোকগ্রস্ত
দাউদ হায়দার

আমার জন্মভূমি, আমার রাত্রিদিন
আমার আকাশ, নদীজল, অরণ্য-গহীন

আমার ছেঁড়া-মেঘ, আমার আলপথ
আমার জমিন, পোড়ো বাড়ি, ভাঙ্গা ঘাট

আমার নৌকা, আমার বৈঠা-হাল
সমুদ্রে বিছানো শতছিন্ন জাল

আমার কালপুরুষ, আমার পাহাড়তলি
আমার কবিতা, শব্দাবলি

আমার প্রতীক, আনন্দপল্লব
যা কিছু নিজস্ব, সব
দিয়েছে হে পিতৃ, দেশের জনক, আমাদের

মানচিত্রে চিহ্ন থাকে না শোকের;
মানচিত্র যখন বিধুর, শোকগ্রস্ত হয়ে যায়
পাথর জমতে থাকে ঢেউয়ের মাথায়।

যে-সব পাজির পা-ঝাড়া শরম খাকী-মন্ত্রে
নৃত্য করছিল উদ্বাহু, এখনো মেতে আছে ষড়যন্ত্রে।

যিসাস মুজিব ছবিটা

দিলদার হোসেন

মানুষের মাঝে বেঁচে থাকে শুধু কবি আর কবিতা
মানুষের মাঝে বেঁচে থাকে শুধু প্রাণপাখি নদীটা।

মৃত্তিকা থেকে খুঁজে কেন আলো শেকড়ের ঐ দড়িটা
আর্য দ্রাবিড় মঙ্গল দেখে বলো, আমার তামাটে জাতিটা।

রাঢ় বঙ্গ সমতট আর বাংলাভাষার দাবিটা
বজ্রকণ্ঠের ডাক শুনে আঁকো, যিসাস মুজিব ছবিটা।

আবার জ্বলব, জ্বালাব আবর্জনা

দিলু নাসের

যে দেশে তোমার জন্ম হয়েছিল
হাসতে কাঁদতে সুখে আর বেদনাতে
যে দেশের মাটি গায়ে ও গতরে মেখে
জ্বলে উঠেছিলে বিপ্লবী চেতনাতে।
ভালোবেসে তুমি দিয়েছিলে যার নাম
সবুজ শ্যামল সোনার বাংলাদেশ।
সে দেশে তোমার স্মৃতিতে পড়েছে ভাঁজ
জ্বলে পুড়ে আজ মলিন দৈন্য বেশ।
যে নদীর জলে যে গাছের তলে তুমি
একদিন নিতে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস
তুমি বিনে সেই প্রান্তর প্রাণহীন
প্রতিদিন গ্রাস করে যে সর্বনাশ।
তুমি নেই তাই তোমার স্বদেশ জুড়ে
শকুনীরা দেয় ঝাপটা যে বার বার
আমরা ভীত কেউ খুব উদাসীন
তোমার মতন নেই কারো হুংকার।
নপুংসকের বীর্যে এই মাটি
একদিন যারা করেছিল কলুষিত
আমরা সকলে হয়েছি বীর্যহীন
তাই তারা ফের দারুণ উল্লসিত।
তোমার স্বপ্ন হয়ে গেছে লুণ্ঠিত
নিজের ঘরেতে ছলে আর কৌশলে
সাপের ঝাঁপি নিজেরা দিয়েছি খুলে
স্বাধীনতা তাই শকুনের পদতলে।
তুমি একদিন যে আগুন জ্বেলেছিলে
লক্ষ হাজার মানুষের মন জুড়ে
এক ঝাপটায় সে আগুন নিভে গেল
বুঝল না কেউ কী করে পঁচাত্তরে।
পঁচাত্তরের কালো রাত্রির পর
দুর্যোগ এসে দিল এই দেশে উঁকি
সেই থেকে এই সুপ্রাচীন জনপদ
প্রতিদিন হয় ধ্বংসের মুখোমুখি।

এই ধ্বংসের দায়ভাগে আমরা
কমবেশি করে সকলে অংশীদার
যে করেই হউক আনতেই হবে দিন
তোমার সকল ঋণ শোধ করবার
তোমার ছবি তোমার কণ্ঠ আজ
নাড়া দিয়ে যায় তাড়া দিয়ে যায় মনে
আবার জ্বলব জ্বালব আবর্জনা
তোমার তপ্ত রক্তের আকর্ষণে ।
প্রয়োজনে প্রাণ দিতে হয় যদি দেব
মরতে যখন শিখেছি আবার মরবো
তোমার ছবি তোমার পতাকা হাতে
আবার না হয় প্রাণপণে সবে লড়ব ।

প্রিয় নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দেলওয়ার বিন রশিদ

প্রত্যেহ চিন্তা চেতনায়
বয়ে আনে স্বপ্ন আশা
নতুন জাগরণ যে নাম
সে নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'
এখানে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রতিধ্বনিত হয়
আপনার সেই কণ্ঠস্বর
ভোরের সেই কণ্ঠস্বর
ভোরের কোমল রোদ গায়ে মেখে
সবুজ আল ধরে
বিরুই কালিজিরা ধানের সুগন্ধে বিভোর হয়ে
যখন সম্মুখে হেঁটে যাই
কানে বাজে আপনার সেই কণ্ঠস্বর
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ।'

সূতি বর্ণী, নরসুন্দা, ধলেশ্বরীর পাড় ধরে
শিম কুমড়োর বন পেরিয়ে আরো দূরে
মেঠোপথ ধরে সম্মুখে এগিয়ে
নিম জারুলের সবুজ ছায়া মাড়িয়ে
যেতে যেতে শুনতে পাই এখনও
আপনার সেই কণ্ঠস্বর,
এ দেশের মাটি-মানুষকে
আপনি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন ।
প্রতি গ্রাম গঞ্জ শহরে এখনও
আপনার দৃঢ় প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয় ।

সবুজ শ্যামলিমা বাংলার পথে প্রান্তরে যেত আমারে
বসত বাড়ির আঙিনায় । দুঃখী মানুষের হৃদয়ে আপনি,
প্রতিটি হৃদয়ে হৃদয়ে আপনি রয়েছেন ।
আমাদের চিন্তা-চেতনায় আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।
আমাদেরকে জাগ্রত করে আপনার কণ্ঠস্বর অবিরাম ।
কর্মে-কাজে মুহূর্তে মুহূর্তে দীপ্ত করে আপনার প্রিয় মুখ, প্রিয় নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

সে রাত্রির কল্পকাহিনী

নির্মলেন্দু গুণ

তোমার ছেলেরা মরে গেছে প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে
তারপর গেছে পুত্রবধূদের হাতের মেহেদী রঙ,
তারপর তোমার জন্ম সহোদর ভাই শেখ নাসের,
তারপর গেছেন তোমার প্রিয়তমা বাল্যবিবাহিতা পত্নী, আমাদের
নির্যাতিত মা।
এরই ফাঁকে এক সময় ঝরে গেছে তোমার বাড়ির সেই পরবিণী
কাজের মেয়েটি, বকুল।
এরই ফাঁকে এক সময় প্রতিবাদে দেয়াল থেকে খসে পড়েছে
রবীন্দ্রনাথের দরবেশ মার্কা ছবি।
এরই ফাঁকে এক সময় সংবিধানের পাতা থেকে মুছে গেছে দৃষ্টিসুপ্ত,
ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।

এরই ফাঁকে এক সময় গৃহের প্রহরীদের মধ্যে মরেছে দু'জন
প্রতিবাদী কর্ণেল জামিল ও নাম না জানা এক তরুণ
যারা জীবনের বিনিময়ে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল।

তুমি কামনা আর মৃত্যুর গর্জনে উঠে বসেছো বিছানায়,
তোমার সেই কালো ফ্রেমের চশমা পরেছো চোখে,
লুঙ্গির উপর সাদা ফিনফিনে ৭ই মার্চের পাঞ্জাবি
মুখে কালো পাইপ—তারপর হেঁটে গেছো বিভিন্ন কোঠায়।
সারি সারি মৃতদেহগুলি তোমার কি তখন খুব অচেনা ঠেকেছিল?

তোমার রাসেল?
তোমার প্রিয়তমা পত্নীর গুলিবিদ্ধ গ্রিবা?
তোমার মেহেদীমাখা পুত্রবধূদের মুজিবাশ্রিত করতল?
রবীন্দ্রনাথের ভূলুণ্ঠিত ছবি?
তোমার সোনার বাংলা?
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে তুমি শেষবারের মতো
পাপস্পর্শহীন সংবিধানের পাতা উল্টিয়েছে।
বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে একমুঠো তুলে নিয়ে
মেখেছো কপালে—
ঐ তো তোমার কপালে আমাদের হয়ে পৃথিবীর দেয়া
মাটির ফোঁটার শেষ তিলক হায়।

তোমার গা একবারও টলে উঠলো না, চোখ কাঁপলো না।
তোমার বুক প্রসারিত হলো অভ্যুত্থানের গুলির অপচয় বন্ধ করতে,
কেননা তুমি তো জানো এ একটি গুলির মূল্য
একজন কৃষকের এক বেলার অন্নের চেয়ে বেশি,
কেননা তুমি তো এক বেলায় সিনেমা দেখার আনন্দের চেয়ে বেশি।
মূল্যহীন শুধু তোমার জীবন, শুধু তোমার জীবন পিতা।
তুমি হাত উঁচু করে দাঁড়ালে বুক প্রসারিত করে কি আশ্চর্য
আহ্বান জানালে আমাদের। আর আমরা তখন?
আমরা তখন রুটিনমাফিক ট্রিগার টিপলাম...
তোমাকে বক্ষ বিদীর্ণ করে হাজার পাখির ঝাঁক
পাখা মেলে উড়ে গেল বেহেশতে
তারপর ডেডস্টপ।

তোমার নিষ্প্রাণ দেহখানি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে
আমাদের পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে থামলো
কিন্তু তোমার রক্তস্রোত থামলো না। সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে,
বারান্দার মেঝে গড়িয়ে সেই লাল টকটকে রক্ত
বাংলার দূর্বা ছোঁয়ার আগেই কর্ণেল
সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালেন।

টুঙ্গিপাড়া

ভাবানুবাদ : **নির্মলেন্দু গুণ**

নওশাদ নূরী

সহজ সরল গাঁয়ের মানুষ
মতলব পাকা ঝানু বিশারদ
বস্তিতে থাকা বস্তিবাসীরা
রাজনীতি-বিশেষজ্ঞবৃন্দ
তোমরা কি জানো? তোমরা কি জানো?

পথের শুরুটা হয়েছিল এইখানে,
পথ খোয়া গেল, হায়, সেও এইখানে।

হে আমার প্রিয় অবোধ শিশুরা
যুদ্ধ মাঠের সাহসী সেনানী
শক্ত বাজুর নৌকার মাঝি
মুক্ত দেহাতি নওজোয়ানেরা
তোমরা কি জানো? তোমরা কি জানো?

এই খানে থির ভূমিকম্পের গাছ
অগ্নিগিরির চারা আছে সাথে বোনা।

অনুবাদ : **আসাদ চৌধুরী**

নওশাদ নূরী : ভারতের বিহারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান উর্দু কবি। আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁর অবদান রয়েছে। পেশায় ছিলেন একজন সাংবাদিক। মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন। ২০০০-এর জুলাইয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের উর্দু কবিতা: বাড়ির কাছে আরশিনগর/অনুবাদ আসাদ চৌধুরী। প্রকাশক : শ্রাবণ, ঢাকা-২০০০)।

মুজিব মানেই বসন্ত-উৎসব

নূহ-উল-আলম লেলিন

তুমি আসবে বলে বাংলাদেশ হাজার বছর
প্রতীক্ষার প্রহর গুনেছে।

তুমি আসবে বলে মানস-সরোবর হাজার নদীতে
পবিত্র জল ঢেলে বিধৌত করেছে গঙ্গা-ঋদ্ধির পুণ্যভূমি।
তুমি আসবে বলে অঙ্গ বঙ্গ সমতট হরিকেল পুণ্ড্র কি বরেন্দ্র মিলে
সৃষ্টি করেছে সমুদ্রাত বিস্ময় ব-দ্বীপ।

তুমি আসবে জেনে চর্যাগীতিকার 'ভুসুক বাঙালী বইলি'
আর অলৌকিক ভক্তিগীতি ও মঙ্গলকাব্যে এসেছে মানববন্দনা।
তোমার মুখে বুলি জোগাতে অপভ্রংশ ছেড়ে জন্ম নিল নিজ মাতৃভাষা।
সে ভাষার মানরক্ষায় আব্দুল হাকিম করেছেন ক্ষুব্ধ উচ্চারণ :
'যেমন বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সেজন কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।'

তুমি আসবে জেনে গুরুদেব রবীন্দ্র ঠাকুর আগাম জানিয়ে দেন
সে সুসংবাদ : 'ঐ মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে...।'
তুমি আসবে জেনে 'হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ,
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে...।'

তোমার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে
বিংশ শতাব্দীর উনিশটি নিষ্ফল বসন্ত পেরিয়ে গেল
অবশেষে তুমি এলে বিশতম বসন্ত-প্রভাতে—মধুমতি তীরে।
তারপর বাকি ইতিহাস। এই বসন্তেই ঢাকার রাজপথে ভাষার দাবিতে
রক্তজবা ফোটে : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।'
তোমার আহ্বানে আবার দিব্যক জাগে মুক্তির সংগ্রামে। আর এই বসন্তেই
তুমি বজ্রনির্ঘোষে এনে দিলে বাঙালির প্রিয় স্বাধীনতা।
আর এভাবেই বাঙালির বসন্তদিন হয়ে গেলো তোমার জন্মোৎসব
আমাদের ভাষার উৎসব
আমাদের স্বাধীনতার উৎসব
বাঙালির বসন্ত মানেই স্বাধীনতা, স্বাধীনতা মানেই শেখ মুজিব—
শেখ মুজিব মানেই আমাদের ভালোবাসা, আমাদের বসন্ত-উৎসব।

আমার বুকে
নাসের মাহমুদ

আমার বুকে নদী থাকে
আমার বুকে পাখি
তিরিশ লক্ষ শহীদ আমি
আমার বুকে রাখি ।

আমার বুকে ফুলের বাগান
সকল ফুলের ঘ্রাণ
আমার বুকে জাতির জনক
শেখ মুজিবের প্রাণ ।

পিতা, তোমাকে ভুলিনি
নিতাই সেন

যতই দিন যাচ্ছে ভূসুখ বাঙালি
ততই মানুষের কাছে সমাদৃত হচ্ছে
বড়ু চণ্ডীদাস গীতি হচ্ছে আকাশে বাতাসে ।
লাইলি-মজনু, আলিফ-লায়লা মধুমালতীরা ।
স্মৃতি বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে ক্রমান্বয়ে উঠে আসছেন আলোয় ।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসেরা
পুনরায় উঠে আসছেন চেতনায়, মানুষের মেধায় মননে ।
বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল পাঠে নিমগ্ন এখন,
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, শাহ গরীব উল্লাহ প্রমুখ কাহিনীকার
লিখেছেন নতুন নতুন আধুনিক উপাখ্যান ।
মধ্যযুগের সর্বশেষ নন্দিত কবি ভারতচন্দ্রও বসে নেই
সন্ধিযুগের সবচেয়ে ব্যঙ্গ কবি ঈশ্বরগুপ্তের সাথে
যৌথ সম্পাদনায় বের করেছেন, মানুষের ভুলে থাকা ইতিহাস ।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহ, একুশ-একাত্তর-পিতা আমরা ভুলিনি
পিতা তোমাকে ভুলিনি
মাটি তোমাকে ভুলিনি
তোমাকে ভুলে যেতে যত বেশি প্রয়োজন
তুমি তত বেশি প্রজ্বলিত অনির্বাণ শিখা
দ্যুতিময় দীপ্তিময় বাঙালির মহান পুরুষ ।
তুমি জ্বলছ অহর্নিশ তাপিত শোষিত হৃদয়ে
তুমি প্রজ্ঞাবান ইতিহাসে রাজসাক্ষী, অজেয় রাখাল
পিতা, তোমাকে কী করে ভুলি
তোমাকে কী ভুলতে পারে বাংলার আকাশ
বাংলার বাতাস
বাংলার মাটি
বাংলার জল
পিতা, তোমাকে কী করে ভুলি?

শ্রেষ্ঠ উপহার
নূরুল ইসলাম মানিক

যাদুর কাটি ছিল না তাঁর হাতে
হৃদয় ভরা যাদু ছিল তাঁর
সেই হৃদয়ের স্পর্শ পেলে সবে
সাহস পেতো রুখে দাঁড়াবার।

তর্জনিটা উঁচিয়ে আকাশ পানে
বজ্রকণ্ঠে দিলেন যেদিন ডাক
ছেলে বুড়ো নারী পুরুষ যতো
যুদ্ধে চলে অগুনতি লাখ লাখ।

হাজার বছর পরাধীন এ দেশ
স্বপ্ন বোনে একটি পতাকার
জীবন দিয়ে এনে দিলেন তাই
জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার।

স্বাধীন দেশে কোটি কণ্ঠে বাজে
কোন সে নামের গান
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তিনি—
শেখ মুজিবুর রহমান।

টুঙ্গিপাড়ার গাঁয়
নাজমুল হাসান

আঙুল তুলে বললে কথা
দেখলে তুলে চোখ
দুখী মায়ে ভুলতো তখন
সব হারানোর শোক।

হাঁটলে পথে কলমিলতার
পড়তো তাহার পায়
দস্যি ছেলে ডাকতো সবাই
টুঙ্গিপাড়ার গাঁয়।

টুঙ্গিপাড়ার সেই ছেলেটি
বললে কথা কিছু
তার পেছনে হাজার মানুষ
ছুটতো পিছু পিছু।

ন্যায়ের কথা বলতো সদা
রাখতে দেশের মান
তিনি ছিলেন সবার আপন
মুজিবুর রহমান।

খুকুর পিতা
নাসরীন নঈম

উদাসী বাউলমন একাত্তরের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়
শীতলক্ষ্যা থেকে বুড়িগঙ্গা মধুমতি আর বিন্ধ্যাচলে
পাথর নুড়ির মতো ঘটনার জল বয়ে যায়
নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে ।

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে কুমারী কমলা
অবুঝ শিশুকে বুকে চেপে ফসলের বীজ খোঁজে
চেতনার রঙ গাঢ় শ্যামল মৃত্যুর কুয়াশায়
বধ্যভূমিতে স্বজন খোঁজে ।

তারপর সকালের প্রথম আলোতে খুকুমণি দেখে
বাবা তার কোথায় হারিয়ে গেছে
মা বলেন যুদ্ধে, দাদিমা বলেন রাক্ষসের
তলোয়ার ছিনিয়ে আনতে ।

দীর্ঘ নয় মাস পোয়াতির মতো কষ্ট বুকে বেঁধে
কেবল অপেক্ষা
জানালায় চোখ রাখা
একদিন ধল প্রহরের আলোতে যিশুর মতো চোখে
খুকুমণি দেখে একটি পৃথক মানচিত্র ।
যেখানে দাঁড়িয়ে খুকুর আরাধ্য পিতা—শেখ মুজিব ।

কষ্টের কাব্য
নিপু শাহাদাত

আমার এক অগ্রজ কবি বন্ধু বলেন,
'ওঠো —জাগো, ভেঙ্গে পড়ো না, আশাবাদী হও,
স্বপ্ন দেখো, স্বপ্ন দেখাও, বিশ্বাসী হও, বিশ্বাস করো ।'

আমি কী করে জাগব?
ওই রাত্রি যে আমার চোখ থেকে
ভয়ার্ত কালো সরিয়ে নিচ্ছে না,
অসময় মেঘে সূর্য ঢেকে যাচ্ছে
চাঁদকে গ্রাস করেছে অমাবস্যা সেই কবে
আমি কী করে জাগব বলো?
ভেঙে পড়তে পড়তে আমি
উঠে দাঁড়াতে চাই
দুঃসময়-দুর্জন পরিবেশ আমাকে দাবিয়ে রাখে
মিথ্যে ইতিহাস পাঠ করতে চায়
জুজুর ভয় দেখায় ।

আমি আশাবাদী মানুষ
আমি তো জাতির জনক শেখ মুজিবের মতো
প্রত্যাশায় ঘর বাঁধি,
যেমন তিনি আশাবাদেই জয় করেছেন
একটি পৃথিবী, একটি ভূখণ্ড
একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ ।

অথচ হায়! নিরাশার ঝঞ্ঝায়
আমি কেবলি চমকে উঠি—
এ যেন দুঃস্বপ্ন
অথচ স্বপন কে না দেখতে চায়?
আমি তো তাঁরই উত্তরসূরি
তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই—
আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি বিজয়ী
আমি তো বিশ্বাস করি, একদিন সত্য সুন্দরের জয় হবেই ।
বঙ্গবন্ধু মানেই তো বাংলাদেশ অনন্তকাল...

নির্ঘুম পিতা

নাভেদ আফ্রিদী

কবিতার সহজ মানুষ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
তোমার স্বপ্নরা
স্বাধীনতার জগৎ সৃষ্টি কা'র কা'র উড়ে যায়
হিমালয়, সুন্দরবন
বাংলা সাগর পার হয়ে
মানুষের চোখ থেকে চোখ
মৃত্যু থামিয়ে দাঁড়ায়
মৃত্যুর বিপরীতে
আমার বেদনার ওপর তোমার মুক্তি প্রসারিত হাত
প্রকৃতির চেয়েও তরুণ।
তোমার কথায়,
বিদ্যুতের পবিত্র আগুন লাফিয়ে ওঠে আত্মার জলে।
তোমার তর্জনী দাবায়। না থাকা জীবনের রক্ত পতাকা
অন্ধকারের ভেতর—
গ্রামগুলোর মাথার ওপার
মানুষের গভীরে গভীরে
তুমি এক সমস্ত মানুষ!
ঈশ্বরের অধিক
নির্ঘুম পিতা।

রক্তে আমার জন্মভূমি দোলে

নূর কামরুন নাহার

রক্তে আমার জন্মভূমি দোলে
রক্তে আমার লাল সবুজ দোলে।
রক্তে আমার মেঘনা-তিতাস ঢোলভাঙ্গা দোলে।
রক্তে আমার ইতিহাস ঐতিহ্য দোলা
রক্তে আমার জারি, সারি, বাউল সুরের খেলা।
রক্তে আমার ফুটে আছে ফুল, রবীন্দ্র নজরুল।
রক্তে আমার যমুনা, সুরমা বহমান কুলকুল।
রক্তে আমার দোয়েলের শীস, কোকিলের কুহুতান
রক্তে আমার হাসন, লালন, ভাটিয়ালী গান।
রক্তে আমার নরম পলির সোঁদা গন্ধ
রক্তে আমার জসীম উদ্‌দীন জীবনানন্দ।
রক্তে আমার অঘ্রাণের ক্ষেত, নবান্নের ঘ্রাণ।
রক্তে আমার লক্ষ শহীদের আত্মদান।
রক্তে আমার হাজার বছরের প্রতিশোধ আর দ্রোহ
রক্তে আমার প্রতিরোধ আর শৃঙ্খলা ভাঙার মোহ।
রক্তে আমার মতিউর, প্রীতিলতা, তিতুমীর
রক্তে আমার জানে না নোয়াতে কখনও কোথাও শির।
রক্তে আমার বায়ান্ন, একুশ, সালাম ও বরকত
রক্তে আমার উনসত্তর একাত্তরের হিম্মত।
রক্তে আমার ধুয়ে যাক যত রক্ত চক্ষুভয়
রক্তে আমার মানবে না কোনো পরাভব, পরাজয়
রক্তে আমার জেনে গেছে আজ রক্ত চোষার নাম।
রক্তের দামে শোধ করে নেবে রক্ত ঝরার দাম।
রক্তে আমার বান ডেকেছে ভেঙে দেব কালো হাত
রক্তের নদী পেরোয়ে ভেঙেছি দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের রাত।
রক্তে আমার জেগে উঠে লক্ষ শহীদের স্বপ্ন বীজ
রক্তে আমার লেখা হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
রক্তে আমার লিখেছি যে প্রিয় নাম বাংলাদেশ
বাংলা আমার প্রথম প্রেম, বাংলা আমার শেষ।

ভেতরে বাহিরে তুমি বিশাল আকাশ

নীহার মোশারফ

[বঙ্গবন্ধু মৃত্যুদিবসে]

পিতা তোমার দুচোখ প্রতিদিন নিত্য-নতুন স্বপ্ন বাসা বাঁধতো
সবুজ-শ্যামল রঙ চারপাশে করতো ঘুরাফেরা পাখিরা হাসতো
ফুলেরাও হাসতো আর তোমার সাথে একই বৈঠকে জয়নুল দেশ গড়ার কথা বলতো। যে দেশে থাকিবে তোমার আদর-সোহাগা, জয়নুলের তুলির আঁচড়। তবে কারা তোমার স্বপ্নের ভেতরে গরল ঢেলে দিয়েছিল? কারা তোমার বুকে ভেতরে বাহিরে বিশাল আকাশ বিলীন করে দিয়েছিল? কারা তোমার বুকে কেবলি শূন্যতার কালো হাহাকার সৃষ্টি করেছিল? তারা কি জানে না তোমার মৃত্যুতে আজ বীরাঙ্গনা স্বদেশ কাঁদে।
কাঁদে বাংলার পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। কাঁদে সবার চেনা ১৫ আগস্ট। পিতা, তোমার ভাবনার অসীম স্নিগ্ধতায় আজও ভাসি। শুধু তুমি নেই বলে বাঙালি শান্ত জীবনছন্দ আজ অশান্ত হয়ে উঠেছে। তোমার পছন্দের মানুষ
জয়নুল তুলিতে আঁকা যে বাংলায় নেচে উঠতো বনজ কুসুম সেই
বসুন্ধরায় নিরাশ তারা। তারা হাসে না আর কাঁদে না আর।
শুধুই পাথর হয়ে পড়ে আছে আদিম ঘরে।

মহাকবি বঙ্গবন্ধু

নাফিজ আশরাফ

কেউ কেউ বলে ক্ষণজন্মা নক্ষত্র তুমি
কেউ বলে দেবতা
মহান পুরুষ
কেউ বলে মুক্তির পথপ্রদর্শক
রাস্তার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা
নতুন পথের দিশারী

আমি বলি
বসন্তের পাখিও হতে পারতে
হতে পারতে মানুষের হৃৎপিণ্ডের হৃদয়
অথবা শরতের বিকেল
শুভ্র সফেদ আকাশ
কুয়াশাঢাকা ভোরের দিগন্তে এক শুকতারা
কারো কারো অজান্তে হয়তো হয়েছোও তাই
রয়েছো কবির কল্পনায়।

আবার অন্যভাবেও ভাবতে পারি; মহাকাব্য তুমি
জাতির জনক, বঙ্গবন্ধু
তুমি এক মহাকাব্য, জাতির পিতা
পিতা আমার চিত্রকলার স্থপতি

হে জাতির পিতা
প্রিয় নায়ক আমার বাংলার সূর্য
তোমার আকাশছোঁয়া শির
সুদর্শন গ্রীবা
সবই আমার গর্ব
আমার মর্যাদার ভাণ্ডার
নীলিমার করিডোরে রেশমি চুল
আর ডাগর চোখের ফ্রেমে মোটা কাচ
যেনো কাব্যময়তায় পূর্ণতা আনে
প্রতিটি পঙ্‌ক্তিমালায়
হাজার বছরের বাঙালি, বাঙালিপনা
কৃষক মজুর শ্রমিকের ভাষায় তোমার
কণ্ঠধ্বনি

কোলাহলহীন সুনসান প্রকৃতির নরম ছায়া
এসময় তুমি হয়ে উঠলে কিংবদন্তি...
উনিশ মিনিটের উচ্চারণে, উদ্যানের সবুজ ঘাসে
জল টইটম্বুর পুকুর পাড়ে, গাছের ডালে। স্থির
ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। রিকশা কিংবা ভ্যানে
মানুষের উচ্ছ্বাসনে শুধু উচ্ছ্বসিত জনতা নয়
যেনো সৈনিক। অনুসারী অথবা অনুরাগী
বিস্ময়ে বিহ্বলে...

হে আমার পিতা
তোমার মধুর কণ্ঠকথক গিলছিলো বিশ্বের
তাবৎ পাখিকুল। সাম্রাজ্যবাদীরাও পেতেছিলো কান
ফুঁসে উঠছিলো ওই আগ্রাসন

এরই ফাঁকে তুমি...
প্রিয় নেতা, বঙ্গবন্ধু আমার
কালো ফ্রেমের চশমাখানি
চোখ থেকে সরিয়ে
তর্জুনী উঁচু করে
সমস্বরে সাহসী শব্দের বারুদ উচ্চারণে
হৃদয় নিংড়িয়ে দিলে কবিতার চরণ—
'আমার দেশের গরিবদুঃখী নিরস্ত্র মানুষ'

পিতা, তোমার এই নিষ্কণ্টক উচ্চারণে কেঁপে উঠলো পৃথিবী
জন্ম নিলো মহাকাব্যের। তুমি মহাকবি
তোমার সৃষ্টির পয়ারে পয়ারে রূঢ় বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি
অমর বাণী। মাটির ভালোবাসা
হাজার বছরের ইতিহাস সৃষ্টির অমর কৃতি..
তোমাকে সালাম!

পিতার উদ্দেশে

নাসির আহমেদ

যতই মোছাও, এই রক্তচিহ্ন কিন্তু মুছবে না!
পিতৃহত্যা ঘাতক-জাতক ঘৃণ্য ছেলের কলঙ্ক তোর
কোনোদিন ঘুচবে না।
এই রক্তের প্রতীক যেন অনাদি অনন্তকাল
কৃষ্ণচূড়া কিংবা জবাফুল
নদীর জোয়ার কিংবা শিশিরে মুছবে তুমি
এখন খুনের চিহ্ন! এ ধারণা ভুল!

হিংস্র ঘাতক! তোমাকে ঘৃণা দিচ্ছে শ্রাবণের অশ্রুময়ী আকাশ এবং
অভিশাপ তোকে দেবে চিরকাল
একাত্তরে জ্বলে ওঠা বিদ্রোহী বাংলার মতো
এদেশ ঘৃণায়-শোকে জ্বলবে মহাকাল।
এমন ঘৃণার পরও মন থেকে মুছবে না মহান পিতার শোক
আর কোনোদিন
একটি জাতির জন্ম এবং যে স্বাধীনতা
সবকিছুতেই তার জনকের ঋণ।

ক্ষমায় কাতর তিনি, তাঁকেই করুণ স্বরে ডেকে বলি : পিতা!
কই সে জাতি আজ! তুমি দিয়েছিলে, ধরে রাখতে পারিনি
ঘাতকেরা পোড়াচ্ছে তোমার প্রিয় সংবিধান, এই দেশ
যেন এক অগ্নিদগ্ধ ভয়াবহ চিতা!
পিতা! আবার ফিরিয়ে দাও সেই সে চেতনা
গৌরবের জাতি হয়ে উঠি
একাত্তরের সেই বজ্রকণ্ঠের তাপে এই দুঃসময়ে
বাঙালির ঐক্যে যেন আবার খইয়ের মতো ফুটি।

রক্তাক্ত এপিটাফ
নীলিমা চৌধুরী

সব পাথর হয়ে আছে, ফুল দেখেও ভয়
আজকাল গোলাপ ও রাজনৈতিক
এখানে এই ৩২ নং বাড়িটার সামনে এলেই আমি
বোবা হৃৎপিণ্ডটি খুলে রাখি, ছিটকে রক্তক্ষরণ
দিবানিশি বাস থেকে নেমে হেঁটেই যাই
প্রতিদিন কিছু ফুল রাখি, প্রতিশ্রুতি রঙ
আগুনঝরা মার্চের কৃষ্ণচূড়া লাল, নীলগিরি
কুচি শাদা কিংবা বিলের ধারে হাজার দণ্ডকলস,
দেখো জখম পায়রা বুকে পিকাসো নীল
চেগুয়ে ভরা ও ভৈরবী স্থির, গিন্সবার্গ, গুন্টারগ্রাস
একই সঙ্গে কান্না ও বারুদের কোলাজ শীস তমোহর
প্রতিটি ভাঁজ খুলে দেখো যাবতীয় বিক্ষোভ স্তর
মানুষেরা কেবল ভুলে অপরাধবোধে, পশুপাখি কখনো নয়
ঐ দ্যাখো মৃত্যুশোক ছেয়ে আছে শ্রাবণ আকাশ
মেঘেরাও থমকে দাঁড়ায় চমকে বাতাস
তাঁর ভাষা ছিল বিশ্বাস। আর ভালোবাসার
কলার ভেলায় আজ লখিন্দর
গাঙ্গুড়ের জলে ভাসে রক্তাক্ত এপিটাফ—
'আমার, নাও, আমার ছইয়া
আমিই রইলাম তীরে বইয়া'
কেউ কলমা পড়ে, মেঘনা ভাঙে পাড়
ধানক্ষেত হেসে উঠে অনন্ত বিস্তীর্ণ প্রত্যাশা বাংলার

অমর মুজিব
নন্দেশ্বর সিংহ

মুজিব তুমি বিপ্লব তুমি মহান
অবিসংবাদী নেতা তুমি বাংলার,
বাংলার মাটিতে বাঙালির মাঝে
সার্থক জন্ম তোমার।
ঐতিহাসিক ভাষণে রেসকোর্স ময়দানে
স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা তুমি বল,
তোমার বজ্রকণ্ঠবাণীজাগিয়ে দিল সর্বব্যাপী
ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি হলো।
তোমার ভালোবাসায় স্বাধীনতা এল বাংলায়
পেলাম ভৌগোলিক সীমারেখা
রক্ত দিলাম বাংলার ভাষা পেলাম
উঠিয়ে দিলাম বিজয় পতাকা।
হে মুজিব মহানায়ক তুমি জাতির জনক
ছিলে বাংলার বন্ধু তুমি,
মুজিব তোমার কণ্ঠধ্বনি হলো দেশে দেশে জয়ধ্বনি
তুমি হলে কোটি মানুষের অন্তরের অন্তর্যামী।
বিদায় নেই বিদায় নেই তোমার বিদায় নেই
যুগ যুগান্তরের অমর তুমি।

অনুবাদ : রণজিৎ সিংহ

নন্দেশ্বর সিংহ : বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার খ্যাতিমান কবি। পেশায় তিনি ভিক্ষুক। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি কবিতা লিখেন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার অনেক কবিতা আছে।

তোমাকে পেতে চাই সর্বপ্রথমে

প্রণয় পলিকার্প রোজারিও

উত্তম ফসল বলেই মানব তোমাকে
বীজ বাপক যেমন বুনেছিল বীজ
কিছু পড়েছিল পাথুরের ভূমিতে, কিছু কাঁটা ঝোপে
কিছু পড়েছিল পথের মাঝে পদতলে পিষ্ট হতে
আর কিছু পড়েছিল অধিকাংশই বাংলার পলল উর্বত ভূমিতে।

তুমি ছিলে আমাদের প্রথম ফসল, উৎকৃষ্ট, পুষ্ট আর স্বাস্থ্যপ্রদ।
জীবনদায়ী প্রবাহিত নদী তীরে
যে জীবনবৃক্ষ জন্মাবে বলে ভূমি খোঁজে
তুমি আজ নিয়েছো ঠাঁই সেই মৃত্তিকায়।

তুই পুষ্ট বীজ মরেই জন্মেছো
না হলে অখাদ্য হতো সমগ্র
মা কিছু বৃক্ষ, শস্য, নদ-নদী, পাহাড় নিসর্গ
তোমার পরিচয় কিভাবে দেব এমন মনে হয়।

বঙ্গবন্ধু বাক্য যদি যথেষ্ট তবে নিশ্চয়
তোমার কথায়ই আজো জাগে জাতির হৃদয়
যে আগুনে জ্বলে উঠবার কথা ছিল
যুগে যুগে বদ্ধ ছিল যে পাথরভূমিতে
একটি মানুষ, একমাত্র পুরুষ
পাথর গড়িয়ে আনল জল আর আগুন

যখন শৈশব আমাদের নিজেদের পিতা আর মাতার কোলে
যেখানে ষড়যন্ত্রে এসেছে বিচ্ছেদ
তোমার মৃত্যু বিভীষিকা দেখো আজো
কেমন তামস করেছে জাতিসমূহকে

কেমনে ভুলবে সে ক্ষত
দীর্ণ হয়েছে যার বক্ষ
আহা, পিতা, মাতা, প্রিয় পুত্র, কন্যা ও পরিজন
নিহতকালে কী বেদনায় উচ্চারণ করেছিলে বাণী

আমি রক্তবীজ পুনরায় বুনে গেলাম
আর যন ক্ষয়িত না হয় শোনিত।

উষাকালে, সূর্যের উদয়কালে
তুমি দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে পড়লে
অথচ প্রত্যেক্ষ সূর্যের নিচে নেমে এল অন্ধকার,
হাহাকার, শোক, বিলাপে, রোদন অনাহার;
যেখানে খাদ্যের চেয়ে বাণী ভালো
সেখানেই বাণীই এনেছো বলে বিশ্বতৃপ্ত!

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
কে বলেছে এমন কথা এমন ভাষায়
কবে কোনো কবিতায় এমন জীবন্ত!
আজ তুমি হৃদয়ে ঘুমন্ত
যে করেই হোক পাবো তোমাকে জাগ্রত
কতকাল শুনে যে এসেছি
মৃতেরা জেগে উঠে পুণ্য অবয়বে
তোমাকেই পেতে চাই
আসমুদ্র হিমাচলে সর্বপ্রথমে।

টুঙ্গিপাড়া : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫
পরিতোষ হালদার

১.
এক মৃত্যুর কোন নাম নেই,
অথচ কোনো মৃত্যু ডেকে আনে অধিক জীবন।

২.
হেলিকপ্টারটি মাটি স্পর্শ করার আগেই লাফিয়ে নেমে পড়লো সৈন্যরা
কড়া পাহারায় নামানো হলো কফিন;
কফিন ভর্তি বাংলাদেশ।
পিতা, তোমার লাশ।
রাজা, ইদ্রিস, আক্কেল, আতিয়ারসহ আরো কয়জন
তোমাকে নিয়ে এলো তোমার বাবা-মা'র কবরের পাশে
যেখানে ইমাম গাজী ও মান্নান শেখকে দিয়ে খুঁড়ে
রাখা হয়েছিল মাটি। কফিন বাড়িতে নামানো পর
শুধু একজন চিৎকার করে কেঁদেছিলেন—
খোকারে তোরা মারলি কেন, ওরে ফিরাইয়া দে...তিনি তোমার চাচি।
বাকিরা নিশ্চুপ,
চারদিকে বিস্ময় আর বোবা আতঙ্ক।
সৈন্যরা কফিনসহ লাশ মাটিতে পুঁতে রাখতে চাইলো।
সাহস করে হাজী আবুল কাসেম দাফনের কথা বললেন,
তারা পনেরো মিনিট সময় দিলো।
আয়ুব মিস্ত্রিকে দিয়ে খোলানো হলো কফিন
তোমার পরনে ছিলো রক্তাক্ত পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি?
বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা ছিলো বিশাল বুক।
রাজা মোল্যা ও মুকিত ফকির তৈয়বের
দোকান থেকে আনলো ৫৭০ সাবান। টিউবওয়েলের পানি গরম করে
তোমাকে গোসল করানো হলো। সাহেরা খাতুন হাসপাতাল থেকে আক্কেল
আলী নিয়ে এলো কাপড়। তোমার দেয়া রিলিফের কাপড় হলো কাফন।
তিন সারিতে কিছু লোককে দাঁড় করিয়ে জানাজা পড়ালেন
মৌলভী আবুল হালিম শেখ।
তারপর কবর দেয়া হলো তোমাকে।
সৈন্যরা এসব তদারকি করে উড়োযানে উঠে গেল ঢাকায়।

৩.
সেই থেকে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলজুড়ে উড়ে বেড়াল
লাল চরিত্রের অজস্র পাখি
ঐসব পাখিরা একই সাথে পাথর ও ডানাওয়ালা আগুন।

মুজিবনামা
প্রত্যয় জসীম

পৃথিবীর শোষিত-বঞ্চিত মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
তুমি বেঁচে আছো অবিনাশি প্রত্যয়ে
দেশে দেশে স্বাধীনতাকামী গেরিলাদের চোখের তারায়

তুমি বেঁচে আছো
কৃষকের সোনালি ধানের ক্ষেতে
বৃক্ষের সবুজ পাতাদের পবিত্র স্পর্শে

তুমি বেঁচে আছো
দোয়েল-শ্যামা-শালিক-ঘুঘু-ডাহুক সারসের শুভ্র পালকে
দূর দেশ থেকে উড়ে আসা অতিথি পাখিদের কলরবে

তুমি বেঁচে আছো
ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বলিষ্ঠ দ্রোহে—দুর্দান্ত সাহসে
নেলসন ম্যান্ডেলা ইয়াসির আরাফাতের স্বজাতি প্রেমের ভেতর

তুমি বেঁচে আছো
বরফের দেহে ভাসা পেঙ্গুইনের চঞ্চল ডানায়
দূর সাগরে ভাসা নাবিকের নির্জনতায়

তুমি বেঁচে আছো
পৃথিবীর সমস্ত কারখানার চিমনির ধোঁয়ায়
শ্রমজীবী মানুষের পেশীতে আর
কারখানার সাইরেনের সুরের কাঁপনে কাঁপনে

তুমি বেঁচে আছো
জেলেদের প্রতিটি সুতোয় সুতোয়
মাঝিদের নৌকার ধাবমান গতির সাথে

তুমি বেঁচে আছো
দুঃখী মানুষের প্রাণের গহীনে
শিশুদের নিষ্পাপ হাসির ছোঁয়ায়

তুমি বেঁচে আছো
জেগে ওঠা নতুন চরের সবুজ ঘাসে
পদ্ম মেঘনা যমুনা করতোয়া ব্রহ্মপুত্রের স্রোতধারায়

তুমি বেঁচে আছো
হাতুড়ির আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া পাথরের কণায় কণায়
কৃষকের লাঙ্গলের রূপালি ফলায় উজ্জ্বলতায়

তুমি বেঁচে আছো
গ্রাম্য মেয়ের কলসি কাঁখে হেঁটে যাওয়া দৃশ্যের ভেতর
দুরন্ত কিশোরের সাঁতারের ক্ষিপ্রতায়

তুমি বেঁচে আছো
ফুটে থাকা গোলাপের রক্তিম স্পর্শে
গোধূলির বিষণ্নতায় রাখালের বাঁশির সুরে সুরে

তুমি বেঁচে আছো
বাউলের একতারার করুণ বিলাপে
ঢোলকের ঢোলের ধ্বনির তালে তালে

তুমি বেঁচে আছো
মিছিলে মিছিলে মানুষের উত্তোলিত হতে স্পর্ধায়
প্রতিবাদী শ্লোগানের আগুনমাখা উত্তাপে

তুমি বেঁচে আছো
দিয়াশলাই কাঠির বারুদে বারুদে
বন্দুকের চেম্বারে বুলেটের ম্যাগাজিনে

তুমি বেঁচে আছো
সাহসী মানুষের অন্তরে অন্তরে
অসহায় মানুষের আশার আলোয় হয়ে
তুমি বেঁচে আছো
অবিরাম বৃষ্টির তুমুল বর্ষণে
সাগরের ফেনিল উল্লাসে সুদীর্ঘ সৈকতে
তুমি বেঁচে আছো
কালবোশেখি ঝড়ের দারুণ উন্মাদনায়
শীতের শিশিরের পবিত্র নিসর্গে

তুমি বেঁচে আছো
কবিতায় গানে মানুষের প্রাণে প্রাণে
বাঙালির মুক্তিসুর জয় বাংলা শ্লোগানে

তুমি বেঁচে আছো
ফুল প্রজাপতি ফড়িংয়ের ডানায়
বন পাহাড়ে আকাশ নীলে নীলে

তুমি বেঁচে আছো
প্রভাতী সূর্যের সোনালী আলোয়
পূর্ণিমা চাঁদের ভরাট জ্যোৎস্নায়

তুমি বেঁচে আছো
রেসকোর্স ময়দানে—উদ্যানের ঘাসে ঘাসে
স্বাধীনতার ঘোষণার সেই অবিনাশী বিকেলে
শিখা চিরন্তনের অনির্বাণ চেতনায়

তুমি বেঁচে আছো
সাত মার্চের উত্তাল জনসাগরের স্রোতে
ষোল ডিসেম্বরের দুনিয়া কাঁপানো বিজয়ের গৌরবে

তুমি বেঁচে আছো
পনেরো আগস্টের ঝরা গোলাপের কান্নায়
ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কের দেহ জুড়ে

তুমি বেঁচে আছো
লেকের জলে ঢেউয়ের কাঁপনে কাঁপনে
ঝরা বকুলের নীরব সুগন্ধে পলাশের রঙে রঙে

তুমি বেঁচে আছো
শহীদ মিনারের বেদিতে বেদিতে
অপরাজেয় বাংলার পাথুরে দেহে

তুমি বেঁচে আছো
বাল্মীকি লালন রবীন্দ্র নজরুলের অমর সৃষ্টিতে
বাংলা ভাষার সকল ধ্বনি আর বর্ণমালায়

তুমি বেঁচে আছো
আজ ও আগামী দিনের প্রতিটি বাঙালির স্বপ্নে আশায়
তরুণ কবির স্বপ্নমাখা রাত জাগা কলমের ঠোঁটে

তুমি বেঁচে আছো
নাফ নদী আর সেন্টমার্টিনের প্রবালে প্রবালে
সবুজ শ্যামল নারকেল বীথির ঝিকিমিকি আলোয়

তুমি বেঁচে আছো
আকাশ ভরা তারাদের উজ্জ্বল আলোয়
শ্রাবণ মেঘের অবিরাম বৃষ্টির কান্নায়

তুমি বেঁচে আছো
জুঁই-চামেলি-চাঁপা-গন্ধরাজ হাস্নাহেনা
রজনীগান্ধা-গোলাপ-বকুল-মহুয়ার মাতাল সুগন্ধে

তুমি বেঁচে আছো
জয়নুল সুলতান শাহাবুদ্দিনের স্বপ্নের তুলিতে
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভের দ্যুতিময় চেতনায়

তুমি বেঁচে আছো
ঐ পতাকার সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে
প্রতিটি বাঙালির মানসপিতা জাতিপিতা হয়ে ।

জাতির পিতা

পরিমল কুমার বিশ্বাস

হঠাৎ করিয়া পূর্ব গগনে উদিত হয়নি রবি
হঠাৎ করিয়া আবেগের বশে কবিতা লেখেনি কবি,
যে সাধক সারা নিশিদিন জেগে
নিজে ধ্যান করে বিধাতার মেগে
প্রভাত লগনে লাল-সবুজের করেছিল আহ্বান
সে সাধক ছিল জাতির পিতা মুজিবুর রহমান ।

হঠাৎ করিয়া ফোটেনি বাগানে রক্তজবার দল
হঠাৎ করিয়া ফাঁপিয়া-ফুলিয়া সাগরে ওঠেনি জল,
যে শিল্পী তার সঙ্গীত গেয়ে
যে নাবিক তার তরীখানি বেয়ে
সাগরের তীরে ফুলেদের ভিড়ে রচিল দেশের গান
সে সাধক ছিল জাতির পিতা মুজিবুর রহমান ।

হঠাৎ করিয়া কুসুম-কাননে ডাকেনি বনের পাখি
হঠাৎ করিয়া দামাল ছেলেরা খোলেনি বন্ধ আঁখি,
যে পথিক বজ্রকণ্ঠ দিয়ে
স্বাধীন পেয়ালার অমৃত পিয়ে
বনের পাখিরে, বন্ধ আঁখিরে দিয়েছিল নবপ্রাণ
সে পথিক ছিল জাতির পিতা মুজিবুর রহমান ।

হঠাৎ করিয়া ঘোষণা দিয়া আসেনি তো স্বাধীনতা
হঠাৎ করিয়া অভাগা জাতির ঘোচেনি পরাধীনতা,
যে নেতা নিজে সাগর সেঁচে
অমৃত এনে কোনোমতে বেঁচে
মুমূর্ষ জাতির অমৃতপানে দিয়েছিল তাজা প্রাণ
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মুজিবুর রহমান ।

হারানো শোক

প্রেমলতা বৈরাগী

পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গেছে বন্ধু,
ডেকেছে স্বাধীনতার আহ্বান
টেফনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পঞ্চগড় আর সুন্দরবন।
বাঙালির শির উঁচু করে যিনি বীরদর্পে হয়েছিলেন আগুয়ান
হৃদয় মথিত দীপ্ত চারণ, তিনিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
কী যাদুস্পর্শে, ছুটেছিল জনতা একতাবদ্ধ হয়ে
নির্যাতন-নিপীড়ন তুচ্ছ করে স্বাধীনতা এনেছিল
বুকের রক্ত দিয়ে
বুকে জ্বেলেছিলেন বায়ান্নের ভাষা
কত যে নেতৃত্বে কত যে তার আশা
আজ ১৫ই আগস্ট, দুঃসহ দিন রক্ত জড়ানো ভালোবাসা
বাংলার গৌরব স্থল, মুজিব তুমি ছিলে মোদের প্রিয়
ভোরের হাওয়ায় প্রভাতী মেলায় ভুবন ভরিয়া দিও।

হে বাংলার গর্ব গৌরবস্থল
বাংলার অন্তরজুড়ে প্রবেশ করেছিলে তুমিই ছিলে ব্যাকুল
তাই তো আজ উড়ে গেছো পাখি
মুক্ত বিহঙ্গে নীল আকাশের গায়
হারিয়ে যেও না বন্ধু ফিরে এসো সোনার বাংলায়।
সংগ্রাম করে দুর্গম পথ অতিক্রম করেছ তুমি
কাঁদছি রবি বিশ্ব জুড়ে কাঁদছি বনভূমি।
বজ্রকণ্ঠে উল্লসিত হায় মর্তের মাটি
মানব শৃঙ্খলা মুক্ত করেছ, বাংলাকে করেছে খাঁটি।

রক্তের ইতিহাস

পঙ্কজ মনহর

পিতা
তোমার রক্তের ইতিহাস
ভুলি নাই ভুলি নাই।

তস্কর সব লস্করসহ
এ মাটিতে নিয়ে আছে ঠাঁই
ভুলি নাই।

তোমার বাড়ির ফটকে যে ছবি,
ওটা ছবি নয় ছাপচিত্র
ছবির ভিতর তাকালে দেখি এদেশের মানচিত্র।

আমার পতাকাই তুমি
পান্না কায়সার

আমার পতাকাই তোমার ছবি, তোমার কথা
আমার জাতীয় সঙ্গীত;
তোমার চেতনা স্ফটিক হয়ে জ্বলে
পবিত্র সংবিধানে, তোমার সান্নিধ্য পাই
মহান সংসদ কক্ষের প্রাণের গুঞ্জনে।

৭ই মার্চের উচ্চারণে
ঘুম ভাঙ্গে অনন্ত ভোর বেলায়,
গাছ-পালা, পাখ-পাখালি
মিলে-মিশে করে যাত্রা
টুঙ্গিপাড়ার ছায়া ঘেরা
গাঢ় কুয়াশার সবুজ প্রাঙ্গণে।

বড্ড নিঃসঙ্গে আমি
শিশিরের মতো আর্দ্রতায়
ঠাই খুঁজে ফিরি,
ঘরে না গান শোনা বৃষ্টির শব্দে
আহ্লাদে নেচে ওঠে, অথবা
হবে না শোনা সমুদ্রের গর্জন;
শুধু তোমার আদর্শ
আর চেতনায় জীবনটাকে
শেষতক টেনে নেয়া;
হে জাতির পিতা।

ভোর বা সন্ধ্যার আকাশে
চির কল্লিত হয়ে বেঁচে
থাকতে চাই আমি—
আমরা গোটা বাঙালি
তোমার আদর্শের মোহনায়।

বেজে উঠুক আবার তোমার কণ্ঠস্বর
ফাহমিদা আজাদ

হে পিতা, আর একবার এসো ঘুমন্ত বাংলাকে
জাগ্রত করতে।
তোমার সেই বজ্রকণ্ঠের ধ্বনিতে বাঙালি ফিরে পাক
একাত্তরের সেই তেজিয়ান
সন্তানদের মতো, যারা লাঙ্গল ফেলে হাতে
নিয়েছিল মেশিনগান।

আজ স্বাধীন বাংলায় আমাদের এক বেলা—
আহার জোগাতে হিমশিম খেতে হয়।
আজ তোমার সন্তানকে মিথ্যা মামলার দায়ে
কারাবন্দি হতে হয়।
ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে
হয় মুক্তিযোদ্ধাকে—এক মুঠো ভাতের জন্য।
স্বাধীন বাংলায় আজ ক্ষুধার হাহাকার,
সত্যের হাহাকার,
ঐক্যের হাহাকার।
হে পিতা তোমার কণ্ঠে আর একবার বেজে উঠুক—
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম সত্যের সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম ঐক্যের সংগ্রাম।'

জন্মের অধিক যদি

ফকির ইলিয়াস

জন্মের অধিক যদি থাকে কোনো অমর বিস্ময়
সবুজের পুষ্পকোষে আলোরেখা ঢেউ তুলে বলে
এ মাটির স্মৃতিভূমে তাঁর ছায়াদীপ হয়ে জ্বলে
এখনো আকাশ নুয়ে বলে জয়—বাংলার জয়

লগ্ন রোদের মন পোড়ে, আর পোড়ায় আষাঢ়
পরিচয় খুঁজে খুঁজে নদী যায় দক্ষিণের বনে
ফিরে এলে দেখা হবে মানচিত্রে, গ্রহের মৈথুনে
বুকের উত্তাপে খাড়া উদ্ভাসিত প্রজন্মের হাড় ।

ঋতুর বৈচিত্র্যে লেখা যে জীবন মানুষের গানে
ভরে ওঠে প্রতিদিন সুখে-দুঃখে খাল বিল মাঠে
ধানের রোপণে আর শিশুদের প্রিয় শব্দপাঠে
স্বপ্ন স্বাধীন হাওয়া বয় ধীরে, মেঘ—প্রাণে প্রাণে

যে নাম থেকেই যাবে বাংলায়, গোটা বিশ্বলোকে
'মুজিব' মুজিব' বলে মুক্তিকামী মানুষের ডাকে ।

বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান

ফজল-এ-খোদা

আমাদের শক্তি আমাদের মান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।
বন্ধু জাতির জনক
বাঙালির আত্মা বাংলার প্রাণ ।

বিপ্লবী বজ্রকণ্ঠে জ্বলে
অগ্নিমন্ত্র জয় বাংলা বলে
স্বাধীনতা, মুক্তি করে গেছে দান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

জাগ্রত সত্তার মূর্ত প্রতীক
মৃত্যুর মঞ্চে বিজয় পথিক
মানবতা, শান্তির গেয়ে গেছে গান—
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—

বৃথা যেতে দেব না

ফজলুর হক সরকার

বৃথা যেতে দেব না মুজিবের রক্ত
যতদিন বেঁচে আছি আটকোটি ভক্ত।
ভুলি নাই ভুলবো না বিপ্লবী শিক্ষা
বাঙালির স্বাধীনতা জানি কার দীক্ষা।
মুজিবের মতবাদে শোষিতের মুক্তি
মানুষের ইতিহাসে সংগ্রামী চুক্তি
বিচারের বাণী কাঁদে বাঙালির মর্মে
কোনো দাম নেই শাসকের ধর্মে।
আর নয় কোনো ধোঁকা নয় কোনো রঙ্গ
ভেঙে দিতে কালো হাত জাগ্রত বঙ্গ।
বৃথায় যেতে দেবো না মুজিবের রক্ত
গুঁড়ো করে দেবো আজ জালেমের তখ্‌তো।

পৃথিবী অবাক হয়

ফারুক নওয়াজ

ভারতীয়দের গান্ধী আছেন
কামাল তুরস্কের—
জামাল-নাসের মিশরীয়দের
রূপকার স্বপ্নের।

মাও সেতু ঙের নাম লেখা আছে
চীনাদের অন্তরে—
রুশ বিপ্লবী লেনিনের নাম
মুছবে কেমন করে।

হো চি মিন আছে ভিয়েতনামের
লিংকন মার্কিনে—
মহা সংগ্রামী আরাফাত আছে
আরব-ফিলিস্তিনে।

কিউবার আছে ফিদেল ক্যাস্ত্রো
কিউবা তাঁকেই চায়—
ম্যান্ডেলা প্রিয় মহানবন্ধু
সাউথ আফ্রিকায়।

আমরা বাঙালি, বঙ্গবন্ধু
আমাদের পরিচয়—
শেখ মুজিবের নাম শুনলেই
পৃথিবী অবাক হয়।

মহানায়ক পিতার জন্য
ফরিদ আহমদ দুলাল

তাঁর বুকে ছিলো না সংশয় কোনোদিন
কোনো পাপবোধ বিব্রত করেনি তাঁকে কিছুতেই
তাঁর বিশ্বাস ও কর্মযজ্ঞে সামান্য দুরন্ত থাকেনি কখনো
কেননা তিনি ছিলেন সাহসী ও সৎ পরোপকারী স্পষ্টকথক;
তাঁর অঙ্গীকারে কোনো ছলনা ছিলো না
আন্তরিকতায় কোনো খাদ মেশেনি কখনো,
মধুমতি ধলেশ্বরী যমুনার জল্লোত
রূপসী বাংলার পলিমাটি—গড়া দুর্জয় সন্তান।
তিনি আমাদের পিতা ছিলেন সে জন্যে তাঁর সপক্ষে বলি না
যে কোনো দুর্ভাগ্য জাতির আদর্শ পিতাহতে পারতেন তিনি
যিনি তাঁর সন্তানদের লজ্জিত করেননি সভ্য পৃথিবীর কাছে
বরং সভ্যতা এসে চুম্বন করেছে তাঁর পায়;
আমরা ভাগ্যবান তিনি ছিলেন আমাদেরই পিতা
দীর্ঘদেহী সুপুরুষ নির্ভীক ছিলেন পাপমুক্ত ক্রুশবিদ্ধ যীশু
যোগ্যতা ছিলো না তাঁর প্রশ্নবিদ্ধ এবং নেতৃত্ব ছিলো নিরঙ্কুশ;
অথচ আমরা সবাই পবিত্র হবার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে শিখিনি
নির্লোভ নির্মোহ সৎ ও সাহসী হতে পারিনি সবাই তাঁর মতো;
আমাদের মধ্যে আত্মঘাতী-হন্তারক ছিলো কেউ
কেউ কেউ ধারণ করেছে মীরজাফরের রক্ত প্রবাহের পাপ
কেউ কেউ হয়েছে দুধকলায় পুষ্ট বিষধর সাপ
আর আমাদের উচ্চাভিলাষের সাথে যোগসাজশ করেছে ষড়যন্ত্রী বিভীষণ
আর আমাদের দুর্বৃত্তরা বিকিয়েছে সম্মান-সম্ভ্রম
যারা সশস্ত্র রাতের পৈশাচিক উল্লাসে রক্তাক্ত করে
স্নেহান্ধ পিতার বুক জায়নামাজের জমিন নিস্পাপ আগামী;
আমাদের পিতা, যিনি আশৈশব সৎ সাহসী ছিলেন
যিনি বিশ্বাসী-নিস্পাপ-পবিত্র ছিলেন
সুংশপ্তক অকুতোভয় ছিলেন বলে এগিয়েছেন মৃত্যুর দিকে
বুক পেতে ধারণ করেছিলেন বুকে কাপুরুষ সন্তানের পাপ
বুকের উত্তপ্ত রক্তে ধুয়ে দিয়েছেন মাতৃভূমির কলঙ্ক ছাপ।
তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা বাঙালির অম্লান-সম্মান
মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

একটি শবযাত্রার চিত্রকল্প
ফজলুল হক

বারো চৌদ্দজন হাড্ডিসার বাঙাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিল আর
শ্বেতপদ্মের পাপড়ি বিস্তারের মতো বলছিল, কে যায় ঐ...
তখন তাদের প্রতিবেশিরা ভীত, চোখ অশ্রুজলে
বাষ্পরুদ্ধ নিম্নকণ্ঠ স্বগতোক্তি করলে, যিশু স্বর্গে যাচ্ছেন।

নিকটবর্তী শিশুরা ভাবছে স্বর্গ কোথায়, এ-তো মাটির বাড়িঘর
তাদের মা-বাবা এবং পূর্বপুরুষের ঐকতান
নদীমাতৃক এই গাঙ্গেয় উপত্যকার দশদিক কাঁপিয়ে তুললো
ছ'জন চতুষ্পদ থেকে লুকোতে লুকোতে
ত্রস্ত চোখ। তিনি বাঙালির যিশু, জাতির জনক
মাটি হেরে যাচ্ছে এবং
তিনি বারবার পুনরুজ্জীবিত হাঁটছেন। অগ্নিতে একাকি

হোমারের ঘর নিয়ে বিভেদ ছিল। তাঁর নেই
সাত বোনের প্রতিবেশী বাংলার শান্ত লোকালয় তাঁকে শেষ বার
দেখছিল আগুনের চিত্রকল্প
একবার কলকাতার রাজপথে, অন্যবার রেসকোর্সের ময়দানে
মাঝে মাঝে ঝড়ের তাণ্ডবে মুখোমুখি আরো যারা
তারা তাঁকে চিনেছিল, সাক্ষাত আগুন
এবং অভিসম্পাত দিয়েছিল বাঙালির পূর্বতন পিতামহদের

আবার মাটির ঘরে, জলের বন্দর পেরিয়ে নিজগ্রামে
রাক্ষসযাত্রায়
তিনি যিশুর হাত ধরে বারংবার দূরযাত্রায় অনন্ত সংগ্রামে

মানুষের অনশ্বরতার সংগ্রামের নির্মাণের প্রতিকল্প
বাঙালির চোখ, ছায়াচ্ছন্ন সূর্যের চিত্ররেখায় পড়ে নাম
অবিরাম অশ্রু ও রক্তের মিতাক্ষরে

অশোকের ইতিহাস আমবাগানের ছায়ায় দাঁড়ায়
তাঁর কফিনের দু'ধার ছাপিয়ে সিংহ ছাল ঝুলে বাংলার আকাশে
আর্যসূত্রে শরণাগত দ্রাবিড় বাংলায়, তিনি বঙ্গবন্ধু
হোমারের গ্রামের সত্যে না হোক বাংলার জমিন তছনছ করে
ক্রমশ তিনি পুরাণ
শুকতারার অবিকল্পে আনন্দ ও আলোকে নির্মাণে মুহূর্তে শাশ্বত তিনি
বাংলার জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ময়ূর শাল্মলে।

মানব মহান

বেলাল চৌধুরী

হাজার বছরে হয়তো আসেন তাঁরা, হাতে গোনা দুই একজন
সুকৃতিতে যান ছাপিয়ে অনেক দূর, নিজেরাই নিজেদের—
মানব জীবন ধন্য করে মানব মহান; পতিত জমিন ভরে তোলে
আবাদ করে সোনার ফসলে!
এমন করেই এসেছিলেন দশদিক আলো করে, শেখ বংশজাত
দুর্গম ও সুদূর পাড়াগাঁয়ের এক জরাজীর্ণ ঘরে মা বাবার কোল জুড়ে,
—জানি মানুষের বয়স বাড়ে, পাল্টায় পরিবেশ মাথা তোলে চারাগাছ...

নদীরও কি বয়স বাড়ে? জানি না। তবে সর্বদাই সে যে চঞ্চল
একরোখা ও বিদ্রোহিনী
একটানা তার বেপরোয়া কুলকুলু স্বরেও টের পেতে দেরী হয় না মোটেই
কখনও রুদ্রমূর্তি ভয়ঙ্করী, গতি তার দুর্বার ছিপছিপে, সমান্তরালে চলা
বঙ্কিম মধুমতি
নিজের নামের মতোই যেমন সুন্দরী আবার নিজেরই বুক চেরা বাইগার
দু'পাশে তার হতশ্রী কূল কিনারা ঘিরে ঝাপসা তরুশ্রেণী
হরেক রকম দৌরাত্মোর মাঝে দেমাক ভারী চলন তার
চারিদিকে ক্ষুধা দারিদ্র্য, অনটনের বুক টনটন ধূসর নিসর্গ ছবি
প্রথম প্রহরে ক্লিষ্ট মলিন মুখাবয়বগুলি হৃদয়ঙ্গম করে
বুঝেছিলেন তিনি এইসব 'মূঢ় মুখ ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা'

চিরশোষিত জনের মুখে ফোটাতে হবে গোলাপ হাসি রাশি রাশি
—আর সে দুরূহ কাজে ব্রতী হতে হলে হতে হবে তাকে
অকূল সমুদ্রে দুঃসাহসী নাবিক, একাগ্রচিত্ত সংগ্রামী মাঝি

আপস-রফার পথ তাঁর নয়, দুর্গম পথের অভিযাত্রী তিনি
পদে পদে বাধা, সংগ্রামের পর সংগ্রামেই কেটেছে জীবন
কোথায় স্ত্রী কোথায় বা ছেলেমেয়ে কোথায় বা বাবা-মা ভাইবোন
আত্মীয়-স্বজন
সারাদেশের যিনি, সারা জাতির যিনি, শতাব্দীর সবচেয়ে
দীর্ঘদেহী মানুষটি তিনি
দোষে-গুণে নিখাদ বাঙালি, নীলিমার মতোই উদার অসীম অমেয়
কোনো লাভালাভ ক্ষয়ক্ষতি লোভ পক্ষপাত টলাতে পারে না তাঁকে

সমস্ত বাধার বিন্ধ্যাচলে গুঁড়িয়ে এগিয়ে চলার মানুষ তিনি
ঋজু টানটান চির উন্নত শির, নিতান্তই সহজ-সরল দেশপ্রেমিক

সমগ্র জাতিকে ঋণগ্রস্ত রেখে সঙ্গী সাথী সহযাত্রীদের নিয়ে
পাড়ি জমালেন হাসিমুখে নিজের বুকের তপ্ত শোণিত ঝরিয়ে
—তবু ফোটে যেন হাসি চির শোষিত জনের মুখে

বাংলার মানুষ বড় দুঃখী, বাংলার মানুষের চাওয়া খুবই কম
তারা যেন পারে দেখতে একটুখানি সুখের মুখ, হাসতে পারে মনের সুখে
মাত্র এটুকুই ছিল তাঁর অকৃত্রিম ঐকান্তিক বাসনা সামান্য!

শেখ মুজিব চিরঞ্জীব
বেবী মওদুদ

টুঙ্গিপাড়ার সোনার ছেলে শেখ মুজিব
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব।
ইতিহাসের বীর বাঙালির কৃতিত্ব
অবাক বিশ্ব দেখছে যে তার বীরত্ব!

গাঁয়ের সরল খোকা ছিল পিতা-মাতার
স্বপ্ন দেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার।
ধানের দেশ সোনার বাংলা শ্মাশান কেন
হাড্ডিসার বাঙালি সব রুগ্ন যেন।
আমার ভাষা আমার গান দুধে-ভাতে
ভিনদেশিরা ভাগ বসাবে কেনরে তাতে?

একদিন সে নেতা হলো জেনেও গেলো
ফাঁসির দড়ি দেশদ্রোহী খেতাব পেলো।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিন
বাঙালি সব মুক্তিসেনা অস্ত্র নিন।
ত্রিশ লক্ষ শহীদ হলো রক্ত লাল।
লাল সবুজ পতাকা ওড়ে অনন্তকাল।

টুঙ্গিপাড়ার সোনার ছেলে ঘুমিয়ে আছে
তমাল ছায়ায় সবুজ ঘাসে নদীর কাছে।
জীবন দিন গর্ব তবু স্বাধীনতার
পদ্ম মেঘনা বলবে শুধু তাঁর গাথার।

অমল শাসক
বেলাল পালোয়ান

সে যে তিনি মঞ্চে এলেন একাত্তরের মহান পুরুষ
মহান আলোর ঝলকানিতে,
হিমালয়ের সমান উঁচু সৌম্য আঙ্গুল
কালের বিশাল চিত্তমুক্ত ব্যাপক দরোজায়
অক্ষত এক তেজোদীপ্তি জনস্রোতের মাঝনদীতে
উঁচিয়ে হাত অনেক আকাশ চূড়ায় মহান;
বুকটা যে তার মুজিব কোটের ভেতর থেকে,
ফাঁক গলিয়ে বোতামগুলোর
লোক সাঁতারের ফুল্ল হাওয়ায় খুব ছড়িয়ে ভালোবাসা
মহানবাণী স্বাধীনতার কয়টি মাত্র শব্দমালায়
একাত্তরের লাখজনতার ভিড়ের ভেতর নামলো এসে
একটি সুরে স্বাধীনতার—'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম'
নিপাট করে উঠোন যেনো লেপছে কোনো নববধূর মতই নিষ্ঠ
মেহেদিরঙ হাত বুলিয়ে তাবৎকালের বুকের ছাতায়;
সেই আমাদের স্বাধীনতার ঠিকঠিকানা রচনাকার
মহান পুরুষ মঞ্চে এলেন বুক ভরাট যার মানবতায়
তাঁর দেখেছি বিরাট ক্ষমা;
সাত মার্চের সেই ঘোষণা আজো যেনো দৈববাণীর মতন
কোনো চিত্রলতায় জীবন্ত এক
সজীব সাধক পথ-পাথারে, কলে-মিলের, ক্ষেত-খামারে অগ্নিঝরা
দিনগুলোকে সাজিয়ে এক দীপ্ত ক্রোধে;
ডাকছে আজো, ডাকবে আরো কালাকালের পথ পেরিয়ে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর একাত্তরের যুদ্ধমাঠের বারুদগন্ধ
মাখতে মাখতে নামছি রাতের অন্ধকারেও
হায়েনাদের নলের দিকে উঁচিয়ে—
তিনি আমার অমল শাসক অমল ধারায়
আজো যেনো দাঁড়িয়ে যান সেই সেদিনের
মঞ্চে দীপ্ত সূর্যাবলি।

শেখ মুজিবের তর্জনী
বিমল গুহ

মৌল আঁধার এসে দীর্ঘকাল
ঢেকে রেখেছিলো এই চোখ—তাকাতে পারিনি
দূরে, সূর্যোদয়ও ঢাকা পড়েছিলো বহুদিন
প্রত্যুষ্যের আদি আলো থমকে গিয়েছে দরোজায়
সিঁড়িতে আবদ্ধ এই মানুষের চোখ দীর্ঘদিন জাগেনি প্রত্যুষ্যে।
অন্যদিকে কানের পর্দা-ফুটো করে সারাবেলা
মস্তিষ্ক গহ্বরে দিয়ে উগ্র করতালি
তস্করের দল অকস্মাৎ বেদখল করে নেয় জাতির গৌরব।

দীর্ঘকাল মৌন অভিশাপ ছিলো বাঙালির ঘরে,
বর্গী এসে ছারখার করে দিয়ে গেছে সেই রৌদ্রজ্বলা দিন
ঘুমালো না ছেলে আর জুড়ালো না পাড়া—
আমার দৃষ্টির সামনে জেগে ওঠে নতুন পুরুষ
চিম্বুক পাহাড় থেকে খণ্ড খণ্ড জলোমেঘ নেমে আসে মাটির ভুবনে
মহা ঢল নিমেষে ভাসিয়ে নেয় জাতির জঞ্জাল
বঙ্গোপসাগরে,
বীরদর্প মুজিবের বলিষ্ঠ তর্জনী পুনর্বার
জাতির কপালে দেয় টোকা

জাতির পিতার প্রতি
বদরুল হায়দার

হাজার বছর জুড়ে বিজাতির অধীনতা থেকে
বাঙালি জাতির পিতা তুমি দিয়েছো মুক্তির মন্ত্র
ঘোষণা করেছো বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

কোটি মানুষের পিতা হয়ে
জেল জুলুম সংগ্রাম পরাধীনতায়
বজ্র কণ্ঠে বেজে উঠেছিলো স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম।

তোমার মহান মানবতা প্রীতি অহিংস ও সম্প্রীতি
হৃদয় জোয়ারে বহে চলে
ভালোবাসার পদ্মা মেঘনা যমুনা মধুমতি।

বঙ্গবন্ধু তুমি অমর কবিতা গান
তোমার মহান আহ্বান চিরজাগ্রত প্রাণ
মানব হৃদয় জুড়ে স্বাধীনতা উদ্যান
পিতা তুমিহীন সব বাধ্যতা আমার কাছে
অবাধ্যতা মনে হয়। তোমার অভাবে চলে
সমুদ্রের সিগনাল, নগরহৃদয়ে ভূমিকম্প।

বৃক্ষ ফুল ফল মাছ ও পাখিরা দুঃখ পেয়ে
ডাক দিয়ে উঠে তোমার প্রতিবাদের ভাষা।

বঙ্গবন্ধু তুমিই জাতির জনক
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ঘোষক।

তুমিহীন স্তব্ধতার অবসাদ দুঃখ দরিয়া জুড়ে
শুরু হয় হতাশা। স্বাধীন বাংলার মানুষের
ভেঙে যায় স্বপ্ন-আশা।

পিতা তোমাকে যারা হত্যা করেছে
তারা ঘৃণ্য সীমার পাষাণ।

উনিশে নভেম্বর

বিলু কবীর

তুললে হাতে তোমার অনামিকা ছোঁয়া আকাশ
তর্জনী ওঠে আরো ওপরে
মধ্যমা তারো।

যখন গর্জে ওঠো।
সাতই মার্চ হয় ছাব্বিশে,
রেসকোর্স হয়ে ওঠে আশ্চর্য বাতিঘর,
বিদেশের বারুদগুলো
বৃষ্টির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে জনতার আগুনে।
তারপর তা-ই হলো যা তুমি ভেবেছিলে,
তারপর তাও হলো যা তুমি ভাবোনি।

মূলত বত্রিশে পনেরোর পর থেকে
কতবার তোমাকে হত্যার প্রয়াস,
কিন্তু ওরা বৃথাই খুঁজে ফিরলো তোমার মৃত্যুকে।
তুমি সিঁড়িতে গড়াতে গড়াতে নামতে থাকলে ওপরে
তোমার ভরাট ফ্রেমের কালো চশমাটি
সাত কোটি মানুষের দৃষ্টিকে খুলে দিলো,
কাটিয়ে ছানির ঝাপসা তারা দেখলো সুদূর।
এ্যারেনমোরের অভিজাত সুগন্ধী ভুলে
তোমার ঠোঁটের ছোঁয়ায় গর্বিত সৌখিক পাইপ
সেটিও চশমার মতো রক্তে ভাসতে ভাসতে
সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সর্বোচ্চ ওপরে
হলো আশ্চর্য ইতিহাস,
তোমার সাতই মার্চের কাশফুল পাঞ্জাবি
গেঁও খতের সাধারণ লুঙ্গি
হাত অলা কোড়া গোলগলা গেঞ্জি
কেমন রক্তলেখায় হলো ইতিহাস
যা তুমি করোনি বিশ্বাস, তা-ই হলো।
তারপর আমাদের বিচারের প্রত্যাশা
চৌত্রিশ বছর হুড়কোর অসভ্য যুগে
হাসি ও কান্নার মানবাধিকার

অবশেষে নভেম্বর উনিশে।
আজ যন্ত্রণার অজস্র লালায়
বুকের ক্ষতের কষ্ট মুক্তা হলো ঝিনুক জাতির।

জয় ন্যায়বিচারের
জয় সত্য ও সুন্দরের,
জয় মাভৈ মানবতার জয়।

চেতনায় মহীরুহ
বীরেন মুখার্জী

মিছিলে যাওয়ার আগে জেগে ওঠো রক্ত-মজ্জায়
মিছিলে যাওয়া পরে জেগে থাকো শুদ্ধ-চেতনায়...

জানে বহমান মধুমতি—ইতিহাস গর্ভে জমেছিলো
কোন সত্য; কত মহর্ষি দুপুরে হেঁটেছে পথে
কে রেখেছে খোঁজ!
জানে রোদে পোড়া পিচপথ—এই তর্জনীতে উঠে
আসে কোন বোধ; সূর্য-মন্ত্রে আঁকা রক্ততিলক!

মানবিক জীর্ণতা ভোলা সাহসী চেতনা
পলাশী থেকে বায়ান্ন ছুঁয়ে ঊনসত্তর-একাত্তর
টেনে আনে তোমার পথে—তোমার বজ্রকণ্ঠ;

জানে বাংলার প্রতিটি গোপন পথ—অসীম স্বপ্নে
তোমার বুকের বিস্তৃত জমিন বারবার নুয়ে আসে
অমোঘ সত্য থেকে বিস্তৃতির আলোকরথে;

জানে বহমান অসংখ্য নদী, গিরিপথ, সবুজ পাতারা
ইতিহাস আপন রঙে রাঙিয়ে রেখেছে সত্যের পদাবলী
তোমার পবিত্র রক্ত নির্দেশক আজ বাঙালিসত্তায়;

জানে সময়ের কাঁকন, কলমি ফুল কিংবা দোয়েলের শিস
বোধের দরজায় পাখা মেলে কোন স্বপ্ন আজো—
চিরমুক্তির প্রত্যেয়ে উজ্জ্বল হেসে ওঠে—মহীরুহ তুমি;

এখনো মিছিল-শ্লোগান, অসত্যের পথে, রক্ত-মজ্জায়
এখনো মিছিল, তোমার নির্দেশিত পথে, শুদ্ধ-চেতনায় ।

বঙ্গবন্ধু
বিমল কৃষ্ণ রায়

বঙ্গবন্ধু আমার কাছে একটি গোলাপ ফুল,
স্নিগ্ধ ছোঁয়া সুখের পরশ দেশপ্রেমে মশগুল

বঙ্গবন্ধু আমার কাছে স্বাধীন দেশের মাটি,
নির্দেশে যার বাংলা হল দুর্জয় এক ঘাঁটি ।

বঙ্গবন্ধু আমার কাছে শত্রু রোখা প্রাণ,
ফুল হল তার ঠিক উপমা ছড়ায় যেসব ঘ্রাণ ।

বঙ্গবন্ধু দেশপ্রেমের জীবন্ত স্বাক্ষর,
শোষণকারীর ভয়ের কাঁপন প্রতিবাদের ঝড় ।
বঙ্গবন্ধু গ্রামবাংলা নদীর কতকথা,
বাংলাদেশের জাতির জনক দেশের স্বাধীনতা ।

মুজিবকে প্রয়োজন
বীথি চৌধুরী

মিছিলে বরফ পড়ে গেছে
আগুন নেই, নেই উত্তাপ, তীব্রতা নেই
আজ মিছিলে
প্রতিবাদের শ্লোগানগুলি
সব যেন ঘুম পাড়ানিয়া গান,
তাই, আজ তোমাকেই প্রয়োজন,
প্রয়োজন তোমার বজ্রকণ্ঠের ডাক
যা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে
মিছিলে মিছিলে।

হৃদয়ে ধুতুরা ফুটেছে
গোলাপ ফোটেনি, ফোটেনি পলাশ
শিমুলের রক্ত নেই আজ হৃদয়ে।
কষ্টের জ্বালাগুলি হাস্নাহেনা
সব যেন শাদা কাফন।
তাই, আজ তোমাকেই প্রয়োজন
প্রয়োজন তোমার রক্তাক্ত প্রাণ
যা ফোটাবে গোলাপ,
ফোটাবে পলাশ।

মুজিব, তোমাকে প্রয়োজন
এদেশের ঘুম ভাঙনোর জন্যে,
তোমাকে প্রয়োজন—
ভুল ইতিহাসকে শুদ্ধ করার জন্যে।
পথ প্রদর্শনের জন্যে নতুন প্রজন্মকে
তোমাকে ভীষণ প্রয়োজন আজ।

বঙ্গবন্ধু
বাবুল সিরাজী

তাঁকে আমি একবার মাত্র দেখেছিলাম
খুব কাছ থেকে দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ
ছুঁয়েছিলামও তাঁর পাঞ্জাবির কোণ
শুনেছিলাম তাঁর বজ্রকণ্ঠ
কেমন স্নেহমাখা মধুর
সকলের চেয়ে তিনি ছিলেন দীর্ঘ, তারপর তো
একদিন উঁচু হতে হতে আকাশ ছুঁয়েছিলেন
সেদিনের সেই শেষ বিকেলে অদ্ভুত এক আলোয়
উজ্জ্বল হয়েছিল মফস্বলের সেই ছোট্ট মাঠ আর কিছু সময়
পরে জেনেছিলাম আমরা দুজন একই রাশির জাতক
একই কবির ভক্ত, দুজনেই কবিতা লিখি
আমার অল্পস্বল্প দু'চারটে বই আর তাঁর?
তাঁর অমর সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ কবিতা বিশাল বাংলাদেশ

চৌদ্দ বছরের কিশোর আজ পঞ্চাশের কোটায় দাঁড়িয়ে
দীর্ঘ তিরিশ বছরের প্রবাস জীবনে চারদিকে কত উত্থান-পতন
মিথ্যুকের দল ইতিহাস বিকৃত করে পবিত্র জন্মভূমিকে
করছে ধর্ষণ। তাঁর সিংহাসনে বসাতে চাইছে
সামান্য এক ধূর্ত মৃত ফৌজ বামন
অবাক লাগে এ কেমন বাংলাদেশ! ভাবি
'অদ্ভুত আঁধার এক' চারপাশে। এই অন্ধকারে
তিনি অভিমানে শুয়ে আছেন তাঁর প্রিয় বাংলার মাটিতে
ধর্ষিতা বাংলার আর্তনাদ শুনছেন কি?
কী ভীষণ দুঃসময় দেখছেন তিনি?
এখন চারদিকে ফন্দিবাজ রাজাকারের দল
তাঁকে আজ খুব প্রয়োজন ছিল আমাদের সকলেরই
কোথায় পাব তাঁকে? হাজার বছরেও
ভূমিষ্ঠ হয় না তাঁর মতো অমন আত্মভোলা
অকুতোভয় মহামানব
বাংলাদেশ আর তিনি মিলেমিশে একদম একাকার
লক্ষ বছর পরেও তিনি, একমাত্র তিনিই থাকবেন স্বমহিমায় উজ্জ্বল

'ভাঙা স্যুটকেস আর ছেঁড়া গেঞ্জির' ক্ষণিকের অবৈধ দাপট
ধুয়ে মুছে দিবে নিষ্ঠুর সময়, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কোনো
প্রবাসে যখন প্রবল শীতে তুষার ঝরে আকাশ থেকে
আমি চোখ বুজে ভাবি সেই হিরন্ময় বিকেলের কথা
শুনতে পাই তাঁর কণ্ঠস্বর, দেখতে পাই তাঁর সেই
অদ্ভুত মায়াবী চোখের স্বপ্নভরা দৃষ্টি
আমার বুকের মধ্যে তখন অশান্ত পদ্মার ঢেউ
যেন তিনিই বহমান পদ্মার তরঙ্গ হয়ে
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আছেন ছড়িয়ে।

গানের গভীরে বঙ্গবন্ধু

বিদ্যুৎ কর

তুমি আছো তুমি রবে
চির জাগ্রত অম্লান
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

তুমি ছিলে তাই বিশ্ব জেনেছে
বাঙালির পরিচয়
লক্ষপ্রাণের বলিদানে যারা
স্বাধীনতা করে জয়
তোমার অমর কীর্তি গেয়ে
হাজার নদী বহমান।

বাংলাদেশের দোয়েল কোয়েল
হাজার পাখির সুরে
বঙ্গবন্ধু তোমার
কত গুণগান করে
বাঙালির বুকে চিরজাগ্রত
তোমার কীর্তি অবদান।

মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি

ভাস্কর রাসা

কতশত যুগ ধরে নিপীড়িত নির্যাতিতের
বিন্দু বিন্দু ক্ষোভ ক্রোধ আর আত্মদানের পবিত্র রক্ত
সঞ্চিত রেখেছে বাংলার পাললিক ভূমি

ষড়ঋতুর এদেশে অগণিত যুদ্ধ হয়েছে
ছোট বড় মাঝারি আকাশের মতো
প্রতিবার চাঁদ ওঠে তারা ফোটে
ক্ষণকাল পরে অযোগ্য অথবা ষড়যন্ত্রের জালে
নেমে আসে বিদুঘটে অমানিশা
তারপরও কোনো এক একলব্য
অস্তিত্বের তাড়নায় জ্বলন্ত মশাল হাতে দাঁড়িয়ে যায়
সাত রাস্তার পাঁজরের ওপরে
ভাসানে খরায় জর্জরিত অদম্য বঙ্গাল
প্রতিশোধে প্রতিরোধে সাহসের বর্শা হাতে
কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে যায় নির্দেশের অপেক্ষায়
এই বার শেষবার
দ্বিপ্রহরের জনতার ঘূর্ণিঝড় নেমে আসে রাজপথে
বিশাল সবুজ প্রান্তরে শাসকের নাকের ডগায়
অবশেষে সাহসের শ্রেষ্ঠ সন্তান এসে
জাগ্রত জনতার গৌরব ধারণ করে
উত্তাল সমুদ্রের গর্জনের মতো
হুংকার ছুড়ে দিলেন ক্ষমতার দিকে
দশদিক প্রকম্পিত সেই অমোঘ উচ্চারণ
মুহূর্তেই আগুনের লকলকে শিখা হয়ে
ছড়িয়ে গেলো বাংলা পথে প্রান্তরে

শত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে
বাংলার আকাশে এখনও খইয়ের মতো তারা ফোটে
চাঁদ উঠে গভীর গভীরতর নীলে
হে মহান আপনার প্রজ্বলিত আলোয়
পথ খুঁজে নেয় সম্ভাবনার সন্তান
আর আপনি কাল থেকে কালে
প্রজন্মের হাত ধরে বিনম্র সাহসের সাথে
নিয়ে যেতে যেতে বলে যাবেন তারে,
হে প্রিয় সন্তান অস্তিত্বের শেকড়ে করো আলোর সন্ধান।

তোমাকেই আসতে হবে

মযহারুল ইসলাম

আমাদের প্রাণের ক্রন্দন বলেছে তুমি আসছো,
তুমি আসবেই, তোমাকে আসতেই হবে।
না হলে কৃষকদের পান্তা ভাতে লবণ পড়বে না,
মাল্লার দাঁড় জলের স্পর্শ পাবে না,
সন্ধ্যার দীপ জ্বলবে না বাংলার ঘরে ঘরে,
তোমার জন্যে আমার জননী রোজা রেখেছিলো
তার ইফতার হবে না।
তুমি আসছো, তুমি আসবেই
তোমাকে আসতেই হবে। পথ চেয়ে আছে
ভোরের দোয়েল। আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা।
ক্রাচে ভর করা সূর্য-সৈনিক। বত্রিশ নম্বরের
জনশূন্য পথ। ক্ষত-বিক্ষত সংবিধান। তৃষ্ণার্ত পতাকা।
লক্ষ জনতার তরঙ্গ।
তোমার প্রিয় তোফায়েল
তার মাথার চুলগুলো সব খুইয়ে একা একা
রাত্রির অন্ধকারে পদচারণায় ব্রত প্রতিদিন।

উদ্যানে তুমি আসবে বলে বিজয়মালা হাতে
তার অনন্ত প্রতীক্ষা। তোমার দুই কন্যার চোখে
অতল সমুদ্র। লোনা অশ্রুর ঢেউ উথাল-পাথাল।
ভিখিরীর বেশেই না হয় তুমি এসো
অডিসিউসের মত। স্থবির ধনুক হয়ে পড়ে আছে।
তোমার সাধের বাংলাদেশ। তোমাকেই পরাতে হবে
জ্যা, লাগাতে হবে তীর। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, মারী, যন্ত্রণা
দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে, লোভাতুর একেকটি
রাক্ষস। লুটেরার দল, সন্ত্রাস-দানব
হিংস্র থাবা মেলে আছে। হে অডিসিউস,
ইথাকার মতোই বাংলাদেশে তোমার
বড়ই প্রয়োজন। তোমাকে আসতেই হবে।

সেই কণ্ঠ

মহাদেব সাহা

বঙ্গদেশ রঙ ভাসছে দেখি তার রক্তমাখা বুক
যেখানে গোলাপ ফোটে সেখানেই মুজিবের মুখ;
নদীর কল্লোলে শুনি অবিরাম সেই কণ্ঠস্বর
দশদিক সে আছে ছন্দময় দশটি অক্ষর,
অন্ধকারে তার হতে ঘরে ঘরে জ্বলে সন্ধ্যাদীপ
যেখানে মুক্তিযুদ্ধ সেখানেই আছেন মুজিব
এই বাংলা রক্তে ভাসে, রক্তময় ভোরের আকাশ
বাংলার হৃদয় জুড়ে তরে সেই দীপ্ত ইতিহাস
যেখানে শিশুর হাসি, যেখানে শিশুর পদতলে
সেখানেই তার ছায়া, সেখানে মুজিব কথা বলে
যখনই বাংলায় নামে অমানিশা, ছিন্ন বস্তি মানুষের ঘর
তখনই দাঁড়ান এসে সেইখানে শেখ মুজিবুর।

এই বাড়ি

মনজুর-এ-মওলা

এই এক বাড়ি।
ময়নামতির থেকে, পঞ্চগড় মহানন্দা থেকে,
মেঘনার ওপার থেকে, রাঢ়দেশ থেকে,
পেরিয়ে সন্দীপ, হাতিয়ার ঢেউ টুকরো করে,
হাজার-হাজার পাখি একদিন এই—
হাজার হাজার নয়, কোটি-কোটি পাখি—
এই সামান্য বাড়িতে উড়ে আসে। কুলায়ের খোঁজ করে,
খোঁহ করে অভয়ের, বিশ্বাসের খোঁজ করে,
এবং আশার।
এই বাড়ি
ফেরায় না কাউকেই।
বারান্দায় নতুন পতাকা ওড়ে।
স্বপ্নের মানুষ
দাঁড়ান সে-পতাকার নিচে।
তারপর একদিন
পাখির নয়, ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি
এ বাড়ির দিকে ছুটে আসে।
জানালার কাচ ভাঙে ইট গুঁড়ো হয়,
রক্তের সমূহ স্রোত সিঁড়ি বেয়ে
নিচে নেমে আসে, বাগানের
গাছ ঘিরে ফেলে।
গাছেরা অবাক হয়। ভাবে—
এতো জল নয়;
যার কোনো প্রয়োজনই আমাদের নেই,
তাই-ই কেন আমাদের সিক্ত করে যায়?
বরফে ও কাঠের মোড়কে
একটা শরীর যায় এই বাড়ি থেকে।
সাদা জামা, ভাঙা চশমা. টুকরো পাইপ
যায় তার সাথে।
কেবল শরীরই যায়। স্বপ্নের মানুষ—
তিনি তো থেকেই যান নিজের বাড়িতে।
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি হয়।
তাঁর কণ্ঠস্বর
ঘর থেকে ঘর।
এই বাড়ি ফেরায় না
কাউকে।

টুঙ্গিপাড়া থেকে ফিরে
মোহাম্মদ রফিক

আদিস্বর, কণ্ঠের নির্ঘোষ;
থরহরি কম্পন আবর্তে
আস মুদ্রা হিমাচল;

খসে পড়ে মাটি থেকে মাটি
জং ধরা পাথরের খাঁজ উপড়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষায়
বিরস চাউড়

চতুর্দিকে আগুন আগুন
কে দেখেছে এমন বিস্ময়ে
পুষ্পরথ

ধ্বংসপ্রায় জন্ম জন্মান্তর
অভ্রভেদী মৃত্যু উদযাপন,

একটি কণ্ঠ আদিম অব্যয়
একটি দেশ বাহুতে
ঢেউয়ে ভাসমান।

নীরব নিস্তব্ধ নিরাকার
বজ্রহিম অস্থির গোঙায়
মাটিচাপা পড়ে,
সে কাঁদনে অশ্রু বয়ে নামে
হিজলের পাতায় পাতায়

ধৈর্য যার নাম, যুদ্ধে যুদ্ধে
ফের বালুমাটির গভীরে
কে ডাকে প্রলয়,

এবারের সংগ্রাম মুক্তির
আলোতে-হাওয়ার ক্ষয়ে ক্ষয়ে
হবে যে অক্ষয়!

মুজিব বাড়ি
মুহম্মদ নূরুল হুদা

কোন সে বাড়ি কার সে বাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
সোনার দেশে সোনার বাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
শণের কুটির পর্ণবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
কৃষক শ্রমিক মজুর বাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
ময়নামতি বৌদ্ধবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
রাঢ় হরিকেল বঙ্গবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
সমতটের শস্যবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
পাহাড়পুরের কান্তাবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
শিলাইদহ ঠাকুরবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
সাগর দাঁরি মধুবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
ঘুঙুরঘেরা গুবাকবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
বনলতার বাংলা বাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
মঠ-মন্দির-কিয়াংবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
মসজিদ আর গির্জাবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
বদর মোকাম দরগা বাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
সন্ন্যাসী পীরখানকা বাড়ি
মুজিবাড়ি মুজিববাড়ি

জলে ভাসা সাগরবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
উড়ির চরে ঊর্মিবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
জালাল কইতরের বাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
টিলার ওপর পরানবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
টুঙ্গিবাড়ি লুসাইবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
কাঠের খোপে পায়রাবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
আম্রঝুপি আম্রবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
সাপবেদেনীর নৌকাবাড়ি
আরশিঘাট পড়শিবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
আরিচাঘাট নগরবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
পদ্মাপাড়ের পলিবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
বঙ্গ প্রজাতির বংশবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
সাঁওতালী আর গারোবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
মণিপুরী মার্মাবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
দ্রাবিড়বাড়ি আর্যবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
কর্মযোগীর মর্মবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
বীরবাঙালির আতুরবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
জন্ম মৃত্যু জীবনবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি

কাস্তে কোদাল লাঙ্গলবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
চাষী বউয়ের খামারবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
আটচালা একচালাবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
দুপুরধোয়া পুকুরবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
সাগরধোয়া আকাশবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
ভুবনজোড়া বাংলাবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
মাটিলেপা রৌদ্রবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
সোনায় মোড়া স্বপ্নবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
সাড়ে তিন হাত মাটির বাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
শূন্য খাঁচা পূর্ণ বাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
রক্তবীজের গোলাবাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
তোমার বাড়ি আমার বাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি
বঙ্গভূমির একটি বাড়ি
মুজিববাড়ি মুজিববাড়ি ।

বঙ্গবন্ধু
মনওয়ার হোসেন

আজ রাজধানী থেকে ছুটে যাই যতো দূরে
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া বহু পথ ঘুরে
বারবার মনে হয় দশদিকে চোখ রেখে
মুক্ত মাটি বঙ্গবন্ধুর বাণী বুকে লেখে।
আশেপাশে চেয়ে দেখি শিশুর মিছিল চলে
সুকণ্ঠে আরো মানচিত্র কতো কথা বলে
এই সোনার বাংলার স্বপ্ন ছিলো যাঁর
জাতির জনক তিনি তুলনা হয় না তাঁর।
আজো শুনি শুধু সেদিনের বারতা অভয়
এই দেশ মাটি আর মাথা নোয়াবার নয়।
যুগ যুগ ধরে ভয়াল দুর্গোগে—কাল ঝড়ে
লাল-সবুজের মাঝে সেই সত্য চোখে পড়ে।
একদা একাত্তরে যে স্বপ্ন সার্থক হলো
গ্রাম বাংলা জুড়ে বিজয়ের গৌরব
শিশুর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখ।
মরা প্রাণ আলো করে রাখে স্বাধীনতার সুখ।
আজ আর শুধু মাত্র শোক-আহাজারি নয়
ভাবতে ভালো লাগে বুঝি একেক সময়
উজ্জ্বল উপমার মতো জাতির জনক
মুক্ত মাতৃভূমির জন্য মুক্তির কথক।
অন্তরে আছেন তিনি তাই তো অবিরাম
সগর্বে স্মরণে রেখে তাঁর-ই প্রিয় নাম
কেমন মুখর থাকে সবুজের পরিবেশে
যেখানে ধন্য বঙ্গবন্ধু—ধন্য বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু তিনি
মাহমুদ উল্লাহ

একদিন স্বাধীনতা ছিল নামে মাত্র,
বাঙালিরা ছিল যেন করুণার পাত্র।
বাংলার সংস্কৃতি বাংলার কৃষ্টি,
তার প্রতি ছিল নাকো মোটেও সুদৃষ্টি।

বাঙালির ভাষাটাও পায় নাই স্বীকৃতি,
ভাষার ভেতরে চলে ভেজাল আর বিকৃতি।
ভাষা ওদের যেন গায়ের জ্বালা,
বদলাতে চেয়েছিল বর্ণমালা।

সে সময় থমথমে ছিল দিনগুলি,
কী করুণ, নিদারুণ—আমরা কি ভুলি!
সেই দিন শুনি কার উদাত্ত ভাষণ,
আমাদের দিতে হবে স্বায়ত্তশাসন।

এদেশের মানুষেরা জিতলেই ভোটে
হবে না হবে না বলে চিৎকার ওঠে।
মানে নাকো কিছুতেই বাংলার জয়,
এভাবেই বাঙালিরা বঞ্চিত হয়।

আজ তিনি পল্টনে কাল কারাগারে
গ্রেফতারি পরোয়ানা আসে বারে বারে।
এভাবেই সয়েছেন সহস্র আঘাত,
এনেছেন স্বাধীনতা সুদীপ্ত প্রভাত।

সুমহান স্বাধীনতা তার অবদান,
জাতির জনক তিনি বাঙালির প্রাণ।
পৃথিবীতে বাড়ালেন বাংলার মান,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি বঙ্গবন্ধু... তিনিই শেখ মুজিব

মুস্তাফিজ রহমান

তিনি চশমার কাঁচ মছে ডায়াসে দাঁড়ালেন...
নিচে উত্তাল জনসমুদ্র স্লোগান মুখরিত
মুষ্টিবদ্ধ বাঙালির লক্ষ-কোটি হাত স্বাধীনতা চাইছে...
তিনি মন্দ্রিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন
... "এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম"
তিনি ভস্মাধার থেকে তুলে এনেছিলেন ঘাস
জতুগৃহ থেকে জ্বলন্ত মানচিত্র, গদ্ধ পতাকা ।
একদা তিনি চক্রাকারে ঘরে বেরিয়েছেন–
পদ্মাবাংলায় এই শোভিত যমুনা, মেঘনা
হেঁটে... নৌকায় কিংবা গাড়িতে

আমাদের সম্মিলিত স্বপ্ন তার ভেতরে গুঞ্জরিত
আমাদের সম্মিলিত ক্রোধ, তার হৃদয়ে ধুমায়িত
তিনি জানতেন আমরা কি চাই,
তিনি শিখিয়ে ছিলেন কিভাবে দাঁড়াতে হয়–
বুক চিতিয়ে টানটান,
কিভাবে শুরু করতে হয় সংগ্রাম
কিভাবে সামরিক বুটের তলা থেকে বেড়িয়ে
আরম্ভ করতে হয় মুক্তি যুদ্ধ ।

আমাদের সমস্ত দুঃখ একাকী ধারন করে অবশেষে
তিনি যেন পিতামহ ভীষ্ম সহসের শরাঘাতে
শরশয্যায়–কুরুক্ষেত্রের ধূসর প্রান্তরে,
...পড়ে রইলেন গুলিবিদ্ধ, ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের কংক্রিট সিঁড়িতে
রক্তাক্ত, ক্ষত, বিক্ষত–শুকনো গোলাম যেন
বধ্যভূমির দগদগে কাদায় ।
চারদিকে ত্রাস, সন্ত্রাস, ভয়–
নেই, তিনি নেই, অবিরল আমাদের কান্না, বিলাপধ্বনি,
ফের টটি চেপে ধরে দেশি মাস্তান, বেঈমানের দল ।

তিনি বঙ্গবন্ধু... তিনিই শেখ মুজিব
যিনি অঞ্জলিবদ্ধ দু'হাতে উড়িয়ে দিয়েছিলেন
সাড়ে সাত কোটি বন্দি পায়রা...
আর সঞ্জীবনী জল ধারায় সিঞ্চিত করেছিলেন
মৃতবৎ বাংলার জমিন, আসমান, ঘাসফুল
এবং নদীঘেরা একদল মেঘলা মানুষ...

হৃদপুরে

মাকিদ হায়দার

আমার চাকরিটা ভীষণ রকমের খাপছাড়া
সকালে হয়তো পঞ্চগড়
বিকেলেই যেতে হবে
বুড়িমারী
তিনবিঘা।

মাঝে মাঝে এমনও হয়
রাতে হয়তো তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা
পরের দিনই যেতে হবে
গোপালগঞ্জ
টুঙ্গিপাড়া।

সেবার টেকেরহাটে গিয়ে তিনটি লোককে
আমার ইচ্ছার কথা বললাম
আমি গোপালগঞ্জে যাবো
যাবো
টুঙ্গিপাড়ায়।
একজন বললেন মুকসুদপুর দিয়ে,
আর একজন বললেন, রাজৈর হয়ে, শুধু
শেষ জন বললেন,
এই মধুমতি নদী সাঁতরেই
চলে যেতে পারেন
যেভাবে গিয়েছে
আমাদের খোকা।

ভাবলাম
খোকা বোধহয় কোনো সন্তরণ শিক্ষকের নাম
তাই তাড়াতাড়ি বললাম
'খোকা' লোকটি কে
তিনি করেনই
বা কি
শেষজন বললেন,

লোকটি কিছুই করেন না তিনি শুধু
সাঁতরে বেড়ান
সোনার বাংলা
প্রিয় নদী, মধুমতি।

বাড়ি
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়।

হঠাৎ জানতে চাইলেম,
'খোকা'
লোকটির বসবাস
এখন কোথায়!

প্রথম জন
দ্বিতীয় জন
শেষ জন
একবাক্যে উচ্চারণ করলেন
লোকটির বসবাস
বাঙালির হৃদপুরে।
জাতির জনকের ডাকনাম 'খোকা'।

শাপমুক্তি
মুহাম্মদ সামাদ

পিতা, আজ আমাদের শাপমুক্তি
আজ তোমার নির্মম হত্যা মামলার রায়
আজ আমার মা-ভাই-বোনদের হত্যা মামলার রায়
আজ বাঙালির কলঙ্কমোচন—আজ শাপমুক্তি

পিতা, তোমার পাইপ চৌচির চশমা গুলিবিদ্ধ লাল পাঞ্জাবি
প্রিয় চিত্রল হরিণ গভীর সজল চোখ আদরের পায়রারা
তোমার রবীন্দ্রসংগীত বিদ্রোহী কবিতা
তোমার টুঙ্গিপাড়া তোমার বত্রিশ নম্বরের রক্তধারা আজ প্রার্থনারত

তোমার কৃষক তোমার শ্রমিক আজ প্রার্থনারত
তোমার শিশুরা তোমার ছাত্ররা আজ প্রার্থনারত
তোমার আহত মুক্তিযোদ্ধা বীরাঙ্গনা কন্যা আজ প্রার্থনারত
তোমার কবিরা—তোমার পাখিরা আজ প্রার্থনারত
তোমার মেঘেরা তোমার আকাশ আজ প্রার্থনারত
তোমার শস্যেরা বৃক্ষরাজি তোমার সুন্দরবন আজ প্রার্থনারত
তোমার পদ্মা মেঘনা যমুনা ব্রহ্মপুত্র আজ প্রার্থনারত
তোমার উত্তাল বঙ্গোপসাগর আজ প্রার্থনারত
তোমার মধুপুরের গড় গারো পাহাড়ের চূড়া আজ প্রার্থনারত
তোমার মসজিদ মন্দির প্যাগোডা গির্জা আজ প্রার্থনারত

তোমার একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনার স্মৃতিসৌধ
ছয় দফা ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান আজ প্রার্থনারত
তোমার সাতই মার্চের রেসকোর্স জয় বাংলা মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা
গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা
আবহমান বাঙালি-সংস্কৃতি আজ প্রার্থনারত

এই মেঘলা দুপুরে
আমাদের সকলের কণ্ঠ যখন একটি কণ্ঠে জানাচ্ছে করুণ আর্তি—
পিতা! আমরা আজন্ম পাপী—আমাদের ক্ষমা করো।
আমাদের ক্ষমা করো ক্ষমা করো ক্ষমা করো...
ঠিক তখনই দীর্ঘ তেইশ বছর পর
'ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া খোদার আসন আরশ ছেদিয়া'
হঠাৎ তোমার বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হলো—জয় বাংলা...
অশ্রুসিক্ত আমরা সবাই আকাশের দিকে তাকালাম
ঈশ্বরের চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় নামল আনন্দবৃষ্টি!

বাংলাদেশের আয়না
মুস্তাফা মহিউদ্দিন

জাতির জনক শেখ মুজিব
বৃদ্ধ যুবক শিশু কিশোর
সবার মাঝেই চিরঞ্জীব—
আছে এবং থাকবে,
যতোই করো ষড়যন্ত্র
শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে?

যায় না ডাকা যায় না,
শেখ মুজিবুর জাতির বিবেক
বাংলাদেশের আয়না।

পড়ছে মনে সব—
সেই কালো চোখ কালো চশমা
কণ্ঠে বজ্ররব।
এই বাংলার শ্যামল মাটি
সবুজ বন ও নদী
হারিয়ে তাকে সংগোপনে
কাঁদছে নিরবধি।

ভুলবো কী করে?
বঙ্গবন্ধু মিশে আছে
বোধের শিকড়ে!

বঙ্গবন্ধু আমাকে ধৈর্য ধরতে বলেছেন
মাহমুদ কামাল

শুকনো নদীর তীরে এসে নদীকে শুধালাম
তোমার বুকে স্রোত নেই কেন?
এ কথায় সামান্য বাতাসে অসামান্য নীরবিন্দু
কেঁপে ওঠে
আমি তার অর্থ করি এভাবে—
তিনি নেই তাই আমিও শুকিয়ে গেছি।
অটবি আমাকে উদারতা শিখিয়েছে
তার কাছে গিয়ে বলি, তোমরা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছ কেন?
আবারও মৃদু বাতাস
আমি তার অর্থ করি এভাবে—
তিনি নেই তাই আমরাও ফাঁকা হয়ে যাচ্ছি।
আমি বঙ্গবন্ধুর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলি
আপনি তো নেই, কে আমাকে এসব ফিরিয়ে দেবে?
আমি ফিরে পেতে চাই স্বর্ণগ্রাম, কাঁখের কলস
পাখির কাকলিসহ সবুজাভ ফিরে পেতে চাই।
ছবিটি মুচকি হেসে ওঠে
আমি তার অর্থ করি এভাবে—
পাবে, সব কিছু পাবে, আমি নেই তাতে কি।
তোমরা তো আছো।
আমি তোমাদের মাঝে মিশে আছি বলে
আমাকে এখনো পৃথক করতে পারেনি কোনো ঝড়
ধৈর্য ধরো, সব কিছু পাবে।
বঙ্গবন্ধু, আমি প্রতীক্ষায় রইলাম।

মুজিবের নাম
মশউদ-উশ-শহীদ

যতদিন আছে ছায়ানীড়
আছে ফুল-পাখি
যতদিন আছে ভালো লাগা
শুভ মাখামাখি
যতদিন আছে খোলাকাশ
আছে নদ-নদী
যতদিন আছে স্বাধীনতা
সুখ নিরবধি
যতদিন আছে এই দেশে
সাগরের ঢেউ—
মুজিবের নাম মুছে দিতে
পারবে না কেউ।

বঙ্গবন্ধু
মোস্তফা মাসুদ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তিনি
তাঁর কাছে এই দেশের মানুষ
অশেষ ঋণে ঋণী।
বুকভরা তাঁর ছিল ভালোবাসা
চোখের কোণে হাজার স্বপ্ন-আশা
এই দুখিনী দেশ যেন হয়
ধন্যি, গরবিনী।

হাজার বাধা জেলজুলুম আর ভয়
হাসিমুখেই সব করেছেন জয়;
সবাই তাঁর আপন-প্রিয়
মানুষ বলেই চিনি।

স্বাধীনতার সূর্য সোনার বরণ
উঠল হেসে—তুচ্ছ হাজার মরণ;
বুকের ভেতর কাঁপন জাগা
সুরের রিনিঝিঁনি।

তিনিই দিলেন মুক্ত পাখির ডানা
দৈন্যতা-দানো আর দেবে না হানা।
বদ্ধ দুয়ার দিলেন খুলে যিনি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তিনি।

আমার সাহস
মেহেদী আল আমিন

বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ওজন শেখ মুজিবুর।
একজন বললেন।
আমি জিন্দা মুজিবের লগে হাঁটছি
আমি হাত মিলাতে গিয়ে ভিড়ের ধাক্কায়, মুজিবের পায়ের উপর পড়েছিলাম
আর একজন বললেন রক্তে ভেজা ভাত আর কতদিন খাবো
তখন আমরা শেখ মুজিবের সমাধিক্ষেত্র থেকে ফিরছিলাম
নদী ঘাটে এসে দেখি একটি ডুবন্ত নৌকা টেনে তুলেছেন একজন মধ্য বয়সী
নারী তার পিছনে পাকা ধানক্ষেত, জলাধার, শস্যের মাঠ, কৃষকের হাসি
মেঘ ঝুলে পড়েছে নদীতে, উড়ন্ত পাখির ঝাঁকে মানচিত্র, পতাকার মতো
সবুজের ভিতর সবিতা—এ সবই শেখ মুজিব। এমনকি বাতাসের ভিতর
যে অক্সিজেন আমরা টেনে নিয়ে বাঁচি এও শেখ মুজিব।
এবার কমরেড বসলেন পিতৃহত্যায় পারদর্শী হন্তারক, মৌলিক অপরাধী
ও দেশ ধর্ষণকারীগণ এদের জন্য উপহার এই ইলেকট্রিক চেয়ার।
মহান মুজিব তোমার তোমাদের বুকের গুলি, গুলিবিদ্ধে আছে আমাদের বুকে
যা আমরা বহন করে দিয়ে যাবো আমাদের সন্তানের কাছে
তারা দিয়ে যাবে শিশুদের—এইভাবে রক্তে ভেজা ভাত
সুদিন এসে দাঁড়াবে দরিদ্র দরজায়।

মুজিব চশমা পরা কমরেড বললেন
প্রতিটি মানুষের জন্য শেখ মুজিব কিন্তু কোনো দেশ ধর্ষকের জন্য নন।
মূলত মুজিবের জীবন্ত ভাস্কর্য এত দীর্ঘ, এত উঁচুতে যে
পৃথিবীর সব স্থান থেকেই তিনি দৃশ্যমান।

পিতা, একবার বলে যাও
মাহবুব আলম

পিতা, তুমিহীন এই বাংলা আজ ভুতুড়ে শ্মশান
বার বার মাটি ফুঁড়ে জন্ম নিচ্ছে
শত শত অলৌকিক প্রেতাত্মা আচানক,
আজ যেখানেই চোখ রাখি
সেখানেই শুধু অন্ধকার, মানুষের ধূসর মানচিত্র;
গভীর খাদে আটকে গেছে স্বদেশের চাকা
কোথাও কোনো উদাস বিকেল নেই, স্নিগ্ধ ভোর নেই
রাত্রির সৌন্দর্য বিলীন, বৃষ্টিহীন প্রান্তর
দাউ দাউ পুড়ছে তোমার বাংলার সবুজ বৃক্ষরাজি
তুমিহীন পিতা, সর্বত্রই আঁধারের ঘনঘটা;
পিতা, তুমি ছাড়া জাতি আজ কাণ্ডারীছিন্ন জাহাজের মতো দিশেহারা
তোমার প্রিয় মুক্তিযোদ্ধারা কবরে স্তব্ধতা বুকে ধারণ করে
বেবাক তাকিয়ে দেখছে পশুদের তুমুল নৃত্য,
আজ রাজাকার আর স্বৈরাচার সব মিলে একাকার;
পিতা, আর কতো চোখ বুজে থাকবো অন্ধ মূর্তির মতো
আর কতো কানে চেপে রাখবো বিষাদের বিশাল পাথর,
পিতা, কার কাছে বলবো আজ দুঃখের কথা—বেদনার কথা
পিতা, কার কাছে তুলে ধরবো আজ আমরা গুরুতর অভিযোগগুলো
পিতা, আজ রাজাকারের প্রশস্ত কপাল জুড়ে উড়ছে
তোমার স্বাধীন দেশের রক্তাক্ত পতাকা;
পিতা, কতো কিছু হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত তোমার ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে
তুমি কি দেখতে পাচ্ছো কিংবা শুনতে পাচ্ছো আমাদের অনুনাদ,
তোমাকে কিন্তু ভীষণ বকবো আড়ালে,
তুমি কি এভাবে লুকিয়ে তাকাবে অনন্তকাল
আমি সর্বক্ষণ দেখতে পাই তুমি শুয়ে আছো বিশাল মানচিত্র জুড়ে;
এদেশের নদীর কলকল শব্দে পাই তোমার নাম
এদেশের পাখির কণ্ঠে শুনতে পাই তোমার নাম
এদেশের আকাশে—সবুজ মাঠে দেখতে পাই তোমার রাঙা পোস্টার
পিতা, তুমি একবার এসে দেখে যাও আমরা কী দারুণ অসহায়
পিতা, তুমি আর একবার এসে বলে যাও—
এদেশ আমার, আমাদের, মুক্তিযোদ্ধার,
বাঙালির, স্বৈরচার কিংবা রাজাকারের নয়।

নির্বাক প্রতিবাদ অনন্ত আগুন
মহসীন হোসাইন

খুব কাছে থেকে দেখেছি, জেনেছি মৃত্তিকার সেই
বিশাল বৃক্ষকে আমি।
মধুমতি, বলেশ্বর, ভৈরব আঠারো বাড়ি, চিত্রা
আড়িয়াল খাঁর দেহাতি জলের মধ্যে একটি ফেনিন গান
মৃদুস্বরে গেয়ে যায় আজো জলপরি। সে গানের সুর
বিষাদের রঙে এখনো একটি ফুলের সুগন্ধ, একটি ফুলকি
জ্বরে ঝঞ্ঝার বুকে। একটি বেদনা ভরাট কণ্ঠ শুধু শুনি মমতার
আর্তিতে ডুকরে কাঁদে শাপলার দামে বসা বিলের ডাহুক।

এক আশ্চর্য কবির প্রয়াণ! তাঁর কবিতার মোশায়ারা
শুনেছি, দেখেছি, শ্রোতাদের বিগতিল চোখ। খুলনার
সার্কিট হাউস ময়দান, গোলাপগঞ্জের জনসভা মাঠ
কিংবা ষাট দশকে কালিয়া স্কুল ময়দানে হ্যামিলনের
তুখোড় বংশীবাদক তিনি শব্দের বিপুল তরঙ্গ যার।
চোখে মুখে যার দুর্দান্ত বিজয়ীর নির্মোহ তূণ। হাঁটু কিংবা
কব্জিতে নেপোলিয়নের তরবারির অদৃশ্য খাপ। অশনির
শব্দগুল্ম ছিলো তাঁর বিশাল সফেদ বুকে। খুব কাছে
থেকে দেখেছি, জেনেছি মৃত্তিকার সেই বিশাল বৃক্ষকে।

হতাশ মানুষ কৃষক শ্রমিক ভিখিরি নৌকার মাঝি
লাজবতী কুমারী ও গৃহস্থবধূ মুগ্ধ চোখে শুনেছিলো
সেই কবির কবিতা। টুঙ্গিপাড়া ভাটপাড়া মোল্যাহাট
কাজুলি—বাজুলি, মাঝিগাতি, পাচুড়িয়া, মানিহার, পুকুরিয়া
যোগানিয়া বা ঐ সোনা কলাবাড়িয়ার মতো অসংখ্য
সোঁদাগন্ধী গ্রামের জমিনে তাঁকে নিয়ে হেঁটেছিলো নিরন্তর কিংবদন্তি।

তাঁকে স্বপ্নের গোলাঘরে রেখেছিলো বলিষ্ঠ হাতের
সংগ্রামী মানুষেরা। তাঁর সিংহ বিক্রমে ছিলো মায়াবী জোছনার ঢেউ,
বেঁচে থাকার বিপুল উদ্দাম, অধিকার আদায়ের
তিনিই জন্ম দিলেন একটি
ছাব্বিশ মার্চ আর বিজয়ী প্রভাত। খুব কাছে থেকে
দেখেছি জেনেছি মৃত্তিকার সেই বিশাল বৃক্ষকে।

ধ্বংসস্তূপে রক্তের কাদা ও বন্যায় দীপ্ত পদক্ষেপে
তিনি এলেন ঠিক। শোকাহত এক মহীরুহ, কান্নায়
সরোয়ার্দির শোকাচ্ছন্ন ঘাস। কবির শোকের
ইথারে ভেসে গেলো লোক-লোকান্তরে। সেই হতে
বাঙলার আকাশে ধ্রুবতারা জাগে। আজো ভাসে ঘর—
গৃহ প্রান্তরে আপদে সম্পদে, বন্যায় ঝঞ্ঝায় ধ্বংসে
আনন্দ শোকে জাতির চরম কৃচ্ছতায় তাঁর সেই অপত্য
আলো আর বুকের খাঁচায় জন্ম নেওয়া অজর কবিতামালা।

খুব কাছ থেকে দেখেছি, জেনেছি মৃত্তিকার সেই বিশাল বৃক্ষকে
আমি এখন কাছের দেখা সেই তাঁকে হারানোর ব্যর্থতায়
নির্বাক প্রতিবাদে অনন্ত আগুন।

বঙ্গবন্ধুর পাইপ

মোহাম্মদ সাদিক

ষাট দশকে যখন দারুণ ঝড় বইছিলো।
বাংলায়, তখনও সেই পাইপটি জ্বলছিল তাঁর হাতে।
সত্তরের নির্বাচনে, একাত্তরে পাকিস্তানের কারাগারে
নির্জন অন্ধকারে সেই পাইপ কখনো নেভেনি।

এই বাংলায় ভবিষ্যৎ, বাংলার স্বাধীনতার বিষয়টি তখন
নির্ধারিত হয়েছে এই পাইপ টেনে টেনে।
স্বাধীন বাংলাদেশে পদ্ম, যমুনা, সুরমা।
কিংবা বঙ্গোপসাগরের জলের গভীরে গিয়েও
এই পাইপ কখনো নেভেনি।

শুধু পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট
টকটকে লাল রক্তের ছিটায়, ঘন অন্ধকারে
প্রিয় পাইপটি অকস্মাৎ কাত হয়ে পড়ে, আর
বাংলার সমূহ স্বপ্ন আমার সম্ভাবনা নিঃশেষ হতে দেখে
ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে ও ঘৃণায়
বাংলাদেশের প্রিয় পাইপটি নিঃশব্দে নিভে যায়...

টুঙ্গিপাড়া
মারুফ রায়হান

কখনো গিয়েছো তুমি টুঙ্গিপাড়া, ছবির মতন সেই গ্রামে?
পাখিদের গানের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে ভোর ফোটা সেই গ্রামে
জ্যোৎস্নার আঁচলে মাথা রেখে ঘুম-যাওয়া সেই গ্রাম
সবুজে সবুজে মোড়া, ছায়ায় মায়ায় স্নিগ্ধ অপরূপ তার মুখ
যাবে না আলাদা করা তাকে বাংলার হাজারটা গ্রাম থেকে
তবু তার নামের ওপরে চুমু খায় বাংলার মাটি
বন্দনাসংগীত গায় বাংলার বায়ু আর
শ্রদ্ধায় কুর্নিশ করে দেখো আজ রাষ্ট্রের মাথারা
আর এই রাষ্ট্র একদিন তোমার ছিলো না
তোমার আকাশ
তোমার মৃত্তিকা
তোমার ছিলো না।
তোমার পতাকা বলে মানচিত্র বলে কিছুই ছিলো না।
টুঙ্গিপাড়ার গর্ভ থেকে উঠে আসা একজন মহান বাঙালি
তোমাদের দিয়েছেন এইসব উপহার
সে এক সময় ছিল তাঁর বজ্র-আহ্বানে
জেগে উঠেছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালি
তুমি তাঁকে চেনো? দেখোনি কখনো তাঁকে?
পঁচাত্তর-উত্তর প্রজন্ম তুমি
সুকান্ত কথিত আঠারোয় দাঁড়ানো সাহসী সন্তান
বাঙালির তীর্থভূমি টুঙ্গিপাড়া যাও, বাংলার নাড়ি ছুঁয়ে আস।
অভিবাদন জানাও তাঁকে পিতাকে, দাঁড়াও বুক টান করে
পিতৃহননের বদলা নেবে না?

আপনারই নাম
মিজান রহমান

আপনার উচ্চকিত তর্জনীতে ঝলকে ওঠে
শোণিত সূর্য, পূর্ণিমার চাঁদ আদিগন্ত আকাশ
শ্রমক্লান্ত আমি যে বৃক্ষের ছায়ায় নিই বিশ্রাম
তা আপনারই প্রসারিত করতল

ধুলায় মাটিতে পাথরে মিশায়
কবির কবিতায় প্রবহমান
আপনারই নাম
শেখ মুজিবুর রহমান।

তোমারই হলো জয়
মিন্টু সারেং

এক তির্যক আলোকরশ্মি
একটি মানচিত্র আলোকিত করলো
সে তুমি ছিলে
আমাদের প্রাণের সূর্য

তোমার স্পর্শে জেগে ওঠা
মানুষের মহাসমুদ্র
মহাগর্জনে নীল হলো
পৃথিবীর তাবৎ জলে

রক্তের স্রোতে বয়ে যাওয়া নদী
পদ্ম মেঘনা যমুনা
মিশে গেলো সাগর থেকে মহাসাগরে
মহাকালের গর্বে
৭১'র বিদীর্ণ হলো
গুলিবিদ্ধ মুক্তিসেনার
ঢলে পড়ে উৎস প্রাণ
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান
সকল অন্ধকার মুছে দিতে আজ
জেগেছে মিলিত প্রাণ
তুমি আছো সাথে তোমারই হলো জয়
জয় শেখ মুজিবুর রহমান।

গর্বিত পথিক তোমার দেশে
মানস বিশ্বাস

এমন উচ্চকিত কণ্ঠে কে ডাকে?
নদীর মতো প্রশস্ত হাতে—
মধুমতি, ধলেশ্বরী, কপোতাক্ষ, যমুনার ঘাটে।
আমার মতো গর্বিত পথিক কে আছে বলো
যে শ্রাবণ বরষায় অঝোর বৃষ্টিতে ভিজে
সন্ধ্যার আয়োজন কাছে রেখে ভাদ্রের নীল আকাশের নিচে।
তোমার এতো প্রেম, এতো ঐশ্বর্যের মাঝে তবু কেনো এমন
কণ্ঠ ভাসে আমের মুকুলে
নিঝুম হিজল তমালের গায়ে
আমার মতো গর্বিত পথিক কে আছে বলো
হে বন্ধু তোমার দেশে
অশ্রুজল থেকে বঙ্গোপসাগরে
আকাশের অনন্ত শূন্যতা থেকে ভরা শস্য ক্ষেতে
কিংবা গোধূলির আকাশে ঐ দুরন্ত বলাকা থেকে
মসজিদ মন্দিরে।
আমার মতো গর্বিত পথিক কে আছে বলো
হে বঙ্গবন্ধু তোমার দেশে।

শেখ মুজিব
মুজিব ইরম

তার নাম এই নামে সতত বিরাজে...

আমারও কি তবে একবার মৃত্যু হয়েছিল আগস্টের রাতে?
এ দেহের কেন আজও জানাজা হলো না!

পিতামহ জানে—
জন্মভোরে তোমার নামের ধ্বনি কান্না হয়ে বাজে নালিহুরী গ্রামে...
আমারও কি তবে বাস ছিল টুঙ্গিপাড়ায়?
এ নামের কলঙ্ক রবে—ধানমন্ডি বত্রিশের নামে
যদি না রচি আজ কান্নার জিকির

ফুল রাঙানো ফুল
মালেক মাহমুদ

কামার-কুমার জেলে-তাঁতি
কষ্ট করে কাজ
টুঙ্গিপাড়ার দামাল ছেলের
গল্প বলি আজ।

গাঁয়ের পথে হাঁটতে থাকে
দুঃখীর খবর রাখে
অনাহারীর অন্ন দিতে
স্বপ্ন শুধু আঁকে।

চোখের পাতায় স্বপ্ন ভাসে
ফুল রাঙানো ফুলু
দুঃখীকে দেয়া ফুলের কলি
দস্যুকে দেয় হুল।

এমন করে সেই ছেলেটি
অনেক বড় হয়—
দেশ মাতাকে ভালোবেসে
মহান নেতা হয়।

দেশের নেতা দশের নেতা
কণ্ঠে জাদুর সুর
দেশ বাঁচাতে মহান নেতা
শক্তি যে ভরপুর।

পাকসেনাদের কামান দেখে
তাই করে না ভয়,
বিপ্লবী এ নেতার ডাকে
এ দেশ স্বাধীন হয়।

কোথাও বিকল্প নাই
মুজিদ মেহেদী

পিতামহ মুগ্ধ ছিলেন সুখ্যাতি নিয়ে
নাতনামে ঘটেছিল মানস মুদ্রণ
সেই হেন মুগ্ধতার সপ্রকাশ আজ
আমারি মাধ্যমে

তবু সইতে পারি না, আমি 'মুজিব' নামের ভার
ঘাড়খানা এ কারণে খানিকটা কুঁজো, নতশির
পাহাড়ের দিকে হেলে পড়া বিনীত নবীন গাছ

অর্ধেক করেছি ত্যাগ, তবু যদি লজ্জা কিছু কমে

আধেক স্মারক নিয়ে যতদূর যাই
প্রতিদ্বন্দ্বী রাশি রাশি
কোথাও বিকল্প দেখি নাই

দুঃখসারণি
মাসুম রেজা তরু

জন্ম-মৃত্যুর জঙ্গম টেনে টেনে
অনন্ত জীবন বয়ে চলে,
পদ্মা মেঘনা যমুনার কূল ঘেঁষে
হৃদয়ে বঙ্গোপসাগর ভালোবাসা
চিরন্তন দুঃখসারণি ।

কোনো ঘাটে ভাসছে তরী
দু'কূল সঞ্চারী পূর্বপুরুষ আর
উত্তর পুরুষের বাস্তুভিটায়
শকুন হায়নার তাণ্ডবলীলা!

মানস-সরোবরে পদ্ম ফোটে
বারোমাসি ছকে গাঁথা
ছায়াশীতল নিসর্গ,
উপ্ত যৌবনজ্বালায় জ্বলে
যীশুর রক্তাক্ত বোধন ।

ভিতরে নীলবিষ পুষে-পুষে
দেহ সময় বেড়ে উঠতে থাকে,
নির্বাক মহাত্মার শান্তি র‍্যালি ।

স্বাধীনতার পথিক পথে পথে
দুঃখসারণি—
বঙ্গবন্ধু অমর বঙ্গবাণী ।

খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু অতঃপর স্বাধীনতার বীজমন্ত্রণা
মানিক বৈরাগী

ঘোর অন্ধকার দিন হায়েনার রাত
ভারতের সিংহাসনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ
বিপাশা গঙ্গা যমুনার পাড় ভাঙে
উদিত সূর্যের দেশে চর জাগে, বর্গির আভাস।

ভুলনেতা ভুলভূভাগ দ্বিজাতি তত্ত্বের অভিশাপ,
হক ভাসানী সোহরাওয়ার্দী অভিন্ন সংগ্রামের অঙ্গীকার
জলপাই বাহিনীর শকুনী আচার-অনাচার
ভাটির দেশে মাটির মনে হতাশার মনস্তাপ।

১৭ মার্চ ১৯২০-এর টুঙ্গিপাড়ায় লুৎফুর-সায়েরার কোলে
মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মুখরিত স্বদেশে খোকা ধূমকেতুর আবির্ভাব।

লিকলিকে লম্বা সুস্থির দুরন্তপনা কিশোর ছাত্র
অসীম সাহসে মৌলিক দাবিতে আগলে দাঁড়ায় পথ
১৯৩৯-এর হক সোহরাওয়ার্দী মিশনারি স্কুল পরিদর্শনে
সেই থেকে অবিরত স্বপ্ন মধুরতায় পিচ্ছিল পথ চলা।

২৩ মার্চ ১৯৬৯ রেসকোর্স ময়দানে ১৪ কোটি অধরে মুখরিত একটি ধ্বনি,
আকাশ-বাতাস, বৃক্ষ-পাখি, সাগর-নদী ঢেউয়ের কল্লোল শুনি,
বঙ্গবন্ধু তুমিই আমাদের মুক্তির দিশারী
রেসকোর্সের বাঙালি বীজতলায় কখন রোপিবে বৃক্ষ বীজ
তৃষ্ণার্ত মৃত্তিকার বুক চিরে ব্রাত্যজনতার শৌর্যবীর্যে
স্বদেশ জাতির উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষিত সময় কাটে,
আজ ৭ই মার্চ ১৯৭১ আকাঙ্ক্ষার উৎসব মেলায়।
অতঃপর
পিতা শুনালেন যুদ্ধ জয়ের অমর ঘোষণা,
'এবারের সংগ্রাম' আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
'এবারের সংগ্রাম' স্বাধীনতার সংগ্রাম।

পিতা
মিজান রহমান

পিতা—তোমার সোনার বাংলায় এখন গ্রহণকাল।
হেমন্তেও ঝরাপাতার মতো প্রতিদিন তপ্ত বুলেটে
ঝরে পড়ে সবুজ সতেজ জীবন...
তোমার সোনার বাংলায় এখন আর
কার্তিকের নবান্নোৎসব নেই।
কীর্তিন-ভাসান গানের মতো হারিয়ে গেছে
বাঙালির নৈতিকতা।
ধানসিঁড়ি নদীর মতো পদ্মা-মেঘনা-ইছামতির
গতি পাল্টে গেছে—যেমন করে পাল্টে গেছে
বাংলার ষড়ঋতু আর প্রকৃতি।
লক্ষ্মীপেঁচা, শ্যামা আর শালিকের ডাকে
এখন আর বাংলার প্রাণ নেচে ওঠে না।
তোমার সোনার বাংলায় কার্তিকের অপরাহ্নে
হিজলের বুক চিরে ঝরে সভ্যতার রক্ত...
আর ছাতার মতো ডুমুরের বড় পাতাটির নিচে নয়—
শহরের গড্ডল কোলাহলে ছাদের নিচে জাতির বিবেকগুলো
জাম-বট-তমাল-অশ্বত্থের মতো থাকে চুপ।
পিতা—তুমি কুয়াশার বুকে ভেসে এ কাঁঠালছায়ায় ফিরে এসো
আর সোনার বাংলার জন্য একটি নতুন কবিতা লেখো—
'এবারের সংগ্রাম মৌলবাদবিরোধী সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম।
জয় বাংলা, জয় বাঙালি...'

কসম, ইহজন্মের কসম
মাশুক ইবনে আনিস

মহামানব এক-বটে,
বঙ্গবন্ধু মুজিবের লাগি হাহাকার ধ্বনি-রটে
অদূরে হাওয়ায়, ঘরের দাওয়ায়
কিংবা সন্নিকটে ।

মুজিবের লাগি জননীর চোখ,
এখনো পড়ায় জল,
ভেঙে যায় মনোবল!
যখন দেখেন, সারা বাংলায়
দাপটে সীমার হেলে-দুলে যায়
রাজাসনে বসা সীমারের দল,
ভেঙে যায় মনোবল...
সীমারের কাজ সীমার করেছে, লঙ্ঘন করে সীমা
আমরা ভুলিনি—মা!
অপারগতায় চেয়ে নিই—শুধু, শত-সহস্র ক্ষমা
অশ্রুসজল নয়নে তোমার, ফোটাব হাসির ফুল
ক্ষমা করে দিয়ো, জননী-মানস
আমাদের যত ভুল ।

শপথ করেছি—মায়ের কসম
এই চূড়ান্ত, এই শেষ বলা...
আমরা ঝুলাব ফাঁসির রশিতে
মুজিবের খুনি, খুনিদের গলা ।

মুক্তি পাখির গান
মিলন সব্যসাচী

মুজিব মানে জাতির জনক সবুজ বাংলার প্রাণ,
মুজিব মানে মুক্তিযুদ্ধ মুক্ত পাখির গান ।
মুজিব মানে আশার আলো স্বাধীনতার রেশ,
মুজিব মানে মাতৃভূমি ধান শালিকের দেশ ।

মুজিব মানে সূর্যসেনা মুক্তিসেনার দল,
মুজিব মানে চৈতী তৃষায় বরফ শীতল জল ।
মুজিব মানে বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক,
মুজিব মানে অগ্রপথিক নতুন পথের বাঁক ।

মুজিব মানে সোনার ছেলে খোকন সোনা নাম,
মুজিব মানে মায়ের হাসি টুঙ্গিপাড়া গ্রাম ।
মুজিব মানে বঙ্গবন্ধু বীর বাঙালির রণ,
মুজিব মানে বাঁধন-হারা শিকল ভাঙার পণ ।

মুজিব মানে ভোরের পাখি শিশির ভেজা ঘাস,
মুজিব মানে ঝিলের জলে ভেসে যাওয়া হাঁস ।
মুজিব মানে পাকসেনাদের আঁতকে ওঠা ভয়,
মুজিব মানে স্বাধীন বাংলা মুক্তিসেনার জয় ।

রূপকথার গহিন গভীরে
মাজেদ বিশ্বাস

মানুষের মুখে সেই গল্প চিরকাল বাঁচে
রূপকথার ডালিম কুমার স্বপ্নে ফুল নিয়ে আসে
রূপবান একদা বনে বনে ঠিকই দুঃখময় গান গায়।

একাত্তরের গল্প এখন ইতিহাসে লেখা
গান্ধীর সেই আকুল হাত জিরজিরে কটি পরা শরীর
মনের ভেতর ভেসে ভেসে ওঠে দিনরাত,
সাগর তীরে উদোম শরীরে লাঠি হাতে
গান্ধী জেগে রয় মানুষের গহিন গভীরে।

এখনো মুহুর্মুহু করতালি আর তেজি অশ্বের পিঠে
নাঙা তলোয়ার হাতে ভারতবর্ষ জয়ে ছুটে আসে
বখতিয়ার খিলজি। অমিত সাহসী বীরযোদ্ধা আবার স্বপ্নের
রাজকুমার রাস্তায় ধূলি উড়িয়ে উড়িয়ে যায় তেপান্তরে।
রাশি রাশি ধূলির দিকে তাকিয়ে প্রহর গোনে কেউ কেউ।

গল্পে জেগে ওঠে এখনো স্মৃতিময় রেসকোর্স ময়দান। আমরা
কেউ সেই ময়দানে অশ্বদৌড় দেখিনি জীবনে। তবুও আমাদের কাছে
রূপকথার মতো জাগে স্মৃতিভাস্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
সেই 'এবারের সংগ্রাম—মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম' মহাকাব্যের পঙ্‌ক্তির মতো অমর হয়ে বাঁচে।
এত বড়ো মহাকাব্য আর কেউ লিখতে পারেনি এই পৃথিবীতে।

উঠোনে রেডিওর সামনে অপেক্ষমাণ জনতা উত্তেজনায় থরথর।
সারা দেশে স্বাধীনতার বিপ্লবী বাণী ইথারে ইথারে। ধনুক হাতে
শৈশবে স্কুল মাঠে সেপাহি শিক্ষার্থী। লাঠি-সোটা হাতে
আমজনতা ঊর্ধ্বশ্বাসে আসে ছুটে ছুটে। মানুষের জীবনে
এক নিরবচ্ছিন্ন, কাহিনী অমর স্মৃতি যুদ্ধজয় চিরভাস্বর।
জনতা ইতিহাসের অমর সন্তান বাঁচে ইতিহাসের স্বর্ণপাতায়।
টেমসের তীরে আকাশ বাতাস ভারি কুয়াশাময় বক্তৃতা,
বিতৃষ্ণা রসকষহীন একঘেয়েমি। একজন বুদ্ধিদীপ্ত প্রফেসরের

মুখে অমর বক্তৃতা স্মৃতিতে উজ্জ্বল উথালপাথাল পদ্মা নদী দেশ।

মানুষের মন থেকে হারায়, হারায় না স্মৃতি অ্যালবাম। জীবন ঘটনা
মনোব্যাংকে চিরজমা, ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না, ভোলা যায় না কখনো

আজও কাঁদে নদী
মানসী কীর্তনীয়া

সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম
জাতি দেশ একটি নাম
শেখ মুজিবুর রহমান

লড়াই লড়াইয়ে যিনি
স্বাধীনতার সুর তিনি
সুনীল আকাশ প্রাণের বৃক্ষ
আমাদের অন্তরে অন্তরীক্ষ

জল নদী হাওয়া
আর অনন্ত পাওয়া
বাসনা জাগানো সেই নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ আর বাঙালির সত্তা
বাংলা জীবনে সুরভিত নিরাপত্তা
তার নামে দেশ তার নামে গান
তার নামে জপি তারই জয়গান।

তার নাম, তার নাম, তারই নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

হায়! সেই নামে আজও কাঁদে নদী...

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি কবিতা
মিল্টন হাসনাত

আমি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি কবিতা লিখব বলে
পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম
কিন্তু সেই বয়সে আমার শব্দের সাথে কোনো পরিচয় ছিল না।

তারপর দু'দশব্যাপী আমি এই কবিতাটি
লিখব বলে একা ক্লান্তিবিহীন চষে বেড়িয়েছি
বাঙলার আকাশ বাতাস
কিন্তু আমি লিখতে পারিনি
বরং কারা যেন বারবার আমার চোখের সামনে
টেনে দিয়েছে বিবর্ণ কালো পর্দা এক।

প্রতিকূল স্রোতে দাঁড় টানতে টানতে
আমার দু'বাহু টনটন করে উঠেছে ব্যথায়, তবু আমি
কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখিনি ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে আমি হঠাৎ করেই
কিছু শব্দ খুঁজে পেতে থাকি
কিন্তু সেই শব্দগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সম্পূর্ণ কবিতায়
রূপ দেবার আগেই সযত্নে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি ছিনতাই হয়েছে।

আমি আবার শব্দের খোঁজে রাস্তায় নেমেছি, মানুষের কাছে
দু'হাত পেতেছি পুনর্বার, মিশে আছি তাদের ছায়ায়
দূর কানসাট থেকে কিশোরগঞ্জ হয়ে শনিরআখড়ায়
দ্রুততম গতিতে ছুটে যাচ্ছি প্রয়োজনীয় শব্দের আশায়।

হে শিশু হে কিশোর হে রুদ্র জনতা, তোমাদের সকলের স্বার্থে
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আরব্ধ এই দীর্ঘ কবিতাটি
আমার মৃত্যুর আগে আমি শেষ করে যেতে চাই।

আমরা সাহসী হলে
মুজিবুল হক মনি

আমরা সাহসী হলে—
দ্রোহের তুফান ওঠে মানচিত্র জুড়ে,
সহসাই জ্বলে ওঠে উলঙ্গ সড়ক,
পলাশীর বুক জুড়ে মুজিবনগর।

আমার সাহসী হলে—
নীলের বদলে হয় ধানের আবাদ,
চাবুক গুটিয়ে নেয় বর্গি-মোগল,
সহসাই বদলে যায় পতাকার রং।

আমরা সাহসী হলে—
প্রচণ্ড ফেটে পড়ে চেতনার রন্ধ্রে গ্রেনেড,
শ্যামার খড়্গ হাতে শহীদ-শোকাতুর মা
এঁকে দেয় বিগ্রহের বিজয়টিকা।

আমরা সাহসী হলে—
ধমনীর তরঙ্গে খুঁজি আগস্টের সেই কালো রাত,
সিঁড়ির শরীর বেয়ে লেলিহান রক্ত প্লাবন,
দুষ্ট রাহুর মুখে নক্ষত্রের কৃষ্ণ-গ্রহণ।

আমরা সাহসী হলে—
বুকে নেই হায়নার কালো চিৎকার
শেয়ালের মুখভরা মুক্তির আজান,
সফেদ আকাশজুড়ে গৃহিণীর কালো মহরত।

আমরা সাহসী হলে
ভরসার গহিন বুকে খুঁজে পাই
নিশ্চিত আরো এক বিজয়ের
নির্মল সোনালি প্রভাত।

ছাপান্না হাজার বর্গমাইল স্বাপ্নিক স্রোত
মোমিন মেহেদী

আকাশের জল চেয়ে যিনি চাতকের মতো চেয়ে থাকেননি;
ডেকেছেন প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক সুরে। শিল্পিত চোখ
তার। শিল্পিত মুখ তার সাহসিকা ঠোঁট; স্বাধীনতা
যুদ্ধের জোরালো যে জোট...
গড়ে ওঠে নড়ে ওঠে মানচিত্র। ছাপ্পান্না হাজার
বর্গমাইলে স্বাপ্নিক স্রোত। তিনি সেই প্রিয়জন
প্রিয়মন কবিতার খাতা; পিতা তিনি ভালোবেসে
আলো হেসে আদরীয় মাতা।
সবুজ সুন্দর গায়ে মাখে 'জয়বাংলা'য়। জয় বঙ্গবন্ধুর
প্রিয় উচ্চারণ; আসাদ চৌধুরী, নিরঞ্জন অধিকারী,
ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
এবং
আমাদের প্রিয়কবি বদরুল হায়দার সেজে ওঠেন
সাহসিক প্রেমে শাব্দিক বাসরে।
ফুলে ফুলে নয় শব্দে শব্দে তিনি গড়েছেন
আমাদের এই ব-দ্বীপ; আদরের স্রোতে...

গ্রাম, রেলপথ, সুরবালা আর জনকের গান
মাসুদ পথিক

গ্রামের পাশ দিয়ে সমান্তরাল রেলপথ
প্রতিবার ট্রেন এসে চোখের সীমানা থেকে মিলিয়ে যায়...
গন্তব্যের এই দু'ধারে
অসংখ্য গ্রাম। আমাদের গ্রাম। কতো প্রাচীন
মনে হয়। আর পথের ধারে খেলায়রত
যুবকদের মুখেও অনেক সোনালি গল্পের জন্ম হয়

একটা যুদ্ধ হয়েছিলো এই দেশে...
এখনো বটগাছের গোড়ায়, ইতস্তত পথ জুড়ে
রক্ত লেগে আছে বামুরাম-সুদারামদের
আজও পাগলী সুরবালার প্রলাপে একজন নেতার
ভঙ্গিমাই ফুটে ওঠে
বৃদ্ধ সুরবালাকে যারা উত্ত্যক্ত করে, সেই খেলায়
যুবকদের কেউ কেউ ঠিকই লক্ষ করে সোনালি গল্পের
নায়কের বীরত্বে উদ্দীপ্ত করে এই বৃদ্ধার কণ্ঠে

সুরবালা ঘাস জমি মাড়িয়ে চলে যায় আর চলে
আঁকাবাঁকা গ্রামপথ, সোনালি গল্পের দেশে
দূর মাঠ...শরতের ফুল দোলে মুক্তির অঙ্গুলি নির্দেশে
আহা দোলে পতাকার মতন, বাজে জনকের গান
ট্রেন ছুটে চলে চেতনার সোনালি পথ ধরে
নতুন প্রজন্মের মননে...দোলে সোনালি সুর

সুরবালার প্রলাপে আহা মিশে মিশে যায়।

বঙ্গবন্ধু

মো. মনোয়ার হোসেন

হে বন্ধু বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বাঙালির
কী দিয়ে তোমারে বরণ করিবো, তুমি যে শ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর
তুমি বাঙালি, তুমি বাংলা, তুমি চির শোষিতের চিরদিন
তুমি বিশ্বের বিস্ময় জানি, তুমি এক অনন্য তুলনাহীন
তুমি অন্ধকারের আলোক উজ্জ্বল পথ প্রদর্শক পথহারা জাতির
তোমার তরী দিয়াছে পাড়ি, পথ দেখাইয়াছ মোদের মহান মুক্তির
হে দুরন্ত দুর্বার, হে চির চঞ্চল, অপরাজেয় দুর্দম অগ্রপথিক
তুমি ছিলে শোষণ দুঃশাসনের প্রতিবাদী বজ্রকণ্ঠ সদা নির্ভীক
হে ক্ষণজন্মা, ক্ষণিকের প্রিয় অতিথি
আঘাতের পর আঘাত সয়েছ, তবু ভুলিতে পারেনি স্বদেশপ্রীতি
তোমাকে হারায়ে রিক্ত আমরা ব্যথিত আমরা সকল বঙ্গবাসী
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া তাই ঝরিছে তপ্ত রাশি রাশি
ক্ষমা করো বন্ধু ক্ষমা করো মোদের তোমার মহত্ত্ব দিয়া
মোরা অপরাধী দীনহীন তাই বুঝতে পারিনি তোমার হিয়া
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান তুমি এক গর্বিত মহাবীর
তোমার ত্যাগের মহিমায় আজি উন্নতশীল বঙ্গবাসীর ।

হে মহান

মোস্তফা তালুকদার

এ বাংলার নয়নমণি
এ বাংলার মান
এই বাংলার ধনের খনি
এ বাংলার সন্তান
সে যে শেখ মুজিবুর রহমান
সে যে শেখ মুজিবুর রহমান
সেই তো বাংলার ধনের খনি
সেই তো বাংলার মান
সে যে শেখ মুজিবুর রহমান
সে শেখ মুজিবুর রহমান ।

মুজিব তুমি
মীনা সরকার

মুজিব তুমি ঘুমিয়েছো আজ
শীতল বনের ছায়
ছায়া সুনিবিড় স্নিগ্ধ পরশে
ঘাসের গালিচায় ।

আমরা জেগেছি জেগেছে বাঙালি
তোমার ত্যাগের পথে
নির্ভীক পথে চলতে শিখেছি
তোমার তৈরি রথে ।

মুক্ত দেশের সরোবরে আজ
সাঁতার কাটার সুখ
তোমার কীর্তি তোমার আর্তি
ভরিয়ে দিয়েছে বুক ।

আগস্টের কিশোরী
মারুফ ওয়েসিস

আগস্টের স্কুল ফেরত কিশোরীর বুকে
শোকের শব্দ বাজে
বেণীতে দোল খায় শোকের বাতাস
কাছে নামে না দূরের আকাশ
দিনমুখর কেবলি শোকের বৃষ্টিতে ।

আগস্টের কিশোরীর চোখে
সোনালু ফুলের অপেক্ষা করুণ
বেহালার সুরে রোমাঞ্চে উতলা
কিশোরীর ঘুমঘর শব্দঘরে
বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ
বিশাল ঔদার্য ছিল যার চোখে ।

আনন্দবেদনার কাব্য

মৃত্যুঞ্জয় রায়

বেনোজল এসে যেমন মাঝে মাঝে
ধুয়ে নিয়ে যায় আমাদের সাজানো সংসার
তেমনি সেই বানের জলই রেখে যায় নরম পলির সম্ভার,
সে উর্বর মাটিতে আমরা আবার ফসল ফলিয়ে ঘুরে দাঁড়াই
আমরা শ্রাবণে কাঁদি আবার অঘ্রানে হাসি,
নবীন ধানের গন্ধে মাতি নবান্ন উৎসবে।
কালপুরুষের এক অগ্নিগর্ভ ভাষণে
একাত্তরের পঁচিশে মার্চের কালো রাতে
জ্বলে উঠেছিল আমাদের সমস্ত দ্রোহ,
একটি গোলাপ ও একটি দেহের জন্য
আমরা যুদ্ধ করেছিলাম,
প্রচণ্ড বেদনার ভেতর ধরিত্রী মাতা
দীর্ঘ আট মাস বিশ দিন পর
ষোলই ডিসেম্বর প্রসব করেছিলেন
এক আশ্চর্য সূর্যপুত্র বাংলাদেশ।
আমরা সেদিন কষ্ট ও বেদনার মধ্য দিয়েও আনন্দ করেছিলাম
দশই জানুয়ারি আবার আমরা ফিরে পেয়েছিলাম
আমাদের আনন্দপিতাকে।

আমরা চুয়াত্তরের সতেরই মে
জাতিসংঘের সদস্যপদ পেয়ে আনন্দ করেছিলাম
আট কোটি বাঙালি আমরা সেই শিশুপুত্র বাংলাদেশের
পরিচর্যায় ছিলাম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ,
স্বপ্ন ছিল এক সোনার বাংলা গড়ার।

কিন্তু হঠাৎ সেই কালো রাত্রি এলো
যে রকম এক রাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা
পালিয়ে বাঁচাতে চেয়েছিলেন নিজের প্রাণ
আর বাংলার ভাগ্য
সেরকম আর একটা রাত নেমে এলো এ দেশের বুকে
মিরনের কবরের গভীর অন্ধকার থেকে যেন ফিরে এলো
আর আমাদের সিংহপুরুষকে নিয়ে গেল সিরাজের কাছে,

বেদনায় মুহ্যমান হলাম আমরা
অশ্রুর প্রতিটি জলবিন্দু যেন বিষাক্ত হীরক
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেদিন রক্তাক্ত করে দিল আমাদের চোখ
রক্তাক্ত চোখে কেবলই দেখতে লাগলাম
জলপাই রঙের সাঁজোয়া যানে সওয়ার
একাত্তরের সেই পরাজিত শত্রুদের
নিঃশব্দ নিরুত্তাপ চারদিক
হিংস্র হায়েনার থাবায় রক্তাক্ত সোনার বাংলা।
রক্তের এমন হোলি খেলা দেখেছে কবে কোন দেশ?
কী এক আশ্চর্য দেশ!
ওদিনেও আমাদের কেউ কেউ
আমাদের সমস্ত বেদনাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছিল।
বেদনা আর আনন্দের এমন অদ্ভুত যুগলবন্দি কে দেখেছে কবে?
তাদের সেই উল্লাস দেখে শুধু একটি দিনের জন্যই
আমরা অপেক্ষা করেছিলাম
যিশুর পেরেকবিদ্ধ যন্ত্রণা নিয়ে হীরক ক্ষত চোখে
তাকিয়ে ছিলাম একজন বীরের অপেক্ষায়
কবে আসবে সেই দিন? যেদিন সেইসব পশুদের উল্লাস
পরিণত হবে বেদনায়।
অবশেষে এলো সেই দিন।
দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পর ঘাতকদের ফাঁসি হলো
আর আমরাও হলাম কলংকমুক্ত
ঘাতকেরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছে
জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব কত বেশি শক্তিমান!
এ দেশের প্রতিটি বৃক্ষপল্লবে
প্রতিবিন্দু মাটির কণায় মুজিবের নাম
এখনো তবু বুকের ভেতর চাপা আগুন
যতদিন না সব ঘাতকের ফাঁসি হয়
যতদিন না যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হয়
সে আগুন হবে না ফল্গুর শান্ত জলধারা।

আজন্ম তৃষ্ণা

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

সেই তখন থেকে যখন থেকে দুই এক ছত্র কবিতা লিখি
চেষ্টা অবিরাম লিখছি ও মাঝে মাঝে যখন অনুভব করি
অথচ এখনও একটি কবিতাও হয়নি তাঁর উপযুক্ত
মনের ভেতরে শুধু হাহাকার দানা বাঁধে নিরন্তর
একটি কবিতা তাঁর জন্য লিখার তৃষ্ণা আমার আজন্মের।

কী লিখবো? যখন শব্দ খুঁজি মনে হয় কোনো যোগ্য শব্দ নেই
উপমা খুঁজি কোনো যোগ্য উপমা পাই না খুঁজে
জড় কিংবা মানুষ—কোনোটাই মেলে না তাঁর সাথে
কবিতার শব্দের ও উপমার এতটাই অভাব কেন?
পরিতাপের আগুনে মন ঝলসে যায় মাঝে মাঝে
হয়তো এ ব্যর্থতা নিয়েই একদিন মহাকালে আমিও হারাবো
একটি, মাত্র একটি ভালো কবিতাও লেখা হবে না তাঁর নামে!
তৃষ্ণা আর পরিতাপে দগ্ধ হয়ে যখন
দূরের হাহাকার করা শূন্য মাঠে চোখ রাখি
তখন আমি তাঁকে দেখি...তিনি যেন
অবারিত মাঠের ঝলমলে রোদ
ফসলি মাঠের দীপ্যমান সোনালি হাসি
ক্লান্তি ঘুচানোর প্রশান্তিময় ঝির ঝিরে বাতাস
শ্রাবণের শান্ত ভরাট নদীর ছন্দময় ঢেউ
খরতাপ রৌদ্রের ওপর বটের ছায়া
মুক্ত পাখিদের নিরাপদ অভয়ারণ্য
ঘুম ভেঙে জেগে উঠার সোচ্চার ডাক

তিনি মহাকালের মহাকাব্যের মহাকবি
শ্রেষ্ঠ আবৃত্তিকার জাতিক জনক
মার্চের সাতে আবৃত্তি করেছেন যে অমর কবিতা
তাকে নিয়ে কবিতা লেখা সহজ বিষ নয়...

আরবিতে রচিত কবিতা

ভাষান্তর : **আলমগীর রেজা চৌধুরী**

মূল : মওলানা শেখ আবদুল হালিম

পঙ্‌ক্তি : ১
হে মহান, যার অস্থি-মজ্জা, চর্বি ও মাংস এই কবরে প্রোথিত

পঙ্‌ক্তি : ২
যাঁর আলোতে সারা হিন্দুস্থান, বিশেষ করে বাংলাদেশ আলোকিত হয়েছিল।

পঙ্‌ক্তি : ৩
আমি আমার নিজেকে তোমার কবরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছি,
যে তুমি কবরে শায়িত

পঙ্‌ক্তি : ৪
আমি তোমার মধ্যে তিনটি গুণের সমাবেশ দেখেছি : ক্ষমা, দয়া ও দানশীলতা

পঙ্‌ক্তি : ৫
নিশ্চয়ই তুমি জগতে বিশ্বের উৎপীড়িত এবং নিপীড়িতদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলে

পঙ্‌ক্তি : ৬
সেইহেতু অত্যাচারী তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে—

পঙ্‌ক্তি : ৭
আমি/আমার বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের কাছে তাদের বিচারের প্রার্থনা জানাই, যারা তোমাকে বিনা-বিচারে হত্যা করেছে।

পঙ্‌ক্তি : ৮
আমরা মহান আল্লাহর নিকট তোমার আখিরাতের মঙ্গল কামনা করি।
বিদায়! বিদায়! হে মহান জাতির জনক।

মুজিব
রোকনুজ্জামান খান

সবুজ শ্যামল বনভূমি মাঠ নদীতীর বালুচর
সবখানে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘর।
সোনার দেশের মাঠে মাঠে ফলে সোনাধান রাশি রাশি
ফসলের হাসি দেখে মনে হয় শেখ মুজিবের হাসি।
শিশুর মধুর হাসিতে যখন ভরে বাঙালির ঘর,
মনে হয় যেন শিশু হয়ে হাসে চিরশিশু মুজিবুর।
আমরা বাঙালি যতদিন বেঁচে রইব এ বাংলায়।
স্বাধীন বাংলা ডাকবে : মুজিব আয় ঘরে ফিরে আয়।

বঙ্গবন্ধুকে
রাহাত খান

আপনি যতদিন ছিলেন নদীগুলি ছিলো বহতা
আমাদের ঘরে সংসারে অভাব ছিলো, দৈন্য ছিলো না
কাজ সেরে হতাশায় ছিন্নভিন্ন হয়ে ঘরে ফিরে এসে
ভাবতাম, যা-ই হোক না কেন, বঙ্গবন্ধু তো আছেন।

আপনি যতদিন ছিলেন, অপরাধীদের ভয় ছিলো
হত্যাকারীরা আত্মগোপনের চেষ্টা করতো সর্বাত্মক,
এখন বাংলাদেশ স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষুদ্রস্বর্গ
এখন বঙ্গবন্ধু তো নেই যে গর্জে উঠবেন সাহসে?

আপনি যতদিন ছিলেন খুব বড় ছিলো দেশের চৌহদ্দি
এখন গুটিয়ে এসেছে ভূগোল ও ইতিহাস দুই-ই
এখন সত্যি-সত্যি বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা ভাসে জলে
হত্যাকারীর কাছে শুনতে হয় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ।

আপনি নেই বঙ্গবন্ধু, কেউ থাকে না এই মরজগতে
কিন্তু আমরা বহুকোটি মানুষ আপনাকে খুব ভালোবাসি
আমাদের একেকটা হৃদয় হয়ে যায় সর্বাংশে বাংলাদেশ
সেখানে আপনার স্থান গভীর গভীরতম শ্রদ্ধায়।

মুজিব একটি গাছের নাম
রবিউল হুসাইন

মুজিব একটি গাছের নাম শস্যশ্যামলা
এদেশের জলবায়ু সুজলাসুফলা
মাটি আর ঘাসের ভিতর মানুষের অন্তরে অন্তরে
সে যে বেড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে

বীজতলায় ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা
প্রগাঢ় ঐকান্তিক ইচ্ছা—স্বপ্ন তা-ই মৃত্তিকার সার
জৈবের প্রাণময়তার পরিপূর্ণ আধার অপার
যদিয়ো বিপত্তি-বাধার সম্মুখীন হয়েছে সেই গাছ বারবার

অসম সাহসী শালপ্রাংশু নিরাপোষ অকুতোভয় তবু
মানুষের ভালোবাসার বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে জবুথবু
সেই আকাশভেদী গাছ সব গাছকে উঁচিয়ে মাড়িয়ে
নিঃসীম শূন্যতাকে বেধ করে চলেছে তো চলেছেই সবকিছু ছাড়িয়ে

মুজিব একটি সবুজ গাছ পত্রপল্লবে ঢাকা সতেজ সবুজ
মানুষ বুকের মধ্যে বেড়েই চলেছে অবিরত মুজিব মুজিব।

পঁচাত্তর, বিরান বাংলাদেশ
রুবী রহমান

ও প্রিয় প্রমিথিউস, একবার দেখে যাও তুমি
ঘর বাক্স প্যাটরা তল্পিতল্পা হুলস্থূল করে বসে আছি
এ শহরে কোনো গৃহে দুয়ারে প্রস্তুত নেই গাড়ি
আজীবন অপ্রস্তুত বসে আছি সমস্ত সময়,
সমস্ত সময় ধরে জানি না গন্তব্য কোনদিকে।

দিকচিহ্নহীন দেশে বাক্সপ্যাটরা হুলস্থূল করে বসে আছি
জানালায় ওড়ে না নীল পর্দা, ঘরে পুষ্পধারা সেই
লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে স্বপ্ন শোভা লাবণ্য প্রতিভা
ও প্রিয় প্রমিথিউস, একবার বলে যাও তুমি
যে অগ্নি ছিনিয়ে তুমি এনেছিলে এই মৃত্তিকায়
তার একটি স্ফুলিঙ্গও ছত্রখান করবে না এই দুঃশাসন?

যৌবনকালের মতো পুষ্পবান স্বাধীনতাকাল
নিষ্ফলা বয়ে যাচ্ছে দিকচিহ্নহীন দীর্ঘকাল।
বৃক্ষ তরুলতাদের তন্ত্র নেই, তন্ত্রী তারা জানে
মানুষেরা তন্ত্র মানে. মন্ত্রগুপ্তি জানে
আলোকে ও অন্ধকারে তরুলতাদের তন্ত্রী সুরে লয়ে বাঁধা।
আলোকের পেছনে যে আধুনিক অন্ধকার তার
ষড়যন্ত্র মন্ত্রতন্ত্র মানুষের জেনে রাখা ভালো।

ও প্রিয় প্রমিথিউস তুমি তার কিছু বোঝ নাই
তুমি শুধু ভালোবাসা নিয়েছিলে
বৃক্ষ সমাজের মতো বিশাল সারল্য নিয়েছিলে।
মানুষের সমাজের নীতি মেনে নিয়ে
শিশু ও অগ্নির রিপত্তা তুমি রক্ষা করো নাই।

ও প্রিয় প্রমিথিউস তবু বলো তুমি
এই যে ভিটে মাটি দেশ মুক্তি স্বাধীনতা
সব ছত্রখান হয়ে লণ্ডভণ্ড বসে আছি?

যে অগ্নি ছিনিয়ে তুমি এনেছিলে এই নগরীতে
প্রতিটি স্ফুলিঙ্গে তার জ্বলে উঠবার গূঢ় মন্ত্রগুপ্তি দাও
কৃপণ হৃদয়ে নিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে আছে বামন সময়
তোমার মতন তাকে দীর্ঘকায় করো।
তাকে হৃদয়বত্তার উত্তরাধিকার দাও।

ইতিহাস গাঁথা

রোকসানা লেইস

বাংলার আকাশে বাতাসে নদী ও অন্তরীক্ষে, যাদুকরী সুর তুলেছিল একটি কণ্ঠ।
হ্যমিলনের বাঁশিওয়ালার, সে কণ্ঠ রহমান। মুজিবুর শেখ–
নদীর ঢেউ নেচেছিল উজানে ভাটিতে
আকাশের নীল ছড়িয়ে ছিল মুগ্ধতা। সবুজ বনান্ত পেয়েছিল স্তিরতা।
সাত কোটি মানুষের হৃদয় হয়েছিল উন্মনা–
একটি দেশের লাগি, একটি ভূমির লাগি,
নিজস্ব স্বাধীন স্বদেশ পাওয়ার আশায়।
শুধু কিছু কুটিল মানুষ ভয়ানক যন্ত্রণায় অসহ্য বিদ্বেশি হয়েছিল।
ক্রমাগত যন্ত্রণায় কুচক্রী জাল বিছিয়ে বিষময় করল রক্ত বিধৌত স্বাধীনতা।
গভীরে নিশীথে অন্ধকার পথ বেয়ে গোপনে,
নিঃশব্দ স্বশস্ত্র আততায়ী অতর্কিত, বত্রিশ নম্বর বাড়িতে–
নিরালা গৃহ কোনে স্বস্তিতে শুয়ে থাকা নারী শিশু
একে একে ঝরে পরে মৃত্যুকূলে।
কাঁপেনা এতটুকু যন্ত্রণায় পাষাণ সীমার হৃদয়
নৃশংস বেয়নয়ট বুলেটের আঘাতে
লুটিয়ে থাকেন জাতীর জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্বপরিবারে ধূলায়।
মিশে রক্তেরারা পদ্মা মেঘনা করতোয়া তিস্তা
সুরমা কর্ণফুলির জলে–
হাহাকারে কাঁদে তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ
একটি সবুজ ভূখণ্ড যার নাম বাংলাদেশ।
মুজিবের জয় বাংলা, বিশ্ব কবির সোনার বাংলা,
বঙ্গ বেদনায়। নিবিড় কাঁদে জন্য বন্ধুর–
ঝরে পড়ে পাতা, ধূসর হয়ে উঠে সবুজ বনভূমি
তুমুল আলোড়নে বয়ে যায় নদীর জল–
আর কাঁদে দূরে থাকা হাসিনা রেহানা
একাকী অসহায় হারিয়ে বাবা মা ভাই আত্মীয়।
সতেরজন ভালোবাসার মানুষ
একসাথে কবরে বনানী গোরস্থানে,
আর একা দূর টুঙ্গিপাড়ায় মুজিব।
উল্লাসে ধেয়ে যায় ধাতব জলপাই ট্যাংক রাত্রি অন্ধকারে

ভালোবাসার রক্ত মেখে–
লুকিয়ে ফেলতে চায় ইতিহাস এক সবুজ ভূখণ্ডের
ষড়যন্ত্রের সাফল্যের হাত ধরে হাঁটে রাজাকার।
বাংলার অন্ধকার আকাশে আবারও উঠে
রক্তিম সূর্য দুঃখ ভরাক্রান্ত, বয়ে চলে সময় অজানা গতিপথে–
বারেবারে নিরবে বাজে গোপন ট্রিগার দুরন্ত কুচক্রির।
ঝরে সূর্যসন্তান, ঝরে অশ্রু, রক্ত
সাফল্য স্বপ্ন বলিদান, সম্ভাবনার মৃত্যু সবুজের বকে
নিষ্ঠুর হানাহানি আর কতকাল?
বাংলার জনগণ আশাহীন নয় তবু বুক বাঁধে সাহসে।
একদিন কুচক্রির বিচার হবেই এই মাটির বুকে ফিরবে সুসময়।
ফিরে আসবে সঠিক ইতিহাস প্রতি বাঙালির বুকে ভালোবাসায়
স্বাধীন ভূমি, একটি দেশে, ভূখণ্ডের জন্ম হতো না
বঙ্গবন্ধু, শেখ মুজিবুর রহমান, না থাকলে।
জনকের নাম লেখা রবে দেশের মানুষের মনে, ফিরে আসবে
ভালোবাসা, সম্মান প্রতি ঘরে প্রতি মনে বাংলায় সঠিক সৌন্দর্যে।

বাঙালির অপর নাম

রবীন্দ্র গোপ

আমার আকাশ জুড়ে আমার সাগর জুড়ে
আমার অনন্ত স্বপ্নের মাঝে যার নাম
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে
লেখা আছে যে নাম,
যার নামে তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা আজও বহমান
অমর অক্ষর সে নাম
শেখ মুজিবুর রহমান।

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে যার আঙুলি হেলনে
জেগে উঠেছিল সাড়ে সাতকোটি বাঙালি প্রাণ
যার নাম বাংলার সবুজ প্রান্তর জুড়ে
আউল-বাউল আর দোয়েল-কোকিল
গেয়ে যায় মুক্তির গান,
তারই নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

যার নামে প্রগাঢ় আঁধার সরিয়ে
জেগে উঠেছিল ভোরের লাল সূর্য,
দিকে দিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে
বেজে উঠেছিল, রণতূর্য,
তুমি তো সেই বীর যার নামে বিশ্ব বাঙালি
উঁচু করে দাঁড়ায় শির
বাঙালির গৌরবদীপ্ত সে নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ফুলের স্নিগ্ধ মায়ায় আজও বসন্ত নামে ফাগুনে
বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ আজও তোমার নামে
জ্বলে উঠে বিপ্লবের আগুনে
তুমি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি—মহামানব, মহীয়ান,
তোমার নামে মুক্তির মহামন্ত্রে
আজও গেয়ে যাই গান,
তুমি বাঙালির অপর নাম
শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতার জনক
রব্বানী চৌধুরী

নতুন দিনের আল্পনা আঁকা সূর্যমুখী ভোর
শাপলা ফুলের রঙে জাগে পাখির গানের সুর
সবুজ ঘাসের কার্পেটে আজ লাল গোলাপের ঢেউ
একাত্তরের সাত-ই মার্চ ভুলতে পারে কেউ?
আকাশ-বাতাস কাঁপায় শুনো শেখ মুজিবের নাম
স্বাধীনতার মহান বাণী—'এবার সংগ্রাম...'
'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো—একটি মহান স্বর
আমাদের এই স্বাধীনতার জনক মুজিবর।

শেখ মুজিবের ছবির নিচে দাঁড়িয়ে লেখা কবিতা
রিফাত চৌধুরী

দেয়ালে একটি ছবি
প্রবীণ পুরুষ
চোখ খোলা
ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল

তার ছবির নিচে দাঁড়িয়ে আছে তার উত্তরসূরিরা
তাদের প্রত্যেকের চোখ বন্ধ।

শেখ মুজিবের ছবি
রহীম শাহ

খুকু দেখে খেলার ঘরে
সবই আছে থরে থরে
কিন্তু কেমন লাগছে যেন
কী যেন কী নেই।

খেলার ঘরে পালকি আছে
বিল্লি আছে দুটো,
মাটির হাঁড়ি-পাতিল আছে
কলসি আছে ফুটো।

জামা আছে শাড়ি আছে
কাঠের গড়া গাড়ি আছে
এত কিছু আছে তবু
কী যেন কী নেই।

হঠাৎ খুকু লাফিয়ে উঠে
ছুটে গেল ঘরে,
একটি জিনিস নিয়ে আসে
আদর-যত্ন করে।

অন্ধকারে হঠাৎ যেন
আলোক ছড়ায় রবি,
খুকু খেলার ঘরে টাঙায়
শেখ মুজিবের ছবি।

পিতা
রোকেরা ইসলাম

তোমার মতো দীর্ঘ হতে পারে কে আর
তর্জনী দুলিয়ে কাঁপাতে পারে অন্তরীক্ষ
আমি তোমার কথা বলছি
পিতা
ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও যার কণ্ঠ অবিচল
আমি তোমাকেই উচ্চারণ করছি আজ
পাঁজরের গভীরে জমা কষ্ট নিয়ে
তোমাকে নিয়েই আঁকছি আমার ভবিষ্যৎ
তুমি এসো আবার ফিরে এসো
তোমার বাংলায়—টুঙ্গিপাড়ায়
বত্রিশ নম্বরের রক্তাক্ত সিঁড়িতে
আমাদের ঋণ শোধের দাও সুযোগটুকু
অবিরাম শ্রদ্ধা জানাবার
পিতা তোমার তর্জনীর চেয়ে
সত্যিই কি আছে বড়ো কোনো হিমালয়
বড় নির্দেশ।

টুঙ্গিপাড়া

রফিকুর রশীদ

এই মাটিতেই জন্ম খোকার
এখানেই বেড়ে ওঠা।
ধুলোমাটি মেখে এখান থেকেই
গোলাপের মতো ফোটা।
মধুমতি নদী জোয়ারভাটায়
সাহসী করেছে তাকে
মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে তাই
বিপদে দুর্বিপাকে।
শাসনে শোষণে নিপীড়ন আর
আর প্রবল নির্যাতনে
মুক্তির পথ খুঁজছে বাঙালি
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে।
মুক্তিপাগল মানুষের বুকে
জাগিয়ে নতুন আশা
প্রতিবাদী করে তাদের মুখেই
দিয়েছে নতুন ভাষা।
পূর্ব থেকে পশ্চিমব্যাপী
উত্তরে-দক্ষিণে
প্রতিবাদী মুখ তাদের নেতাকে
ঠিকই নেয় তারা চিনে।
তারই ডাকে সারা দেশের মানুষ
দাঁড়ালো ভীষণ রুখে
সাহসী জনতা নেমে এলো পথে
প্রতিবাদে বুক ঠুকে
তারই নামে তারা নগর গড়েছে যুদ্ধে দিয়েছে প্রাণ
হাসি মুখে কতো শহীদ গেয়েছে
জীবন জয়ের গান
এক নদী শোক অশ্রু পেরিয়ে
ষোলই ডিসেম্বর
তারই নাম ধরে স্বাধীন পতাকা
উড়েছে প্রতিটি ঘরে।

পাকিস্তানের খাঁচায় তাকে
বন্দি করেছে ঠিকই
হত্যা করতে পারেনি তবুও

সেটা তো বাস্তবিকই
বিদেশী শত্রু পারেনি যে কাজ
সেদিন একাত্তরে
সে কাজ করেছে ঘাতক বাঙালি
নিষ্ঠুর পঁচাত্তরে।
তারাও বাঙালি? প্রশ্ন জাগে
বাংলা তাদেরও দেশ?
বঙ্গজননী; দ্বিধা হও তুমি
লজ্জারও নেই লেশ?
ঘাতকের দল হত্যা করেও
নিশ্চিত নয় মোটে
ভয়েই থেকেছে—মরদেহ যদি
আবারও জেগে ওঠে!
আবার যদিবা আঙুল উঁচিয়ে
গেয়ে ওঠে সেই গান!
রেসকোর্স ভরা লাখো জনতা
ফিরে পায় যদি প্রাণ!

তাহলে পাবে কি রক্ষে?
অনেক ভেবেই ঠিক করে তারা
দুরুদুরু ভীরু বক্ষে—
রাজধানী থেকে অনেক দূরে
নিভৃত পাড়া গ্রাম
সেইখানে গিয়ে কবর দিলেই
মুছে যাবে সব নাম।
ইতিহাস বলে—ভুল সবই ভুল
মিথ্যে এ আয়োজন
বাঙালি বুকে তার নাম আছে
থাকবেই আজীবন
কাললিমুখর ছায়াঢাকা গ্রাম
টুঙ্গিপাড়া নামে
এমন খোকার পরশ পেয়েছে
কতো পুণ্যের দামে
সেই গ্রাম আজ হয়েছে সবার
তীর্থভূমির তুল্য
মূর্খ ঘাতক বোঝেনি সেদিন
পুণ্যভূমির মূল্য।

বঙ্গবন্ধু থেকে বাংলাদেশ
রবিশঙ্কর মৈত্রী

এক পৃষ্ঠার জ্বলজ্বলে একটি পোস্টার
একটি পোস্টার থেকে বাংলা নামের স্বদেশভূমি।
এক পৃষ্ঠার পৃথিবী মানচিত্রে একটি বিন্দু বাংলাদেশ
এক পৃষ্ঠার বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সবটুকু জুড়ে তুমি।

ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রতিটি অক্ষরে তুমি
বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ
বাংলা থেকে বাংলাদেশ
বঙ্গবন্ধু থেকে বাংলাদেশ।

আমরা তোমাকে ভুলিনি পিতা
রাসেল আশেকী

এই কাক ও কোকিলের যুগে আমরা তোমাকে ভুলিনি পিতা।
তোমার জন্ম-মৃত্যু, প্রেম-সংগ্রাম, চিন্তার ফুল হয়ে।
নদীর ঢেউয়ের মতো আমাদের জাগায় পিতা।
আমরা আছি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে
মানুষের মানচিত্র উড্ডীন পতাকার সমান্তরালে
এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে
হাজারও লোভ ও নির্যাতনে আমরা তোমাকে ভুলিনি পিতা
আমরা তোমাকে ভুলিনি

মহামান্য পিতা, তুমি যেনো আকাশ ছোঁয়া সেই কালপুরুষ
যার সমতুল্য কোনো বীর কোনো নেতা অবশিষ্ট নেই এখানে।
যেখানে তোমার লাশ, রক্তাক্ত সিঁড়ি, কফিনে জমা দুখ্‌খোটুকু
আর শহীদ হবার দিনটি
আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে পিতা—
একাত্তরের ফুল ও আগুন ফোটানো সাহসী দিনের কথা
রেসকোর্স থেকে যেদিন গর্জে উঠেছিলো তোমার কণ্ঠস্বর
অবাক বিশ্ব—শাবাস তর্জনী—দাঁড়ালো উচ্চশির—জয়বাংলা...
স্বতঃস্ফূর্ত জনসমুদ্রের
তুমুল উন্মাদনায় সেদিন স্বপ্নের দিন শুরু
সেদিন আমাদের প্রথম স্বাধীনতা।
বাংলার মানুষ কী ভুলতে পারে
সেই আনন্দ-উত্থানে সেই অমৃত কণ্ঠের দিন?
মহান পিতা, আমরা তোমাকে ভুলিনি, ভুলবো না কোনোদিন।

তোমার রক্তের কসম, আমরা তোমাকে ভুলিনি পিতা—
আমরা তোমাকে ভুলবো না কোনোদিন

আহ্বান
রাশেদ হাওলাদার

গহ্বর স্ফূরিত হয় আহ্বান
হৃদয় আত্মার টানটান উত্তেজনা
শেকড় অস্তিত্ব বহমান
অবিসংবাদিত টুঙ্গিপাড়ার
মাটি ছবির চিত্রকর এক কবি।

খোলা জনসমুদ্রের মাঝে
বেজে উঠে তার সমধুর কণ্ঠধ্বনি—
'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'
অতঃপর আবালবৃদ্ধবনিতা
কন্যা জায়া জননী
জীবনকে করেছে তুচ্ছ তোমার আহ্বানে।

কোটি হৃদয়ে জেগে আছো চির অম্লান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

একজন মহানায়কের গল্প
রজব বকশী

বুলেট বুটের নিচে কী দুঃসহ পাথরের ঢেউ
ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফুঁসে ওঠে একদিন
বঙ্গোপসাগর তীরে; সবুজের বুকে সূর্যগান
ভালোবাসার অমর সে মহানায়ক; আজও শুনি
সেই বজ্র কণ্ঠস্বর; দেখি জলছবি
এই শ্যামল বাঙলার ক্যানভাসে চিরজাগরূক;
আহা, এই ফুল পাখি ফসলের গানে
সোঁদাগন্ধি সন্তানের ফুটফুটে মুখ
কী যে মায়ায় জড়ানো, কী গভীর প্রীতি মমতায়
জীবনের নানা রঙ স্বপ্ন বুনে যাই

ওই দ্যাখো, শোনো কলরব অজস্র মুজিব আজ
রক্তাক্ত হৃদয়সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

তোমার রক্তে ভেজানো হাত
রুকসানা রহমান

মধ্যরাতে আমি জ্যোৎস্নাকে ছুঁতে চেয়েছিলাম
তুমি হাত বাড়িয়ে দিলে স্বাধীনতা
তোমার রক্ত ভেজানো হাত।

কেউ জানে নাই সে কালোরাত, পনেরো আগস্ট
হানা দিয়েছিলো, থমকে উঠেছিলো বাতাস
ঘরের ভিতর রক্তাক্ত দেহ আমাদের
জাতির পিতার পরিবারের।

তারপরও বাড়িয়েছি কম্পিত হাত দুটি বারবার
যদি জানতে পারতাম হয়তো এই জন্মটা
কতই না সহজ হতো, তবুও এই
মৃত্যুটা বেদনার মাঝে আনন্দ।

ভুলি নাই তোমায়...তাই তো সেই ইতিহাস
ভেঙে আমি শুধু জ্যোৎস্নাকে চেয়েছিলাম,
সার্বভৌমত্বের জলদগম্ভীর
আদি জ্যোৎস্নাকে।

সেও আমাকে কিছু দিতে পারেনি
হাত বাড়ালেই উঠে আসে
নিঃশব্দ ... রক্ত আর রক্ত।

এখনো শুকায়নি, বঙ্গবন্ধু এ-মাটির রক্ত
সালাম, বরকত জব্বার ও বীরাঙ্গনাদের
রক্তের সাথে ঝরে বাংলার নদীতে নদীতে
জাগে রক্তে কান্নার আর্তনাদ।

কথা বলো, কথা বলো জাতির পিতা
এই স্বাধীনতার হাতগুলি কি
আহমান ধরে রক্তেই
ভিজে থাকবে।

ইতিহাসের পাতায় তিনি
রফিক ইসলাম

নদীর বুকে পাল তুলে যায় রঙ-বেরঙের নাও
তার পাড়েতে টুঙ্গিপাড়া ছোট্ট সবুজ গাঁও।
সেই গাঁয়েতে জন্মেছিলেন সাহসী এক খোকা—
ইতিহাসের পাতায় যে তাঁর কীর্তি লেখাজোখা।
সেই গাঁয়েরই খালে-বিলে শাপলা-শালুক ফোটে
পাখ-পাখালির কলস্বরে মন যে নেচে ওঠে।
শরৎকালে নদীর তীরে কাশফুলেরই মেলা
নদীর বুকে যায় যে দেখা উজান-ভাটির খেলা।
ফসল তোলার উৎসবেতে আনন্দে যার ক্ষণ—
ঘরে ঘরে পিঠাপুলির ধুম পড়ে তখন।
এই গাঁয়েরই সেই ছেলেকে আমরা সবাই চিনি
শেখ মুজিবুর নাম যে তাহার বঙ্গবন্ধু তিনি।

মহানায়ক
রানা কুমার সিংহ

উত্তরে যাও
দক্ষিণে বা
পশ্চিমে ও পূর্বে
একটি নামের
জয়োধ্বনি
ঠিক তোমাকে জুড়বে
স্বাধীন বাংলার
ঘাস নদী ফুল,
শান্ত নদীর জল
মহানায়ক
শেখ মুজিবের
পরশে উচ্ছল ।

বাংলাদেশের আরেক নাম বঙ্গবন্ধু
রাজীব মাহমুদ

আমাদের স্বপ্নগুলো খুবই বিবর্ণ আজ
তোমার স্বপ্ন! চির সবুজ চির সজীব হয়ে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এ মাটির প্রতি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে
হিংস্র পশুর মতো সেই চিরসবুজ সজীবতা
শুকনো পাতা ভেবে পায়ে পিষে মাড়িয়ে দিতে চায়
পরাজিত বেঈমানেরা ।
আর স্বপ্ন দেখানো কিছু বিশ্বাসঘাতক ।

এই জানোয়ারেরা বুঝে না বুঝতে চায় না!
এই মাটির প্রতি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে
যে রক্ত নদী বয়ে চলে, তার ঢেউ, জলোচ্ছ্বাস
এদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঘৃণার সমুদ্রে!

এরা বুঝে না বুঝতে চায় না!
দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতহীনতার রক্তে
ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তে!
এদের মুখে, শরীরের সাইনবোর্ড লেখা আছে
এরা ধর্ষক! এরা বেঈমান
এদের দেখামাত্র থু-থু ছুড়ো, জুতা ছুড়ো ।
যদি পারো খুন কর!

ব্যানারের মতো স্পষ্ট লেখা
এরা বুঝে না বুঝতে চায় না!
অশ্রু আর ছোপ ছোপ রক্তে যে অমর প্রচ্ছদ
আঁকা মহাকালের পাতায়
যে অমর প্রচ্ছদ বিলবোর্ডের মতো
বুকে ধারণ করে আছে দুঃখিনী বাংলার আমার
তা দেখে প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনাগত প্রতিটি দিন
এদের ঘৃণা করে যাবে, ক্ষমা করবে না কোনোদিন ক্ষমা করবে না
হে পিতা স্বপ্ন দেখানো বিশ্বাসঘাতকেরা
বুঝে না বুঝিতে চায় না ।
যে অমর কবিতা তুমি শুনিয়ে গেছো ।

তা এখনো বাংলার প্রতিটি নদীর স্রোতে
প্রতিটি পাখির কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!'

এখনো আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়নি পিতা
আমাদের স্বপ্নগুলো খুবই বিবর্ণ আজ
তোমার সবুজ স্বপ্নে বিবর্ণ স্বপ্নগুলো সজীব করে তুলবো
এখনো আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়নি পিতা
কেননা তোমার স্বপ্ন এখনো পূরণ হয়নি।
এখনো আমরা পাইনি, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান
নিরাপদ জীবনযাপন পূর্ণ স্বাধীনতা
তাই আমরা ঘরে ফিরে যাবো না পিতা
তোমার সেই অমর কবিতার ধ্বনিতে ধ্বনিতে
সংগ্রাম করে যাবো আমৃত্যু।

পিতা তোমাকে নিয়ে কোনো কবিতাই লেখা হয়নি
যা কিনা তোমার যোগ্য উপমা
যেদিন আমাদের বিবর্ণ স্বপ্নগুলো সজীব হবে
যেদিন আমরা পাবো তোমার হাসির মতো উজ্জ্বল আলোর দিন

হে পিতা সেদিন একটি কবিতাই লিখবো
তুমি চির শক্তি, প্রেরণার উৎস
রক্তে ভেজা বাংলার উর্বরিত মাটির প্রতি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে
জন্ম নেওয়া কচি ঘাসের মতো তুমি চির সবুজ চির সজীব
সেদিন একটি কবিতাই লিখবো
বাংলার আরেক নাম বাংলার শ্রেষ্ঠ উপমা
শুধুই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
শেখ মুজিব।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫

লিমা মেহরিন

ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়
ঢেকে দিলো বাংলার সবুজ চিত্রপট
একটি ভোর সিক্ত হলো রক্তে
কলঙ্কে ঢেকে গেলো বাংলাদেশ।

আর একবার ফিরে এলো বাংলার ইতিহাসে
পলাশীর সেই বিশ্বাসঘাতক—ধূর্ত মীরজাফর
অন্য নামে অন্য রূপে গিলে খেলো পতাকা
চিবিয়ে খেলো সদ্যজাত মানচিত্র।

যে কবিতাটি শুরু করেছিলেন রাজনীতির কবি
তা শেষ হয়নি লেখা;
রক্তে লেখা সেই কবিতাংশ
বাঙালির আদর্শ—স্বপ্ন গড়ার হাতিয়ার।
১৫ আগস্ট ১৯৭৫!
মৃত্যুর সাথে কী নির্মম আপোস
লুটিয়ে পড়লো বাংলাদেশ
রক্তে ভেজা বত্রিশ নম্বরের সিঁড়িতে।

স্তব্ধ হয়ে যায় ভোরের বাতাস
শ্রাবণ-আকাশের গম্ভীর কালো মেঘ;
নিঃসীম আঁধারে ডুবে যায় বাঙালি জাতি,
বাংলাদেশ—রক্তে ভেসে যায়
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া।

তোমার মৃত্যু হয়নি পিতা
তুমি আছো;
তুমি স্মরণীয় চিরকাল
শুধু ওরা নিঃশেষ হয়েছে
ইতিহাসের কীট;
ঘৃণার অতলে ওরা চিরকাল
বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর-মোশতাক।

প্রতিশোধ

লুৎফন নাহার লতা

যদি একশ বছরও লাগে লাগুক
আমি তার হত্যার প্রতিশোধ নেব।

যদি কেটে যায় অনন্ত যৌবন আমার
বার্ধক্যে জরায় নিভে আসে শরীরের তেজ
তবু হৃদয় জ্বালাবে আগুন
সেই জ্বলন্ত অগ্ন্যুৎপাতে
ঝলসাবো তার খুনিদের

যদি একশ বছরও লাগে লাগুক
আমি তার হত্যার প্রতিশোধ নেব।

যদি মরে যাই
পুনর্জন্ম নেব
তারপরে যদি মরি
জন্মাবো আবারো
শতবার জন্মাতে হয় যদি জন্মাবো তাও
আমি তার হত্যার প্রতিশোধ নেব।

আমাকে রুখতে পারবে না কেউ
কোনো দেশ, কোনো নেতা,
কোনো আন্তর্জাতিক কূটনীতি
কোনো ইনডেমনিটি বিল।

আমার ভেতরে যে চকচকে শাণিত অস্ত্র
চোখ বুজে খুঁজে নেবে খুনিদের
তার সঙ্গী সাথীদের
তার সুফলভোগীদের।

যদি একশ বছরও লাগে লাগুক
আমি পিতা হত্যার প্রতিশোধ নেব
কাব্যঘরের কালো পাথরের কসম

যদি একশ বছরও লাগে লাগুক
আমি তার হত্যার প্রতিশোধ নেব।

আমার পরে আসবে আমার সন্তান
তারপরে তার সন্তান,
এইভাবে জন্মাবো শত শত বার
আমি তার হত্যার প্রতিশোধ নেব।

যদি একশ বছরও লাগে লাগুক
আমি তার হত্যার প্রতিশোধ নেব।

আত্মায় উচ্চারিত জনক
লিটন বঙ্গবাসী

কবি
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় আছি...
তোমার কণ্ঠ উচ্চারিত
ভাষা কবিতার জন্য।

হৃদয় বৃত্তে জমা অসংখ্য হা-হা-কা-র, কষ্ট
ফেনায়িত হয়ে রূপ নিচ্ছে বিস্ফোরকে,
প্রচণ্ড আঘাতে গারদের দেওয়াল ভেঙ্গে
পিষে মারতে চাইছে খুনি, ইতর, বিশ্বাসঘাতকগুলোকে।

আধুনিক অস্ত্র বোঝেনি বিপ্লবের ভাষা
জন্মের ঋণ শোধ হয়েছে মৃত্যুতে...
রক্তের ঋণ শোধ হবার নয়
রক্ত গড়াচ্ছে বিদ্রোহী গতিতে, মিশে যাচ্ছে রক্তে।

রক্তের হুলিয়া আর নয় রক্ত
থেমে যাও নস্যাৎ, ষড়যন্ত্রকারীর দল
অনেক হারিয়ে, হারানোর যন্ত্রণা বুকে করছি লালন...
ফের যদি আঁকড়ে চাও নতুন ষড়যন্ত্রের জাল
শেকড় উপড়ে ফেলে দেব, তৃষ্ণাকাতর ধুলোতে
যে পথে পায়ের ছোঁয়া পড়েছিল জাতির মহানায়কের...

পনেরো আগস্ট-এর পরে
লিয়াকত বখতিয়ার

১.
মন্ত্রমুগ্ধের মতো হেঁটে যেত বাংলার ধান ক্ষেতে
মাঠে মাঠে বিশাল ক্ষুধা
দেখতেন পলিমাটি ঝরে-ঝরে
স্নিগ্ধ মায়ায় ছড়াতেন
দিগন্তে আলো
করতেন উপলব্ধির চাষ
সচ্ছলতায় দাঁড়াবে বাংলাদেশ
চোখে স্বনির্ভরতার স্বপ্ন
ছিল বিশ্বাস
দেয়াল নড়বড়ে।

মেধার অরণ্যে ঢুকে গেছে আগাছা প্রচুর
বিষাক্ত কীট, কুয়াশা গেছে ভরে
তারপর কি যেন কি হলো
বাংলার ঘরে ঘরে
সকল সম্ভাবনা গেছে মরে পনেরো আগস্ট-এর পরে

২.
যাকে আমি স্বাধীনতা বলি
যাকে বলি জীবনের গান
সে হলো জাতির জনক
শেখ মুজিবুর রহমান ॥

জন্মদিনে বঙ্গবন্ধু
লুৎফর রহমান রিটন

আটকে রেখেছো দেয়াল ছবির ধুলোমাখা ওই ফ্রেমে
অথচ আমি তো থাকতে চেয়েছি বাঙালির বুকে, প্রেমে!
আমি যেতে চাই বাংলার প্রতি ঘরে
পেতে চাই ঠাঁই বাঙালির অন্তরে।
স্থাপন করেছো ক্যালেন্ডারের বছরের দু'টি দিনে
অথচ পুরোটা বছর কিনেছো আমারই রক্ত ঋণে!
আমি পেতে চাই বছরের বারো মাস
আমি ছুঁতে চাই মৃত্তিকা নীলাকাশ।
আটকে রেখেছো অচল অলস মুদ্রিত মুদ্রায়
অথচ আমি তো রয়েছি সচল বাংলার পতাকায়!
ভাস্কর্যের শিল্পীত রূপ আমায় নাইবা দিলে
আমার মূর্তি মূর্ত হয়েছে ইতিহ সে তিলে তিলে।
টুঙ্গিপাড়ার জমিনে শায়িত আমি কান পেতে রই—
প্রতিরোধে আর বিপ্লবে আমি ফিরে ফিরে আসবই!
আলাদা করো না আমাকে জীবন থেকে
তত্ত্বকথার মোড়কে রেখো না ঢেকে।
রাজনীতি আর আমলাতন্ত্রে ফিকির-ফন্দি করে
আমাকে রেখো না সচিবালয়ের ফাইলে বন্দি করে।
আমাকে রেখো না শুধুই অতীতে আমি তো বর্তমানে—
আমি সবখানে, এই বাংলার প্রতি ধূলিকণা জানে।
আটকে রেখো না আমাকে তোমার সীমাবদ্ধের জালে
মানচিত্রের বুকজুড়ে আমি রবো কাল-মহাকালে।
শয়নে স্বপনে জাগরণে আমি ফিরে আসি বারে বারে
আমি চেতনায় মননে মেধায় কে মোরে রুধিতে পারে?
যদি ভালোবাসো আমাকে তাহলে বুকে জমা রেখে শোক
আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা পুনরায় গড়া হোক।
তবেই আমাকে পাবে সবখানে, আমি তোমাদেরই লোক।
তোমরা জানো না ইতিহাস জানে আমার বিনাশ নাই
এই বাংলায় প্রতিটি দিবসে আমি রোজ জন্মাই।
ইতিহাস থেকে আমার নামটা মুছে ফেলা সোজা নয়,
জয় স্বাধীনতা জয় মানবতা জয় বাংলা জয়....

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা
লে. কে. (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী

সাতচল্লিশের স্বাধীনতা ছিল স্বাধীনতার গ্লানি,
বাঙালিদের বুঝতে তাহা সময় লাগেনি
দেড় যুগের শোষণান্তে বাংলা শ্মশান-প্রায়
রোধ করিতে সব শোষণে বাংলার আঙিনায়
মুজিব ছিল ৬-দফার এক ফর্মুলা মহান,
উন্নয়নে বা বাঙালিদের জীবন-যাত্রা-মান
বাঙালি খুঁজে পেল তার জাতীয়-চেতনা,
৬-দফার মধ্যেই যাহা ছিল অন্তরীণ।

ক্ষমতার লোপাশঙ্কায় পশ্চিমা কাণ্ডারী
মুজিবকে স্তব্ধ করার ঘৃণ্য জারি-জুরি,
শুরু করলো আগরতলা ষড়যন্ত্র দিয়ে,
বাঙালি মীরজাফরদের সহায়তা নিয়ে
আটষট্টির সতেরতম দিবাগত যামে,
বন্দি করলো মুজিবকে সেই ষড়যন্ত্রের নামে।
ঊনসত্তরে ছাত্র-জনতা করে আন্দোলন,
আইয়ুবের লৌহফটক করে উন্মোচন
মুজিবকে আনবো ছিনে। আশীর্বাদে তার,
মুজিব পেলেন 'বঙ্গবন্ধু' গণ-উপহার।

সত্তরের নির্বাচন এক মহান ইতিহাস
পাকিস্তানে এলো গণতন্ত্র-পরিবেশ।
সংসদে আওয়ামী লীগ পেলো গরিষ্ঠতা,
করতে গঠন সরকার ও সংবিধানের পাতা।
মানলো না তায় ইয়াহিয়া ও ভুট্টো হায়েনেরা,
করলো শুরু বাংলাদেশে গণ-হত্যার বাড়া।
ভাবলো বুঝি বাঙালির ভীত হয়ে তায়,
মেনে নেবে পশ্চিমা সামরিক কায়দায়।
কিন্তু না, বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে,
সাড়া দিয়ে রুখবো তাদের 'জয়বাংলা' হাঁকে।
ন'মাসেই আব্দুল্লাহ'র হলো রক্তিম বেশ, বিশ্বের মানচিত্রে এলো
স্বাধীন বাংলাদেশ।

যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশে অতি কঠিন কাজ,
গঠনোন্নয়নে দেয়া তিলোত্তমা সাজ।
দৃপ্ত পদে বঙ্গবন্ধু গ্রীবা উঁচু করে,
তুলে নিলেন কঠিন সে কাজ নিজ স্তব্ধ, পরে।
নিজ দেশের পণ্য সে যে মাটি,
সাধ ছিল তাঁর গড়ে নেবেন করে অতি খাঁটি।
কিন্তু কিছু হায়েনা ক্রীত-বঙ্গ-অর্বাচীনে,
হত্যা করলো মুজিবকে আগস্টের এই দিনে।
জাতি হলো জনকহারা দুঃখে অভিভূত,
তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু হোলেন নির্বাসিত।
রেডিও টেলিভিশন আজও নাম নেয়নি তাঁর,
বিশ্বে এমন ঘৃণ্য-নজির মেলা হবে ভার।
দুঃখ কোথায় রাখি বল হায়, কেমন দেশে বাস,
দেশদ্রোহী সাজে দেশপ্রেমিক, প্রেমিক করে নাশ।

বঙ্গবন্ধু

লোরী এ্যান ওয়ালশ

নীরব অশ্রু, বাংলা কাঁপে, বুক কাঁদে
শ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রতিশ্রুতি আগামী সূর্যদিন
দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে—'আমি বাঙালি'
বাঙালির কথা শোনেন, জনমত শোনে
আশাহীনদের আশার বাণী শোনান
নির্যাতিত সাড়ে সাত কোটির পাশে দাঁড়ান
বাঙালির সরকার দাবি জানান।
পাকিস্তানি শাসকরা তাঁকে দমন করার,
বন্ধ করার, কারারুদ্ধ করার, চেষ্টার পর চেষ্টা,
হাজার হাজার চেষ্টায় ব্যর্থ।
আঘাত সহ্য করে, জেল কষ্ট পেছনে ফেলে
সে সামনে এগিয়ে যায়।
হতাশ পাকিস্তানিরা নির্বিকারে জনহত্যা চালায়
'৭১-এর পঁচিশে মার্চ
সেদিন বাঙালি কোনোদিন ভোলেনি
এবং বর্বরতার আরো নয় মাস।
বাংলার বুকে অসভ্য হানাদার হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে।
মৃত্যু বাঙালিকে জয় করতে পারেনি
বাঙালি মৃত্যুকে জয় করেছে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
বঙ্গবন্ধু বাংলার বুক উঁচু করে, চোখের জল মোছে
'আর বাঙালি নির্যাতিত হবে না, আর বাঙালি মরবে না;
মাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি বঙ্গবন্ধু পালন করে।
স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়, জন্ম হয় একটি উজ্জ্বল আগামীর প্রত্যাশা।
অনুবাদ : টিটু ভাট্‌রা

লোরী এ্যান ওয়ালশ : যুক্তরাজ্যের ক্যানেটিকেট-এর চেশারে জন্ম। পেশায় একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু তিনি কবিতা লিখেন নিয়মিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতাটি ১৯৯৪-এর ১৭ মার্চ সংখ্যায় ছাপা হয় সাপ্তাহিক 'Comming of age'-এ তিনি বাংলার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন।

শেখ মুজিব
লিয়াকত হোসেন

রাজপথে রক্তের ধারা
এ দেশের মানুষ রাজপথে রক্ত দিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছে
কিন্তু বাংলার মানুষ তার অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়
শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে মুজিব সংসদে যাবে না
আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, দেশের মানুষের অধিকার চাই
আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো
আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব
সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবা না।
আমরা যখন মরতে শিখেছি
তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।
তোমাদের যা যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো
রক্ত যখন দিয়েছি
রক্ত আরো দিব
এ দেশে মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

কবি কর্তৃক অনূদিত

লিয়াকত হোসেন : বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক। সুইডেন থেকে প্রকাশিত পরিক্রমা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। তার প্রকাশিত ৫টি গ্রন্থ রয়েছে।

১৫ আগস্টের এলিজি
শওকত ওসমান

Here is a Mourning Rome, a dangerous Rome–Shakespeare
[এই এক শোকাতুর রোম, বিপজ্জনক রোম', 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের সিজার-হত্যার পর মার্ক অ্যান্টনির উক্তি।

ইতিহাস নয়
অদৃষ্টের পরিহাস,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
তোমার ঘাতকেরা আজ
নিজেদের সেবক রূপে জাহির করে।
উপনিবেশ পূর্ব পাকিস্তান
তার মাথার উপর ডাণ্ডা ঘোরাতো
ব্যারাক নির্মিত যে সৈন্যদল
তাদের পদলেহী
দাস মনোবৃত্তির চরমতম জঘন্য প্রকাশ
নরাধম প্রাণীর দল
চোরের মায়ের বড় গলা
এখন চিৎকাররত এই দেশের মানুষের,
তারা নাকি আসল হিতাকাঙ্ক্ষী,
মিত্র, স্বজন।

এমন নির্লজ্জ বেহায়াপনার সমর্থকও
মেলে এই ভূখণ্ডে।
ইনসাফের লৌহদণ্ড
যাদের হাতে ন্যস্ত
তারা পর্যন্ত অন্ধ হয়ে যায়
ধর্মব্যবসায়ীদের আলখেল্লার ঝলকে।
অথবা
ইহ-জাগতিক তরক্কীর
শ্রীবৃদ্ধির আকর্ষণে।
তখন বিবেকের অবলম্বনের জন্য
আর কোথায় বাড়াব হাত?
ইতিহাস নয়, অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া

আর কোন পরিচয় হতে পারে
এমন পটভূমির?
তবে তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
রবীন্দ্রপ্রেমিক ছিলে তুমি,
তারই বাণী, প্রতিকারহীন
মনুষ্যত্বের পরাভবকে চরম বলে
বিশ্বাস করা আমি অপরাধ মনে করি,
আজ আমাদেরও সান্ত্বনা।

তোমার আর এক প্রিয় কবি
যে নজরুলকে তুমি কাছে এনেছিলে।
শেষ বয়সে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্যে
তাঁকে 'জারজ', 'শয়তান' 'ধর্মদ্রোহী'
ইত্যাদি গালাগালে সজ্জিত করেছিলো
যে স্যোশাল ফোর্স বা
সামাজিক চাপ-শক্তি
সেই অপশক্তির মুখে থুতু দিয়ে
আজ তিনি আমাদের 'জাতীয় কবি',
যথাসম্মানে বিভূষিত।

সেই সোশ্যাল ফোর্স
রূপকথার রাক্ষসের মত প্রাণপ্রান্ত
তোমাকে বিনাশের আয়োজনে
ব্যাপৃত ছিলো,
ইতিহাস সাক্ষী।
সেখানেই আমাদের সান্ত্বনা নিহিত,
তুমিও ফিরে আসবে বৈকি
যথামর্যাদায় সার্থকনামা, বঙ্গবন্ধু।
তাইতো আজও দৈনন্দিন প্রাণ ধারণ করি।
তাই তো আজ
তুলে নিয়েছি কণ্ঠে তোমার শ্লোগান
জয় বাংলা!
জয় বাংলা!

ধন্য সেই পুরুষ

শামসুর রাহমান

ধন্য সেই পুরুষ, নদীর সাঁতার পানি থেকে যে উঠে আসে
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে
ধন্য সেই পুরুষ, নীল পাহাড়ের চূড়া থেকে যে নেমে আসে
প্রজাপতিময় সবুজ গালিচার মতো উপত্যকায়;
ধন্য সেই পুরুষ; হৈমন্তিক বিল থেকে যে উঠে আসে
রঙ-বেরঙের পাখি ওড়াতে ওড়াতে।
ধন্য সেই পুরুষ, কাহাতের পর মই-দেয়া ক্ষেত থেকে যে ছুটে আসে।
ফসলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

ধন্য আমরা, দেখতে পাই দূর দিগন্ত থেকে এখনো তুমি আসো
আর তোমারই প্রতীক্ষায়
ব্যাকুল আমাদের প্রাণ, যেন গ্রীষ্মকাতর হরিণ
জলধারার জন্যে। তোমার বুক ফুঁড়ে অহঙ্কারের মতো
ফুটে আছে রক্তজবা, আর
আমরা–সেই পুষ্পের দিকে চেয়ে থাকি, আমাদের
চোখের পলক পড়তে চায় না,
অপরাধে নত হয়ে আসে আমাদের দুঃস্বপ্নময় মাথা।

দেখ, একে একে সকলেই যাচ্ছে বিপথে অধঃপাত
মোহনী নর্তকীর মতো
জুড়ে দিয়েছে বিবেক-ভোলানো নাচ মনীষার মিনারে
বিশ্বস্ততা চোরা গর্ত খুঁড়ছে সুহৃদয়ের জন্যে
সত্য খান খান হয়ে যাচ্ছে যখন তখন
কুমোরের ভাঙ্গা পাত্রের মতো,
চাটুকারদের ঠোঁটে অষ্টপ্রহর ছোটে কথার তুবড়ি,
দেখ যে কোনো ফলের গাছ
সময়ে অসময়ে ভরে উঠেছে শুধু মাকাল ফলে।

ঝলসে যাওয়া ঘাসের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে মমতা
দেখ এখানে আজ
কাক আর কোকিলের মধ্যে কোনো ভেদ নেই।
নানা ছল-ছুতোয়
স্বৈরাচারের মাথায় মুকুট পরাচ্ছে ফেরেববাজের দল।

দেখ, প্রত্যেকটি মানুষের মাথা
তোমার হাঁটুর চেয়ে একতিল উঠতে পারছে না কিছুতেই।
তোমাকে হারিয়ে আমরা
সন্ধ্যায় হারিয়ে যাওয়া ছায়ারই মতো
হয়ে যাচ্ছিলাম,
আমাদের দিনগুলো ঢেকে যাচ্ছিলো শোকের পোশাকে,
তোমার 'বিচ্ছেদের সংকটের দিনে
আমরা নিজেদের ধ্বংসস্তূপে বসে বিলাপে ক্রন্দনে আকাশকে ব্যথিত করে
তুলেছিলাম ক্রমাগত; তুমি সেই বিলাপকে
রূপান্তরিত করছো জীবনের স্তুতিগানে, কেননা জেনেছি
জীবিতের চেয়েও অধিক জীবিত তুমি।

ধন্য সেই পুরুষ, যার নামের ওপর রৌদ্র ঝরে
চিরকাল, গান হয়ে
নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা; যার নামের ওপর
কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া
ধন্য সেই পুরুষ, যার নামের ওপর পাখা মেলে দেয়
জ্যোৎস্না সারস,
ধন্য সেই পুরুষ, যার নামের ওপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা,
ধন্য সেই পুরুষ, যার নামের ওপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।

হন্তারকদের প্রতি
শহীদ কাদরী

বাঘ কিংবা ভালুকের মতো নয়
বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা হাঙরের দল নয়
না, কোনো উপমায় তাদের গ্রেফতার করা যাবে না।

তাদের পরনে ছিল ইউনিফর্ম
বুট, সৈনিকের টুপি,
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাদের কথাও হয়েছিল,
তারা ব্যবহার করেছিল
এক্কেবারে খাঁটি বাঙালির মতো
বাংলা ভাষা। অস্বীকার করার উপায় নেই
ওরা মানুষের মতো দেখতে, এবং ওরা মানুষই
ওরা বাংলার মানুষ
এর চেয়ে ভয়াবহ কোনো কথা আমি আর
শুনবো না কোনোদিন।

বঙ্গবন্ধু
শামসুল ইসলাম

আমার আশা
আমার ভাষা
স্বপ্ন ভবিষ্যৎ

এই বাংলার
স্বাধীনতার
পতাকা পতপত।

রক্তমাখা
সূর্যি আঁকা
দেখ পতাকা দেখ

সবার মাঝে
ওই বিরাজে
বঙ্গবন্ধু শেষ।

মধুমতি
শেখ হাফিজুর রহমান

মধুমতি, তুমি আজ এতো শীর্ণা কেন, দীর্ণা কেন?
একদিন তোমার এই যৌবনদৃপ্ত উত্তাল বক্ষে
সাঁতার কাটতো শেখ মুজিব
অবারিত বাংলাদেশ।

একূল-ওকূল দুকূল প্লাবিত করা
কি বিশাল বক্ষ ছিল তোমার।
শেখ মুজিব!
তাঁর অত বড় হৃদয়ে বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে
দাপাদাপির কৈশোর অতিবাহিত করতো তোমার বুকে।

কেমন করে এত বিশালত্ব ধারণ করতে তুমি?
অত বড় বিপ্লব, আন্দোলন, বিদ্রোহ,
অসহযোগের ঐ জ্বলন্ত আগুন
কী করে ধরে রাখতে?
ভাবা যায়?
কী ভীষণ উত্তাল ছিলে তুমি সেই দিন!
পাড় ভাঙতে দারুণ দাপটে প্রতি রাতে।
সহস্র নূপুরে তুলে সু-তীব্র ঝংকার।

বাঁকায়ে মধুর গ্রিবা কখনও ইমনে,
কখনও বা আশাবরী, কখনও ত্রি-তালে।

বর্ষার ভরা জলে দাদরায় তুমি,
নেচে যেতে মনে হতো ষোড়শী কুমারী।

ধ্রুপদে তুলে যে ধীরে মনোহর তাল,
মাতোয়ারা করে দিতে শীতের সকাল।

বসন্তে কাহারা রাগে উপকূল-ভূমি,
বারে-বারে-নেচে-নেচে ছুঁয়ে যেতে তুমি।
হেমন্তে গম্ভীরা রাগে তুলে কলতান,
বাজাতে, শোনাতে তুমি যৌবনের গান।

গ্রীষ্মের দাবদাহে মেঘ মল্লার,
মাঝে মাঝে তুলে নিতে চরণে তোমার।
শরতে উদাস হয়ে ভৈরব রাগে,
আদিমাতা গঙ্গাকে নমস্কার করে
ছুটে চলে যেতে সেই গন্তব্য সাগরে।

আজ প্রবল জল-স্রোত স্থির পড়ে আছে
অবসন্ন পরিশ্রান্ত শান্ত, যেন শবদেহ।
প্রতীক্ষায় আছে যেন অন্তিম সৎকারের!

স্থির বুঝি হৃদয়ও তোমার মধুমতি!
মৃত স্পন্দনহীন বুকে আজ আর কেউ বুঝি
শেখ মুজিবের মতো স্বপ্ন দেখে না
অনায়াসে সাঁতার কাটতে কাটতে
কেউ বুঝি ভাবে না আর মানুষের কথা!

কোনোদিন কেউ কি সে দৃপ্ত-গম্ভীর কণ্ঠে এসে বলবে আবার?
'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, এদেশের মানুষের অধিকার চাই।'
আজ আর সেই শেখ মুজিবুর নেই।

মরে গেছ তুমিও মধুমতি।
সারা বুকে জেগে আছে অজস্র বালুচর।
যেমন করে ক্ষয়ে গেছে দেশ আর মানুষের ভবিষ্যৎ।

তোমায় উত্তাল যৌবনের লক্ষ লক্ষ ঢেউ,
মাথায় ধারণ করে নীলিমা সফেন শত জলজ-মুকুট,
একদিন কি ভীষণ বেড়ে আছড়ে পড়তো অবিরাম।
ভাঙে গড়ত আবার মাথা
তুলতো প্রচণ্ড গৌরবে।

মনে আছে—
'৪৯-এর সেই ভয়াবহ মন্বন্তর
৫২'র রোদ্রকরোজ্জ্বল সকাল,
যেদিন প্রাণ দিয়েছিলেন তোমার সন্তান
রফিক, বরকত আর জব্বার, সালাম

তারপর সেই '৫৪ সাল।
বিজয়ের বিপুল উল্লাসে প্লাবিত হয়েছিল কূল-উপকূল।
চাঁদ মিয়া ভাইয়ের দরাজ গলার সেই গান,
যে ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলেছিলে তুমি—
'শেখ মুজিবুর বলেছিল, ছেড়ে দাও এই ধান,
আমার দেশের চাষী ভাইদের ভিক্ষা দাও না প্রাণ'...
যুক্তফ্রন্টের সেই নির্বাচনী গান আজও হিল্লোহ তোলে
উপকূল প্লাবিত করা, মাঠময় বিস্তীর্ণ সে সোনা রঙা ধানে।
যদিও সেই আজ নেই বিজয় আস্বাদ!

তারপর কত বছর কেটে গেছে।
৬২'র ছাত্র আন্দোলন,
৬৬'র ছয় দফা
৬৮'র আগরতলা মামলা—
কেটে গেল কতো রাত্রি-দিন।
অবশেষে আবির্ভূত হলো প্রবল ৬৯।

তুমিও আলোড়িত হলে সেই প্রলয় উৎসবে।
এরপর এলো সেই '৭০-এর কাঙ্ক্ষিত বিজয়,
যা ছির জনতার ম্যান্ডেট।

কি প্রবল প্রবাহ তোমার,
তুমি দেখছ যে রাজা লক্ষ্মণ সেন, দুর্বার ঈশা খান।
বাংলার সেই স্বাধীন শাসক দেখেছিলে বুঝি তুমি,
তাই শেখ মুজিবের কানে-কানে মন্ত্রণা দিতে—
সারা রাত্রিদিন ধরে শত কলতানে,
স্বাধীনতা, শুধু স্বাধীনতা।
তাই বুঝি গর্জে উঠেছিল প্রবল বিক্রমে
'আর যদি একটা গুলি চলে...'

মধুমতি
সে বীর্য, সে শৌর্য আজ হারিয়েছ তুমি।
কোথা সেই মেধাবীমনন?
কোথা সেই শোষিতের পক্ষে গর্জে ওঠা গম্ভীর কণ্ঠস্বর?
প্রলয়ঙ্করী গান,

যার সাথে করত ব্যাজন শুধু
বন-মাদলের সুর, মৃদঙ্গের তাল।

কোথা সেই প্রচণ্ড দাবদাহ গ্রীষ্মের?
কোথা গেল মোহিত শরৎ দুর্দান্ত বসন্ত?
আজ সব হারিয়েছ তুমি!
পাটগাতি বাজারের কার্তিক ডাক্তার,
আমাদের কাকামণি।
ছোটবেলায় জ্বর হলে মা যাকে ডেকে পাঠাতেন ব্যস্ত হয়ে।

তিনি আসতেন চটি ফট-ফটিয়ে,
এক হাতে পেট-মোটা কালো ব্যাগ
অন্য হাতে ধুতির কোঁচা ধরা থাকতো।
গলায় স্টেথো।

পাঞ্জাবি আদলের সেকেলে হাফশার্ট,
আর লোমশ হাতে পরতেন কালো বেল্টের ঘড়ি।

বাড়ির উঠানে ছাতা বন্ধ করতে করতে ধমকে উঠতেন,
খুব জলে ভেজা হয়েছিল বুঝি?
কাছে এসে হাল্কা স্বরে বলতেন,
হ্যাঁ করে জিভ দেখা, খুব লম্বা করে শ্বাস টান।
হ্যাঁ সর্দিটা জেঁকে বসেছে, দেখছি।

এই মিকচার দিয়ে গেলাম, তিন বেলা তিন দাগ খাবি।
দুধ খাবি সাগু দিয়ে, ভাত নয়।
মনে থাকবে?
মাকে বলতেন, ভয় নেই, তিন দিনে ঠিক হয়ে যাবে।

সেই কার্তিক ডাক্তার,
ঔষধের দোকানের জগবন্ধু বাবু,
মনোহারী দোকানের কাছেম শেখ,
আরো সবাই
কী সন্ত্রস্তই না থাকতো তোমার দাপটে,
কখন তুমি পাড় ভাঙ?

তারপর দোকানগুলোকে গিলে খেয়ে
তাদের সর্বস্বান্ত কর এই ভয়ে।

আজ এতো রোগা হয়ে গেছ কেন?
কোথায় তোমার সেই দুরন্ত উচ্ছ্বাস?
লোল-চর্ম হয়ে গেছে, দাঁত পড়ে গেছে বুঝি?
সব চুল পেকে গেছে মধুমতি?
কেন, কেন তুমি বুড়ি হলে বলো?

জানি, মৌনী,
শান্ত-স্থির তুমি পড়ে আছ আজ।
ভাষা নেই, কথা নেই কোনো।
পার না ভাঙতে আর ঢেউ,
তুলতে পার না কোনো কলতান।
চর পড়ে হেজে-মজে গেছ।
তোমাকে স্তব্ধ করেছে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট।
তারপর থেকে তুমি ধীরে ধীরে হারিয়েছ গতি,
হারিয়ে গেছে যে সেই চলার শক্তি!

আজ কোনো ছন্দ নেই,
মৃদুমন্দ সমীরণ বহে না তো আর।
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন আজ
ফিরে সে তো আসে না আবার।
বিশাল ক্যানভাস জুড়ে আজ আর আঁকে না তো কেউ,
বাঙালির ভালোবাসা, বিপ্লব আর প্রতিবাদী মিছিলের ঢেউ।
হারিয়ে গিয়েছে পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন আজ
তাই নক্সীকাঁথাতে আঁকা হয় না যে শস্য-সবুজ মাঠ।
আঁকা হয় না যে 'সাজু' বা 'সখিনা' আবার নতুন করে,
ধান-বানা গীত, সর্ষের ফুল সব গেছে আজ ঝরে।

জীবনের প্রচণ্ড সংগ্রামে,
ব্যর্থ বৃদ্ধ পিতা মাথা হেঁট করে চলে,
সারাদিন পরিশ্রান্ত মানবেতর শ্রমে।
ঘরেতে অভাব, সন্ত্রাসী ছেলে, আই-বুড়ো দু'টি মেয়ে,
গৃহিণীর অসুখ, গৃহে নাই সুখ,

বেতন বাড়ে না মোটে ।
আছে আশ্বাস সরকার থেকে ঝুড়ি ভরা সব যুগে.
খাদ্য জোটে না, অভাব মেটে না, জীবন চলে না তাতে ।

চোখে কিছু, দেখো না তো, নদী!
ছানি পড়া দুই চোখে সব দৃষ্টি ঘুচে গেছে,
চারিদিকে আঁধার আর অনন্ত আঁধার ।
মানুষও তোমার মতো শোষিত-বুভুক্ষু যতো,
স্বপ্ন দেখে না চোখে বহু-বহুকাল ।
সহায়-সম্বল নেই, মরেছে প্রত্যাশা,
ধীরে ধীরে মিটে গেছে বাঁচবার আশা ।
সে সব মানুষ
ফিরে পেতে চায় আজ একটি মানুষ ।

দাও না মধুমতি,
আর একজন শেখ মুজিবর দাও না আবার ।
একবার আসুক সে দুরন্ত পুরুষ,
আবার সাঁতার কেটে তোমার উদ্দাম বুকে
নাতি-দীর্ঘ শাল প্রাংশু দেহ,
অমিত বিক্রমে তেজে দুঃখ দৈন্য বঞ্চনাকে ঘুচায়ে আবার,
গম্ভীর কণ্ঠস্বরে অজস্র লহরী তুলে
পুনরায় এসে সেই গেয়ে যাক গান—
‘এবরের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
একজন শেখ মুজিবের আজ বড় দরকার,
মধুমতি, পারো না কি দিতে তুমি, তাঁকে,
আর একবার?
বেথেলহেম জন্ম দিতে পারেনি আর একজন যিশু খ্রিস্টের,
তাই বলে, তুমিও কি জন্ম দিতে পারবে না মধুমতি,
আর একজন শেখ মুজিবের?

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা

শেখ ওয়াহিদুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা
যার তুলনা নাইরে
শস্য শ্যামল বাঙালিদের
সোনার বাংলা তাইরে ।

শোন্ বলি ভাই বাঙালিরা
একি কাজ করলিরে তোরা
একে একে সব কথা আজ
বলতে আমি চাইরে ।

পাকিস্তানের শয়তানেরা
রক্ত চুষে খাইলো তারা
মুজিব ছাড়া বাঙালিদের
বন্ধু কেউ ছিল নারে ।

বাংলা মায়ের ধন্য সন্তান
শেখ মুজিবুর রহমান
দিল তখন শান্তির স্লোগান
বলিলো ভয় নাইরে ।

অসহায় সব বাঙালিরে
শান্তি দেন শেখ মুজিবুরে
ন্যায্যা পাওনা পাওয়ার তরে
ছয় দফা তাই শুনায়রে ।

ছয় দফা কেন জারি করলো
আয়ুব খান তা শুনতে পাইলো
শয়তানের কান খাড়া করে
ষড়যন্ত্র আঁটায় রে ।

আগরতলায় মামলা দিয়া
মুজিবকে আসামি কইরা
মিথ্যা মামলার দোহাই দিয়া
তারে ধরতে যায়রে ।

তারপরে এ কি হইল
মুজিবকে ধরিয়া নিল
কারাগারে রাখলো তারে
শয়তান বেহায়ায়রে।

আইয়ুব মোনায়েম যুক্তি করে
ফাঁসিতে ঝুলাইবে তাঁরে
মারিবে শেখ মুজিবেরে
এই ফন্দি আঁটায়ারে।

নেতাহারা বাঙালি জাতি
এক সাথে করিল যুক্তি
মুজিবের মুক্তি চাইয়া তাঁরা
নামিলো রাস্তায় রে।

জেলের তালা ভাঙবোরে
শেখ মুজিবকে আনবোরে
মরতে হলে মরবো মোরা
জাতির পিতার দায়রে।

এইসব দেখে আয়ুব খান
হইল বড় পেরেশান
কেমনে হবে অবসান
আর তো উপায় নাইরে।

প্রবাসী বাঙালি যারা
ষড়যন্ত্র জানলো তারা
লন্ডন থেকে উকিল পাঠায়
শেখ মুজিবের দায়রে।

আয়ুব হইল দিশাহারা
গোলটেবিলে বসলো তারা
শেখ মুজিবকে ছাড়া মিটিং
বিফল হয়ে যায়রে।

আয়ুব হয়ে নিরুপায়
মুজিবকে টেবিলে ডাকায়
মুজিব বলে যাব না আমি
বন্দি অবস্থায় রে।

তবে নিঃশর্ত মুক্তি দিলে
যাব আমি গোলটেবিলে
এই কথা বলিলে মুজিব
মুক্তি পাইয়া যায়রে।

মুজিব তখন পাইলো মুক্তি
বাঙালিরা পাইলো শক্তি
মানলো না আর কোনো যুক্তি
নির্বাচন যে চায়রে।

তাই নির্বাচন হয়ে গেল
বাঙালিরা জিতে গেল
ইয়াহিয়ার মাথা পাগল হলো
ক্ষমতা নাহি দেয় রে।

শেখ মুজিবে এইসব দেখে
বলিল বেহায়া খানকে
সাত কোটি বাঙালির মুখে
তালা দেওয়া দায় রে।

মার্চ মাসের ৭ তারিখে
রেসকোর্স ময়দানের বুকে
লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে
ডাকিলো সভায়রে।

বললেন মুজিব অস্ত্র ধরো
দেশকে শত্রুমুক্ত করো
ন্যায্য দাবি আদায় করো
রক্ত দিয়া ভাইরে।

শেখ মুজিবের শুনে ভাষণ
গর্জে উঠলো বাঙালিগণ
স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে
যুদ্ধে নেমে যায়রে ।

ওদিকে বেহায়া খানে
শেখ মুজিবকে ধরে আনে
প্রাণে মারবে বলে তারে
পাকিস্তান পাঠায়রে ।

পাকিস্তানে নিয়ে গেলো
কবর খুঁড়ে দেখাইলো
বলে দিলো প্রাণে মারবে
যে কোনো সময়রে ।

শেখ মুজিব কয় গর্জন দিয়া
আমাকে প্রাণে মারিয়া
লাশটি আমার দিও পাঠাইয়া
সোনারই বাংলায়রে ।

টিক্কা নিয়াজী কি করিল
বাংলায় আর্মি নিয়ে এলো
২৫ শে মার্চ রাতে তারা
রক্তে দেশ ভাসায়রে ।

দেশে বাঙালি নিরুপায়
ভারতে তারা চলে যায়
দেশকে স্বাধীন করার তরে
মুক্তিফৌজ বানায়ারে ।

কৃষক শ্রমিক কামার কুমার
লুঙ্গি পরে লয় হাতিয়ার
বাঙালি সৈনিকদের সাথে
মুক্তিযুদ্ধের যায়রে ।

স্বাধীন বাংলার স্বাধীন সরকার
১৭ই এপ্রিল হয় আবিষ্কার
মেহেরপুর মুজিবনগরে
স্বাধীন ফ্ল্যাগ উড়াইলোরে ।

মিত্রশক্তি এক হয়ে
যুদ্ধ করে আসে এগিয়ে
এদেরই বীরত্বের জোরে
হানাদাররা ভাগলোরে ।

মুক্তিফৌজ যুদ্ধ করে
দেশকে শত্রুমুক্ত করে
লাল সবুজের পতাকা আজ
বিশ্বে দেখা যায়া রে ।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন ধুলে
রাজাকার আল-বদর মিলে
বুদ্ধিজীবী খতম করেও
লুকিয়ে কেন রইলোরে ।

যুদ্ধাপরাধী যারা ছিল
সেই খুনিরা আজও রইল
তাদের বিচার দেখতে ওয়াহিদ
রইলো আশায় বইয়ারে ।

বঙ্গবন্ধু
শাহ শওকত আলী ফকির

ফাঁসির মঞ্চে গাইলেন,
যিনি বাঙালির জয়গান
টুঙ্গিপাড়ায় নিদ্রিত সে নেতা
শেখ মুজিবর রহমান।

ভাসানীকে নিয়ে আসাম গেলেন
ইংরেজ মানিল ব্যাঘ্র
সোহরাওয়ার্দীকে বাংলায় এনে
হইলেন তাঁর শিষ্য।

বাঙালির তিনি মনের মানুষ
বাঙালির তিনি বন্ধু
তাই তো বাঙালি ডাকলো
তাহারে ঘোষিয়া 'বঙ্গবন্ধু'।

স্মরণ
শেখর বরণ

হে পিতা, পরমপিতা, হে পিতৃদেব আমার
তোমাকে মনে পড়ে, তুমি ছিলে—আছো—থাকবে
তুমি থাকবে প্রতিটি যুদ্ধের শক্তি জোগাবার প্রেরণায়
তুমি থাকবে প্রতিটি শিশুর স্বপ্ন দেখার উৎসাহে
তুমি থাকবে কষ্টে শিষ্টে বেঁচে থাকাদের দলে
তুমি থাকবে লড়াই শেষে রক্তবিছানো রাজপথে
তুমি থাকবে শহীদ মিনারের শীর্ষচূড়ার উচ্চকণ্ঠে
তুমি থাকবে ছেলেহারা মা নয়নমণির অগ্নিচোখে
তুমি থাকবে কৈশোরে প্রেমে পুষ্পিত প্রাণে
তুমি থাকবে প্রহরে ক্লান্তি মাখানো নির্জলা ঘুম
ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠবার মন্ত্র তুমি
তন্ত্র তুমি গীতাঞ্জলির বঙ্গবন্ধুর সোনার দেশ
'সোনার দেশে সোনার মানুষ' স্বপ্ন বুনেছিলে
স্বপ্নেরা সব জাগানিয়া গান আকাশে দিয়েছি মেলে
যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা যমুনা পাড়ের রাখি
তোমার মতো পিতা হওয়ায় স্বপ্ন দেখবে জাতি।

তিনি কি আসবেন
শফিক আলম মেহেদী

তিনি কি আসবেন
আবার আসবেন
যিনি চোখ তুলে তাকালে
রোদ উঠতো ফুল ফুটতো পাখি ডাকতো?

সাম্য স্বদেশ স্বাধীন করে কার
আমলা হবার বাসনা
গৃহের নিবিড় সুখ
জলাঞ্জলি দিলেন;
সুনিপুণ স্থপতির মতো
মুক্ত স্বদেশ নির্মেঘ নীল আকাশ
রেখে গেলেন
উত্তরসূরিদের অনায়াস অধিকারে;
বাংলার ঘরে ঘরে
অগণন সূর্যোদয়ের স্বপ্নীল প্রত্যাশায়
যৌবনের অনিন্দ্যসুন্দর অনেকগুলো বছর
কারাবাসে কাটালেন যিনি
আরণ্যক অন্ধকারে;
হ্যামিলনের আশ্চর্য বাঁশিঅলার মতন
বুনো হাওয়ায় যে কণ্ঠ ভেসে এলে
ঘর-গৃহস্থালি বনবাদাড় উজাড় করে
ছুটে যেতো অযুত লক্ষ মানুষ
পল্টনে রেসুকোর্সে স্বপ্নের ঘোরে
যাকে দেখে
পদ্মা ঘেমনার উত্তাল তরঙ্গরাশি
নত হতো বিপুল কুর্নিশে;
তিনি কি আসবেন
আবার আসবেন
আমাদের মাঝে পতিত পৃথিবীতে
যার মুখ চেয়ে
সন্তানপ্রতিম বাঙালি আমরা
অনন্ত প্রার্থনার সুরে বলবো
হে জনক হে ঋষি
এ ধুলো এ মাটি স্পর্শ করে দাও
সোনা হোক খাঁটি সোনা!

জাতির পিতা
শহীদুল্লাহ সিরাজী

বুকের মধ্যে আছে—চিরঞ্জীবী কাচে
সফেদ পোশাক গভীর ক্ষত
ইচ্ছা যতো
হৃদয়ে ঘিরে আছে—বুকের মধ্যে বাঁচে।

কোথায় যেন টান পড়ে যায়
কোথায় হাহাকার
শরতের মেঘের অঝোর বৃষ্টি
কান্না ফেরাবার—
বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল
ইচ্ছা জুড়ে খেই
মুজিব মানে স্বাধীনতা
জাতির পিতা সে-ই।

আমার দেশে সোনা ফলে
কৃষক মাঠে হাসে
শস্যশ্যামল দেশটা জুড়ে
মুজিব আছে বসে।

আগস্ট এলেই কে বলে হায়! মুজিব কোথায়
মুজিব মুজিব রব
মুজিব আছে বুকের মধ্যে—গভীর প্রাণে
সারাটা গৌরব।

টুঙ্গিপাড়ার আলিন্দে
শেখ আবদুল হক চাষী

তখন সোব্‌হে সাদিক-প্রভাত শিশুর ফুটফুটে হাসি প্রতীক্ষায়;
মোয়াজ্জামি অযুতে ধুয়ে তার হাত-পা
তামাম মাখলুকের গুনাহ মুছে নেবেন
আল্লাহর জমিন নিবিড় রহমতে সিক্ত করতে আযান দিবেন মিনারে
অথচ তারই কিছুক্ষণ আগে একটি বাড়ির দিকে
অবিরাম গোলা বর্ষিত হচ্ছে...
বত্রিশ নম্বর বাড়িটিকে তখনো মমতায় জড়িয়ে রেখেছে শ্রাবণের মেঘ,
বাড়িটিতে ঘুমোচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধু!
বৃষ্টির মতো গুলি-বর্ষণে বিস্ময়ে বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন তিনি।
মুখোশধারী ঘাতকেরা তাঁর বজ্রকণ্ঠের সামনে নিশ্চুপ-নির্বাক;
শুধু নীরবতা ভেঙ্গে সশব্দ-চিৎকার করে উঠলো ঝাঁক ঝাঁক বুলেট
ঝাঁঝরা হয়ে গেলো বঙ্গবন্ধুর আপোসহীন বিপ্লব;
তাঁর হাত থেকে ছিটকে পড়লো ঐতিহ্যের পাইপ
চোখ থেকে মোটা ফ্রেমের চশমা—লুটিয়ে পড়লেন তিনি;
তাঁর বুকের রক্তের মানচিত্র আঁকা হলো বত্রিশ নম্বরের সিঁড়িতে।

এবারের সংগ্রাম...স্বাধীনতার সংগ্রাম
শামসুল আলম

পলাশির শেষ সূর্য আমাদের দুঃখলোচন
প্রাদেশিক যন্ত্রণা
অথচ
যার জন্য আমরা প্রতীক্ষিত, তৃষ্ণার্ত কাকের মতো
শ্রবণগ্রাহ্য বসে থাকতাম পল্টনে
আমাদের ভাষা সংগ্রাম, পেছনের প্রাগৈতিহাস
আমরা জেগে উঠলাম আর তখন পর্যন্ত আমাদের হামি ওঠেনি।

প্রস্তর স্তূপ পর্বত, দুর্বৃত্তের অশুদ্ধ চোখে, অস্থির
দুর্বিপাক ভেঙে ফেলতে তৈরি ছিলাম আগুনে—

সময় প্রস্তুত শেষ ভাষণ মার্চের ঝড়ো বাতাস,
আমাদের আক্ষেপের সময় ছিল না।
দুর্যোগগ্রাহ্য সমস্ত সময় অতিক্রম করতে
যে স্বপ্নদীপ্ত মুখ ভেসে উঠত
সে পুরুষ আমাদের চেনামুখ—আমাদের
জাতিসত্তার বাহক—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

যার উচ্চারণ আমাদের সম্মোহিত করেছিল।
সংগ্রামে—
আর সেই অনবদ্য আত্মিক উচ্চারণ—
'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বঙ্গবন্ধুর গল্প

শাফিকুর রাহী

মহাকালের সুহৃদ বন্ধু—গল্প শুনবে গল্প
বাংলার এক মহামানবের সুদীর্ঘ সংকল্প—
যে মহাবীর বিশ্বকে মহা চমক লাগিয়েছিলেন,
একাত্তরেই দেশ স্বাধীনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
টুঙ্গিপাড়ার শেখ পরিবারের সতেরই মার্চ ভোরে,
সোনার খোকন জন্ম নিলেন বাতাস নাচলো দোরে।
বাংলা মায়ের আঁধার ঘরেই আলোর প্রদীপ জ্বেলে,
উদয় হলো যে সূর্যনায়ক, বঙ্গদামাল ছেলে।
ভিনভাষীদের শোষণে তখন বাঙালিরা দিশেহারা—
প্রাণের প্রিয় যে মাতৃভাষা কেড়ে নিতে চায় তারা।
বাঙলা ভাষার মুক্তিনায়ক তখন ওঠেন জ্বলে—
আকাশ বাতাস গর্জে উঠলো জয় মুজিবুর বলে।

ঘৃণ্য শাসক অস্ত্র উঁচিয়ে করলো ভীষণ বড়াই,
তাই বেঁধে গেলো ভাষার জন্য বায়ান্নতে লড়াই।
বজ্রকণ্ঠে গর্জে ওঠেন সাহসী মুজিব তাই,
ভাষার যুদ্ধে জীবন দিলেন সালাম রফিক ভাই।
দশদিগন্ত কাঁপিয়ে ছুটলো মাতলো বীরের বেশে,
প্রতিরোধের আগুন ছড়িয়ে পড়লো সারাদেশে।
শেখ মুজিবুর ছিলেন তখন বন্দি যে কারাগারে,
টুঙ্গিপাড়ার সোনার খোকন, তার সাথে কেউ পারে?
পাকিস্তানী স্বৈরশাসক তেইশ বছর ধরে
নিপীড়িন আর নির্যাতনের জঙ্গি-আইন করে।
কৃষক-শ্রমিক গর্জে উঠলো স্বদেশ উঠলো জ্বলে
জয় মুজিবুর, জয় মুজিবুর, জয় মুজিবুর বলে।

পশ্চিমা ওই শোষক কাড়লো বাঙালির অধিকার,
আমার মায়ের সোনার স্বপ্ন সব হলো ছারখার
পরাধীনতার শিকল ছেঁড়ার লড়াই লাগলো মাঠে,
শেখ মুজিবুর মুক্তির গান শোনালে হাটে বাটে।
আগরতলার মামলায় তিনি দাঁড়িয়ে ফাঁসির মুখে,
বীরের মতোন ভাষণ দিলেন শক্তি জাগিয়ে বুকে।

বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ ছয়দফা হলো লেখা,
মুজিব বলেন এখানে বাঙালি পাবে মুক্তি দেখা।
টিক্কা, ভুট্টো, ইয়াহিয়াদের, ষড়যন্ত্রের জালে,
মহা বিপ্লবী বাতাস ছুটলো নায়ের সবজু পালে।
নেতার সকল স্বপ্ন বাসনা ফুঁসে ওঠে দাবানলে,
লক্ষ বাঙালি গর্জে উঠলো জয় মুজিবুর বলে।

বীর বাঙালির সাহসের ধ্বনি শুনে সেই ভিনভাষী,
কূট-কৌশলে চায় যে পরাতে নেতার গলায় ফাঁসি।
ওদের সকল ষড়যন্ত্রের শিকল ছিঁড়ল শেষে,
দেন স্বাধীনতা ঘোষণা হঠাৎ বাঙালির সমাবেশে।
পুলিশ লাইন, ছাত্র-আবাসে ছাব্বিশে মার্চ রাতে,
পাক-হানাদার ঝাঁপিয়ে পড়লো হত্যা ও সংঘাতে।
পাকসেনাদের রুখতে বাঙালি হলো মহা-সংগ্রামী,
নেতার আদেশ পেয়েই আমরা মুক্তিযুদ্ধে নামি।
বীর বিচ্ছুর রণকৌশলে হার মানে হানাদার
মুক্তিনেশায় লক্ষ মানুষ ছুটে যায় বাংলার।
যুদ্ধের ভেরি বেজে বেজে ওঠে পদ্মা নদীর জলে,
আকাশ বাতাস কেঁপে কেঁপে ওঠে জয় মুজিবুর বলে।

তুমুল সাহসে সোনালি স্বপ্নে বাঙালি দিব্যি লড়ে,
যোদ্ধারা সব বুকের মধ্যে যুদ্ধশিবির গড়ে।
সেই সে যুদ্ধ জীবন বিলালো তিরিশ লক্ষ প্রাণ,
এই বাঙলার স্বাধীনতার সেই শহীদের অবদান।

বীর বাঙালির মুক্তি লড়াই, কঠিন ধারালো পথে
হাজার বছর চললো—যুদ্ধ, অগ্নি কঠিন রথে।
প্রীতিলতা আর ক্ষুদিরাম যেই জন্যে প্রাণটা দিলো,
সেই জন্যেই বঙ্গকিশোর যুদ্ধে শপথ নিলো।
সেই সে মহান মুক্তিযুদ্ধ সফল করলো কারা?
মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে যোদ্ধা হয়েছে যারা।
সন্তানহারা মায়ের বুকেতে আগুন উঠলো জ্বলে,
আকাশ-বাতাস গর্জে উঠলো—জয় মুজিবুর বলে।

মহান নেতার জীবন মন্ত্রে জাগলো বাঙালি জাতি,
দীপ্ত মশাল জ্বালিয়ে ভাঙলো ভয়াল আঁধার রাতি।

বঙ্গমাতার স্বাধীনতা চাই—রাখলো জীবন বাজি,
দেশের জন্যে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ালো নায়ের মাঝি।
অগ্নিকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন জাতির প্রাণের রাজা,
ভাঙতে শিকল কাঁপলো আকাশ—যুদ্ধ মাদল বাজা।
বাঙলাকে এই করতে মুক্ত দীপ্ত শপথ নিয়ে
বঙ্গবন্ধু গান শোনালেন, গ্রামেও গঞ্জে গিয়ে—
'তোমার আমার ভাই, আমি তাই তোমাদের ভালোবাসি,
স্বাধীনতা চাই, প্রয়োজনে রাজি পরতে গলায় ফাঁসি।'
ভিনভাষী সেই হায়েনার সাথে ন'মাস যুদ্ধ চলে,
যোদ্ধা বাঙালি গর্জে উঠলো—জয় মুজিবুর বলে।

এমনিভাবেই আসলো বিজয় ষোলই ডিসেম্বর,
বিজয়-গর্বে বাতাস শোনালো, জয় জয় মুজিবুর।
মুকুটবিহীন সম্রাট তিনি, জাতির নয়ন-মণি
চারিদিকে তাই উঠলো স্লোগান—জয় মুজিবুর ধ্বনি।
বিরান স্বদেশ গড়ার লক্ষ্যে যখন মগ্ন তিনি
তখন কী এক ঘাতক বাতাস বেজে ওঠে ঝিনি ঝিনি।
পঁচাত্তরের আগস্ট মাসের পনেরো তারিখ সেই,
মীরজাফরের বুলেট দাগায় প্রকৃতি হারালো খেই।
প্রাণের অধিক নেতার বুকেতে হানলো আঘাত তারা,
কেঁদে কেঁদে ওঠে আকাশ বাতাস, সুদূরের শুকতারা
বিপন্ন এই দেশ জননীর জীর্ণ নিশান তলে—
দাঁড়িয়ে সবাই ডুকরে উঠলো—বঙ্গবন্ধু বলে।

নীল বেদনায় আঁখিজল ঝরে, আকাশ উদাস তাকায়,
দুঃখরা ঝরে ধানমন্ডির সেগুন গাছের শাখায়
শিমুল-পলাশ, রক্তজবা ও তাল-তমালের বীথি,
জনক হারানো শোকে তারা গড়ে শোকার্ত সম্প্রীতি।
পদ্ম-মেঘনা-করতোয়া কাঁদে যে কর্ণফুলি—
কেঁদে কেঁদে বলে জনকের কথা কি করে আমরা ভুলি?
নিপীড়ন আর নির্যাতনের ভয়াবহ থাবা থেকে,
দেশকে মুক্ত করার জন্য জীবনটা বাজি রেখে—
যে মহাবীর সারাটা জীবন গেলেন যুদ্ধ করে—
কী করে পাপীরা চালায় বুলেট তার সে বুকের পরে?
বাংলাদেশের মাটি ও আকাশ, সাগর চরাঞ্চলে
ভেতরে বাতাস হাহাকার তোলে—বঙ্গবন্ধু বলে।

জাতির পিতার বজ্রকণ্ঠে আজো বাজে, গাঁও গ্রামে,
ভাগ্যহতরা জ্বলে উঠে সবে প্রদীপ্ত সংগ্রামে।
টুঙ্গিপাড়ার পুণ্যমাটিতে জনক নিদ্রা যায়,
ছুটে যায় তাই লক্ষ মানুষ ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায়।
অল্প কথায় জাতির পিতার গল্প হয় না শেষ,
যার শোকে সব ভারাক্রান্ত গাছ-লতা-পরিবেশ।
পৃথিবীতে আজ যার মহিমায় বাঙালির পরিচয়,
দুনিয়ার সব জ্ঞানী ও গুণীরা অবাক তাকিয়ে রয়।
মহা বিপ্লবী—যার আলোতেই আমরা যে আলোকিত,
তার মহিমায় আমরা আবার হবো হবো উত্থিত।
বীর বাঙালির বিজয় গর্ব—ক্ষয়ে যায় শোকানলে,
মধ্য-আগস্ট কেঁদে কেঁদে ওঠে—বঙ্গবন্ধু বলে।

রক্তে রঙিন এই পতাকায় তাঁর সে ছবিটি ভাসে,
আজো এই জাতি প্রাণের চেয়েও তাকে বেশি ভালোবাসে।
তাঁর কণ্ঠেই আমরা শুনেছি বাঁচারই আহ্বান,
শুনেছি বন্দি এই বাঙালির মুক্তিরই জয়গান।
যতোদিন এই পৃথিবী থাকবে, থাকবে পাখির গান
ততোদিন বেঁচে থাকবেন শেখ মুজিবুর রহমান।
বাঙালি জাতির মহা মানবের অমর গল্পগাথা
অনন্তকাল ছড়াবে আলোক কাঁদবে বৃক্ষপাতা
বঙ্গবন্ধু জেগে থাকবেন বিজয়ের মহিমায়,
শেখ মুজিবের নামে আজো এই বাঙালি সাহস পায়।
মুজিবের নামে কোটি মানুষের কণ্ঠ যে ওঠে জ্বলে,
এখনো সবাই দেয় যে স্লোগান—বঙ্গবন্ধু বলে।

একজন গডোর প্রতীক্ষায়

শামীমুল হক শামীম

ভীষণ কৃষ্ণপক্ষ আজ আমাদের সামনে...
আমরা যারা খোলা প্রান্তরে বিশুদ্ধ নিঃশ্বাস নিতে চাই—
রোদের আলোয় টানটান দাঁড়াবার ইচ্ছে প্রকাশ করি—
একটি বটবক্ষের ছায়ায় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে চাই—
কোথাও কোনো আলোর দেখা পাই না,
কোনো অবলম্বন আমাদের সামনে নেই—
আমাদের সামনে নেই কোনো দিকদর্শিকা
একটি বটবৃক্ষের আজ ভীষণ অভাব, সবাই অনুভব করি।

আমাদের মানচিত্র ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে ধূর্ত খাটাশ
সংবিধানের চার মূলনীতি গিলে খেয়েছে জাতীয়বাদী শকুন
আমাদের আর দাঁড়ানোর জায়গা নেই—
ক্রমশ পিছন দিকে ধাবিত হচ্ছি আমরা,
আমাদের হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে গর্বিত পতাকা
আমরা শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছি...

ভীষণ কৃষ্ণপক্ষ আজ আমাদের সামনে
এবং এই কৃষ্ণগহ্বর থেকে সটান, ঘুরে দাঁড়াবার জন্য
সেই তর্জনী উঁচানো গডোর বড়ো বেশি প্রয়োজন
আমরা সেই গডোর প্রতীক্ষায় আছি...

বঙ্গবন্ধু নাকি মানচিত্র বাংলার

শামীম রেজা

এই সেই অন্তরেখা যেখান থেকে তোমাকে তুলে নেয়া
হয়েছে...মাদী উপদের মতো ছোট ছোট বিস্তীর্ণ পাহাড়
চারদিকে, সমাধিস্তম্ভের ভিত ফেটে যে মহীরুহ জন্মেছে কী নাম
দেবতার? বঙ্গবন্ধু, নাকি মানচিত্র বাংলার। বর্শার ফলকে গাঁথা
এই ঘোড়ার খুলি কোনো যতিচিহ্নের নির্দেশনা দেয় আমাদের?
একটা বাঘের ছানা জন্মানোর আগে পরিত্যক্ত সুন্দরবনের খোঁজ
রাখেনি কেউ, যারা দীর্ঘ ঘুমে, নিমজ্জিত কালাধিকাল তাদের
অভিসম্পাত দিয়ে কী লাভ বলো, নদীর ঢেউয়ের করুণ সুরের
মধ্যে বেজে চলে প্রিয়তমা তোমার বিদায়ী কান্নার সুর আর
আমার চোখ গলে পানি ঝরতে পিতা। এই দেখো আমি এক
জীবিত প্রবাল, রূপ রস গন্ধ নাই—আবার সেই অদৃশ্য বাণী
উচ্চারণে জেগে উঠতে চাই, ঐ কণ্ঠস্বর পূর্বে বা পরে কেউ
কখনো শোনে নাই—যা ছিল গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত,
আগুনের মতো স্পর্শহীন—এখনো নিম্ন উপকূল থেইকা গভীর
খাদ থেইকা কে যেন ডাকনাম ধইরা ডাকে আমায়।
যে দেশে কোনো খুনির কবর কিংবা চিতা নাই, চলে যেতে চাই
বন্যপাখির পাখার বাতাসে, যেসব মহীরুহকে জেলে হত্যা করা
হয়েছে, সেই সকল শহীদের আত্মার প্রতি শপথ নিয়া বলছি—
এই উন্মাদ জগৎ কখনো শান্তি পাবে না, সীমান্ত নিয়া চুক্তির
দিন শেষ, পাখিদের আবার সীমান্ত কিসের? কে যেন বইলা
গেল দৃষ্টিবৃত্তের বাইরে গুপ্ত অশ্বারোহীদল—এখনো সবল।
মানুষের চর্বিতে তৈরি সাবানের মতো নির্লিপ্ত কারখানা দেখে
কীভাবে বেঁচে আছে মৃত্তিকা আমার! আকাশের জলঘড়ি সাক্ষী,
পিঁপড়ে লেজ খেয়ে ফেলা একটা ইঁদুর টেনে নিয়ে যাচ্ছে
অচেনা কোথায়! আর কোথায় নিয়ে যাবে?
চারদিকে মৃত শান্তির কবুতর টাঙায়ে রাখা উষর প্রান্তর।
আমার গৌরবের গ্রীবায় এখনো জোনাকির অফুরান আলো,
গোলকধাঁধার মধ্য দিয়া প্রবাহিত সেই স্বর, ডাক নাম ধইরা
এখনো ডাকে—মুক্ত করি—মুক্তি, আয় আয়...

যার চেতনায় স্বদেশভূমি

শুভ্রা বিশ্বাস

স্বপ্নে ঘেরা, স্বদেশভূমির
স্বপ্নে ছিল মত্ত;
লাখো বাঙালি লাখো যোদ্ধা
ছিল সেদিন উন্মত্ত।
হৃদয়ে ছিল টান;
মনে ছিল একাত্তরের জয়গান;
পৃথিবীর মানচিত্রে—
গড়বে একটি স্বপ্নের স্বাধীন দেশ;
যার নাম প্রিয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের নাড়িতে নাড়িতে;
ছিল যার টান,
সেই হল আমার স্বপ্নের
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

একাত্তরের যুদ্ধের সেদিন
দামামা বাজিয়ে ছিল যে—
লাখো শহীদের অস্তিত্বে
স্পন্দন তুলেছিল সে।

হটাও শত্রুদল।
বাজাও অষ্ট মাদল।
গড়বো নতুন পৃথিবী;
ভরাবো ফুলে ফলে, শস্যে
নতুন একটি দেশ হবে; এ বিশ্বে।
এই তো সেই নেতা;
তোমার, আমার, সবার
বিবেকের মাঝে রবে যার কথা।

কোটি কোটি সালাম

শিরীণ আক্তার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
স্বাধীনতার মহানায়ক—
তুমি নেই বলে আজ শুধু
চারদিকে কান্নার ধ্বনি শুনি
তুমি নেই বলে এদেশের
প্রকৃতির প্রতিটি সম্পদ
কান্নায় লুটোপুটি খাচ্ছে যত্রতত্র
তোমার শোকে সেদিন আত্মহত্যা করেছিল
অগণিত আমজনতা—
যারা, যে নরপশুরা
তোমাকে নির্মম নৃশংসভাবে
করেছে হত্যা অকালে
শকুনেও খাবে না তাদের লাশ
এদেশের মাটিও নেবে না তাদের
গলিত মরদেহ
লক্ষ লক্ষ কীট কুরে কুরে
খাবে তাদের দুর্গন্ধযুক্ত মরা
ওদের আত্মা, আত্মীয়স্বজন পরিজন
সবার অলক্ষে তোমার বিদেহী আত্মার
কাছে মাফ চাইবে এ দুর্গতি থেকে
মুক্তির প্রত্যয়ে—
আর তোমার আত্মা বেহেশত থেকে
সেসব দেখবে ফুলের সুরভিত হাসির
ঝলকে—
বঙ্গবন্ধু! তোমার জন্ম না হলে
আমাদের মুক্তির সংগ্রাম কে করতো
বলতে পারি না
তোমাকে না পেলে
বিশ্বখ্যাত সাত মার্চের ভাষণ
কে দিত বলতে পারবে কেউ?
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনতার ঢেউ
হয়তো হতো না কোনোদিন—

তোমার এ মৃত্যু কেউ মেনে নেবে না
নিতে পারে না
তুমি নেই একথা অকল্পনীয়
তুমি আছো, থাকবে চিরজীবী হয়ে
মীরজাফরের বংশধর ছাড়া
বাকি সবার ধমনীতে
তুমি থাকবে প্রতিটি মানুষের
হৃৎপিণ্ডের প্রতিকণা রক্তে
তোমা ছাড়া এ জাতির অস্তিত্ব অর্থহীন
তুমিই এ জাতির পিতা, তুমিই সত্য
তোমার মাঝেই বিলীন
এদেশবাসীর এ জাতির অস্তিত্ব
তাই জীবনে মরণে তোমাকেই
করি সালাম, তুমি লও
আমাদের কোটি কোটি সালাম।

ঘণ্টা

শাকিল হাসান

বন্ধু
বঙ্গবন্ধু
বলিষ্ঠ কণ্ঠের
অতন্দ্র প্রহরীর ঘণ্টা।
জনসমুদ্রের ঘণ্টা।
শ্লোগান, মশাল, মিছিলের ঘণ্টা
প্রতিবাদ প্রতিরোধ, প্রতিশোধের ঘণ্টা
তন্দ্রাহীন ঝলসে ওঠা অগ্নিশিখার ঘণ্টা।
পথে পথে রাজপথের লড়াকুর ঘণ্টা
সবুজ পাতার ঘণ্টা।
প্রভাতে সূর্য উদয়ের ঘণ্টা।
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা
গঙ্গা, গৌরী প্রবাহের ঘণ্টা।
সাইক্লোন, হারিকেন, ধূমকেতু, হুঙ্কার ঘণ্টা।
ভূমিকম্প, ফুজিয়াম, আগ্নেয়গিরির ঘণ্টা।
দুর্যোগ, দুরন্ত, দুর্বার ঘণ্টা।
ধর্ম, বর্ণ, বৈষম্যের বিরুদ্ধে
কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গের ঘণ্টা।
সুখে, দুঃখের পাশাপাশি মানুষের ঘণ্টা।
রক্তে রক্তে শিরায় উপশিরায়
হৃৎপিণ্ড ফুসফুসের ঘণ্টা।
সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, রবিঠাকুর, নজরুলের ঘণ্টা।
শেরে বাংলা, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দীর ঘণ্টা।
বন্দিদের কারাগারে বিপ্লবে বিপ্লবে,
বিদ্রোহে, বিদ্রোহের ঘণ্টা।

মানচিত্র, ভূগোলের ঘণ্টা।
কাল-মহাকালের ঘণ্টা।
আকাশ-মহাকাশের ঘণ্টা।
ভেসে উঠে চরে
চমকে ওঠা মানুষের ঘণ্টা।
যুদ্ধ ঘোষণায়

বাংলার স্বাধীন ঘোষণার ঘণ্টা।
বিদ্রোহে, বিদ্রোহে, জয় করে
এই বাংলাদেশটা।

বন্ধু
বঙ্গবন্ধু
বলিষ্ঠ
বলিষ্ঠ কণ্ঠের
অতন্দ্র প্রহরীর ঘণ্টা।

নরাধম

শম্পা রহমান

আমি আমার বন্ধুকে হত্যা করেছি—
আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি আমার পিতার সঙ্গে
যে মুছে দিয়েছে আমার মায়ের চোখের অশ্রুজল
তার চোখে বেঁধেছি কালো রুমাল।
যে পরিয়েছে মাকে সবুজ শাড়ি, গাঢ়, লাল টিপ
তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি শীতের চাদর
যে আমাকে দিয়েছে একটি নাম ও স্বতন্ত্র পরিচয়
তার চিহ্ন আমি মুছে ফেলেছি প্রবল ক্রোধে
অসীম স্পর্ধা আমার অবেলায় চাইতে আসি ক্ষমা
আর ভীষণ হীনতায় দেখি—শুভ্র হাসি
সেখানে ক্ষমা, সুন্দর ও বিষাদ
'যার যা আছে, তাই নিয়ে...'
সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন :
একটি স্বপ্নের চারা পুঁতেছিলাম তোর জন্য
রত্নতুল্য প্রাণবন্ত চারাটিকে যত্ন করিস।

শোকাহত পদাবলী
শাহ শামীম আহমদ

শোক
চারদিকে শুধুই দীর্ঘশ্বাস
বাতাসে ভর করে আছে পনেরই আগস্টের শোক
শোকের পাথরে ঠুকে ঠুকে পিতা—ভেঙে যায় বুক।

খুনি
শোকের নদীতে আছে ভালোবাসা—বুকের নদীতে বিদ্যুৎ
আমি খুনি হতে চাই পিতা—একবার বলে দাও
বলে দাও হে দেবদূত।

দ্রোহ
চিত্তলোকে আনন্দ নেই—সৃষ্টিশূন্য
অন্তরে দ্রোহ অন্তরে বিষ!
মুজিব নামেই যেন জ্বলে অহর্নিশ।

আগুন আমার রক্তে শিরায়
শিব শর্মা

বঙ্গপিতা তোমার জ্বালানো শিখা
আজও অনির্বাণ।
একাত্তরের সেই দামাল মুক্তির আগুন
আজও আমার চৌহদ্দীতে আসে
দখিনা বাতাসে ভর করে
সে আগুনের মাঝে একটি নীলশিখা আজও
তোমার নামে বলে যায়
টুঙ্গিপাড়ার উপর হয়তো একদিন বইবে
সুবাতাস, জয় বাংলার বিজয়ী শব্দে
জেগে আছে তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে
লক্ষ সৈনিক।
অথচ দেখো, তোমারই বাংলায় আমাদের
পিতৃত্বকে আজও অস্বীকার করা হয়।
কিন্তু আমাদের দীপ্ত উচ্চারণ আমরা
জারজ সন্তান নই।
দুর্ভাগা জাতির জন্যে এরচে নিবিড় অভিশাপ
আর কী হতে পারে?
যে আগুন জ্বলছে আমার রক্তে, সে আগুন
একদিন গ্রাস করবেই তোমার খুনিদের
যারা বাংলাকে বিক্রি করতে চেয়েছে,
অপমান করছে
প্রজ্বলিত আগুনে আমাদের বিপ্লবের
রক্তিম অঙ্গীকার রইল তোমার প্রতি।

অবিনাশী বীণ

শফিক হাসান

সুমধুর সুরে ও বেজে ওঠা
মোহন বাঁশিটি এখন আর সুর ছড়ায় না
যে উন্মাতাল সুর লহরিতে একদা
উজ্জীবিত মুক্তিপাগল মানুষ
উদ্ভাসিত হয়েছিল দিনবদলের স্বপ্নে।

ইথারে ইথারে তরঙ্গায়িত
সেই অবিনাশী বীণের আহ্বানে
কী এমন জাদু ছিল
ছিল কোন কারিশমা
যে মন্ত্রে লক্ষ কোটি জনতা
পতঙ্গের দীক্ষা নিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সম্মুখসমরে।

কোথায় সেই বাঁশি?
সেই অনাবিল সুর তোলা মোহন যন্ত্র?
সে বাঁশিটা হয়তো এখনো আছে
কেবল তাতে ফুঁ দেয়ার মানুষটি নেই!
সেই মানুষটির নাম বঙ্গবন্ধু
তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

মহামানব ঘুমিয়ে থাকেন
দেশপ্রেমিকের অন্তরে...।

জাতির পিতা

শাহেদ বখত শাহেদ

মুজিব মুজিব বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশের মুখ,
ইতিহাসের পাতায় পাতায়
কান্না হাসি সুখ।

মুজিব মুজিব সিংহপুরুষ
এই মুজিবের কথা,
একাত্তরের সাতই মার্চে
ভাঙে নীরবতা।

মুজিব মুজিব যোদ্ধা মুজিব
এই মুজিবের দান,
বাংলাদেশ মানচিত্র
শিখা অনির্বাণ।

মুজিব মুজিব শহীদ মুজিব
পঁচাত্তরের লউ,
এই পৃথিবীর মানুষ বুঝি
ভুলতে পারে কেউ?

মুজিব মুজিব জাতির পিতা
এই মুজিবের দেশে,
জন্ম নিয়ে ধন্য আমি
মুজিব ভালোবেসে।

কোনোদিন তুমি হবে না ম্লান
শেফালী আরা খায়ের

বাংলার জনগণের হৃদয়ে
থাকবে তুমি চিরদিন
দোয়া করবো জাতির জনক
আসবে আবার শুভদিন।
ইতিহাসের পাতায় লিখা আছে তোমার নাম
যুগে যুগে ইতিহাস তোমায় দেখাবে সম্মান।
মুজিব তুমি জাতির পিতা শপথ তোমার হবে না বৃথা
হবে না কোনোদিন তুমি ম্লান।
দোয়া করি আমরা সবাই সুখে থাকি
জাতির জনক শেখ মুজিব
শপথ করে বলছি সবাই মলিন হতে দেবো না
তোমার হাসি মুখ।

বঙ্গবন্ধু
শাব্বীর জালালাবাদী

একটি পতাকা—নতুন মানচিত্র—মুক্ত স্বদেশ
একটি জাতির জন্ম দিয়েছ তুমি,
অথচ সেই তোমারই পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয়েছে
তোমার হাতে গড়া এই বঙ্গভূমি!

খুনিরা ভেবেছিল তোমাকে হত্যা করলেই
সবকিছু হয়ে যাবে শেষ,
আসলে ওরা জানত না—মুজিব মানে পিতা
মুজিব মানেই বাংলাদেশ।

ডাকিছে তোমারে
সুফিয়া কামাল

এই বাংলার আকাশ, বাতাস, সাগর, গিরি ও নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু? ফিরিয়া আসিতে যদি
হেরিতে এখনও মানব হৃদয়ে তোমার আসন পাতা
এখনও মানুষ স্মরিছে তোমারে, মাতা পিতা বোন ভ্রাতা।
যত অসহায় অক্ষম আর উপেক্ষিতরা সব
করুণ নয়নে হেরিছে এ দেশে বিলাসের উৎসব
শূন্য উদরে সুরমা পথে চলিতে চলিতে তারা
ভাবিছে তোমার এদেশে আবার আসিয়া বসিল কারা?
তোমার জীবন যৌবন ভরি সুদীর্ঘ কারাবাস
মুক্ত করিল, স্বাধীন করিল মুক্তির নিঃশ্বাস
ত্যাজিয়া মানুষ বাংলার মাটি বাংলার এ বাতাসে
তোমারই দেওয়া মুক্তির বাণী জীবনের আশ্বাসে
গাহিয়া উঠিল গান
তোমার বিহনে ব্যাহত হয়েছে লক্ষ মানব প্রাণ।

বাংলার গান, বাংলার ধান বাঙালি খাদ্য জমা
লুট হয়ে যায়, বিনিময়ে তার আসিছে নকল সোনা।
জাহাজ আসিছে আসে সম্ভার যত সেকি ঝলমল
সোনা চলে যায় সাগরের পাড়ে আবার গৃধু দল
বাংলার বুকে হানা দিয়ে আসে, তোমার বজ্র স্বরে
সেই মূষিকেরা লুকাইয়া ছিল অন্ধ গুহার ঘরে
তারা আসে আজ, তোমার আওয়াজ ধ্বনিতে না বারবার
যত বেঈমান এই বাংলার করেছিল ছারখার
দিবস রাতে দস্যুর দল হানা দিয়ে ঘরে ঘরে
নিত্যই দেখি এখানে সেখানে মৃতদেহ আছে পড়ে
তোমার শোণিতে রাঙানো এ মাটি কাঁদিতেছে নিরবধি
তাই তো তোমারে ডাকে বাংলার কানন গিরি ও নদী।

সে নাম মুজিব
সিকান্দার আবু জাফর

পূত মাতৃ অঞ্চলের প্রসন্ন আশ্রয়ে
সন্তানের কলকণ্ঠ ছিঁড়ে গেলে ভয়ার্ত বিস্ময়ে
থেমে গেলে হাতে হাতে খেজুর পাতার পাটি বোনা
দু'দণ্ড কৌতুক মেলে শঙ্খচিল অথবা ঘুঘুর কণ্ঠে
কয়টি নতুন গল্প শোনা
সদ্য ফোটা শাপলার পরিতৃপ্ত আত্মসমর্পণে
অংকিত বিচিত্র ছবি মুছে গেলে পুকুরের নিটোল দর্পণে
কবরের শ্মশানের অকস্মাৎ লাঞ্ছনা যখন
বন্দী করে নিয়ে যায় ঘরে ঘরে
মূর্ছাহত বাঙালির মন
তখন যে-নাম
পিতার বক্ষের মত নির্ভরতা
মেলে ধরে বলে
ভয় নেই, কল্যাণের ধ্রুব পদতলে
চূর্ণ হবে অসত্য অশিব,
সে নাম মুজিব।

নিরন্তর অত্যাচার শোষণের খাদে
আবর্তিত অন্ধকার নিষ্পষিত মানুষের
ভীরু আর্তনাদে
নির্মেঘ দিনের চোখে স্বচ্ছ দৃষ্টি দুরূহ যখন
শেখানো পাখির ঠোঁটে নিরুপায়
হৃদয়ের মিথ্যা উচ্চারণ,
তখন যে নাম
বিব্রত কংকাল-কণ্ঠে জীবনের লক্ষ জয়ধ্বনি
চোখে চোখে উদ্ভাসিত
প্রত্যয়ের দিগন্ত সরণী
ভয়ঙ্কর দানবের সমুদ্যত খড়গমুখে
দৃপ্ত ঋজুগ্রীব
সে নাম মুজিব।

উদাযুধ শাসকের সৃষ্ট অজুহাতে
সুমঙ্গল স্বর্গপুরী ক্লিন্ন হলে দৃষ্ট অবঘাতে
ব্যর্থ হলে মর্যাদার মুখস্থ চেতনা
কণ্টকিত উপহাসে পরিদীপ্ত চিত্তের বেদনা
মাতা-বধূ ভগ্নিদের সহস্র সজ্জায়
প্রসাধিতা কুলনারী নিহত সম্ভ্রমে ছেঁড়ে
অভ্যাসের দ্বার
পশু আর মানুষের ব্যবধান অস্পষ্ট যখন মনুষ্যত্ব
বিনাশের ষড়যন্ত্রের তবু তীব্র
বিদ্বেষের গরল সিঞ্চন।

তখন যে-নাম
আকণ্ঠ তমিস্রমগ্ন বাঙালির
আলোক-নির্ভর
দীর্ণ বুকে প্রত্যাশার বজ্রকণ্ঠস্বর
ডেকে বলে মৃত্যু নেই, মানুষের
পুত্র চিরঞ্জীব
সে নাম মুজিব।

পিতার প্রতি

সৈয়দ শামসুল হক

পিতা, তোমার প্রত্যাবর্তন চাই আমাদের এখন প্রস্তুত এই মননে।
এই রক্তলাল নদী, এই রক্তমাখা জামা, দীপ্তিহীন ওই আকাশ
এবং উড্ডয়নহীন এই পাখা,
এ আমাদের প্রার্থনায় ছিলো না।
চতুর্দিকে বলা হচ্ছে অনেক কথা, বলছেন কর্ণধারেরা
তার কোনোটিই সত্যের ধারে কাছে শেষ পর্যন্ত নয়।
দিবাকরের বদলে আমাদের জন্যে এখন দেয়া হচ্ছে টিউবলাইট,
আর উড্ডয়নের বদলে আমাদের শিশুদের এখন শেখানো হচ্ছে
ক্রীতদাসের মতো কতটা নত হওয়া যায় পদলেহনের জন্যে।

পিতা, তোমার স্বপ্নযাত্রার স্বনন আবার চাই আমাদের শরীরে।
আমাদের ঘাড়ের পেছনে টকটক করছে রক্তচোখ,
কানের ভেতরে অবিরাম সুতো ছিঁড়ে যাবার শব্দ,
এবং নৌকার গলুই কাঠে অঙ্কিত যে চোখ
সেই চোখে থরথর করছে এখনো এত তীক্ষ্ণ তীর।
পিতা, তোমার দৃষ্টিতারা ফিরে আসুক
আজ আমাদের অন্ধ অক্ষিকোটরে।

পিতা, আমার কলম এখন উদগীরণ করছে রক্ত,
এই কলম তো আমার হাতে থাকবার কথা ছিলো না।
আমার জন্য কবর খনন করতে উদ্যত এখন চারদিকে কোদাল।
আমি একটি দেশকে ভিতরে ভেতরে বসে যেতে দেখছি,
পিতা, আমি আমাদের শ্রেষ্ঠ কিছু মানুষকেও দেখছি
অশ্বের বদলে গর্দভের দরদাম করতে বাজারে।

পিতা, একদা তোমার বিদায় সঙ্গে সঙ্গে
আমি শ্রেষ্ঠতাকেও বিদায় নিতে দেখেছি
এবং তার পালা এখনও চলছে
এই যদি চলতে থাকে
আমাদের নত হয়ে পড়াবার আর কতটুকুইবা বাকি থাকে?
তক্তা খসে পড়বারইবা বাকি থাকে কতটুকু কোনো পাটাতনের?
মানুষ নিজেকে মানুষ বলতে না পারার জিহ্বা নাশ
হইতেই বা আর বাকি থাকে কতটা?

তাই আজ এবং এখনি।
আমাদের উচ্চারণ ও সিদ্ধান্তের মধ্যভাগে,
পিতা, তোমার রক্তকৃষিজাত জমিতে
আমাদের নবান্ন ধানের বীজ তোমার প্রত্যাবর্তন চাই।
তোমার স্বপ্নযাত্রার স্বনন লাগুক আমাদের প্রতি পাখায়
আমরা প্রস্তুত এখন আমাদের মননে,
তুমি আমাদের উড্ডীন করো, পিতা।

এখনো ধ্বনিত হয় সেই বজ্রকণ্ঠ

সাইফুল বারী

মানুষগুলোর চোখে-মুখে সংগ্রামের আগুন
বারুদের গন্ধ ফাগুনের বাতাসে
তাদের পথ দেখাতে
গর্জে উঠলো একটি কণ্ঠ—
'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
জেগে ওঠে দেশ
লাল-সবুজ পতাকা
উঠলো বাংলার ঘরে ঘরে
ধপ্‌ধপে আদ্দির পাঞ্জাবি
উপরে হাতকাটা মুজিব কোট
চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা
দৃঢ়তার ছাপ চোখে-মুখে
ডাক দিয়ে গেল প্রতিটি
আত্মার গভীরে। ঝাঁপিয়ে
পড়লো শিশু-নারী-পুরুষ
মুক্তিযুদ্ধে, যা আছে তাই নিয়ে।
ন'মাস ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে
হানাদার বাহিনীর আক্রমণ
মুখ থুবড়ে পড়লো মুক্তিযোদ্ধাদের
হাতিয়ারের সামনে। পৃথিবীর
সবচেয়ে গৌরবময় ইতিহাস
রচিত হলো তিরিশ লক্ষ-প্রাণের বিনিময়ে।
আজো দেশের
এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে
ধ্বনিত হয় সেই বজ্রকণ্ঠ—
'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'

বাপের বেটা
সুকুমার বড়ুয়া

বাপের বেটা বলে কাকে
চিন্তা করে দেখ
বাংলাদেশ জন্মদাতা
শেখ মুজিবুর, শেখ... ।

হাজার হাজার বছর গেলে—
হঠাৎ পাবে এমন ছেলে
আমরা পেলাম তেমন নেতা
লাখের মাঝে এক—

বজ্রকণ্ঠ জাদুর ছোঁয়ায়
বীর বাঙালি জাগে,
এমন শক্তি এমন সাহস
কেউ দেখেনি আগে ।

ধন্য মুজিব ধন্য তুমি ।
ধন্য হলো মাতৃভূমি ।

এই বাঙালির অন্তরে যার
হচ্ছে অভিষেক,
বাপের বেটা বলে কাকে
চিন্তা করে দেখ ।

অভিন্ন রূপক ও বাস্তবে
সিকদার আমিনুল হক

বাংলাদেশের মানে গাঢ়-সবুজ টলটলে জলাশয়,
বাংলাদেশ মানে জুঁই, হাসনাহেনা আর পারিজাত ফুল,
বাংলাদেশ মানে ডাহুক, মাছরাঙা, দোয়েল আর টিয়ে,
বাংলাদেশ মানে সরপুঁটি, মাগুর, শোল, পাবদার শাদা চোখ,
বাংলাদেশ মানে তার চারপাশে উন্মাতাল বঙ্গোপসাগর
এবং সেই সাথে
হাঙ্গরের উল্লাসে নৃত্যরত দীর্ঘ ঝাউগাছ ।
বাংলাদেশ মানে আরও কিছু—
শ্রাবণের বৃষ্টি, শীতের কুয়াশা,
হরিণের তৃষ্ণার্ত চোখ গ্রীষ্মের বাতাসে
শাল-সেগুনের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঘন গাছ
বাংলাদেশ মানে কামানের সামনে কৃষকের স্পর্ধা
বাংলাদেশ মানে একনায়কের রাজত্বে একটানা
পাঁচ বছরের নিয়মিত কার্ফু—
বাংলাদেশ মানে বন্যার সুড়সুড়ি, খরার
দগদগে ঘা...
বাংলাদেশ মানে কবিদের স্বাস্থ্যবান দীর্ঘ তালিকা,
বাংলাদেশ মানে মসজিদ-মন্দিরের সহাবস্থান,
গথিক-গির্জার অভিভাবক—
এখানেই সমাপ্ত নয়
বাংলাদেশ মানে আরও কিছু—
পতাকা সরিয়ে আবার নতুন পতাকা
এবং পৃথিবীর
কাছে
বাংলাদেশ মানে
তবু
রক্ত রঞ্জিত
মানচিত্র নয়
বাংলাদেশ হলো একটি সংযত রূপক ও বাস্তব
এখানে সূর্যকরোজ্জ্বল মুখে দণ্ডায়মান জাতির জনক ।

সাতই মার্চ একাত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য

সানাউল হক খান

রমনার মাঠ : ইতস্তত গরু, পথচারী হাঁটাহাঁটি
শর্টকাট এপারে-ওপারে, রবিবারে ঘোড়াদৌড় আহামরি!
এরই মধ্যে সাহেব সুবারা খোঁজে সকাল বিকেলে এসে
দূরে ছোঁড়া অন্বিষ্ট সুগোল বস্তু-সবুজ শেষের ঘাঁটি
শহরের ফুসফুস, আয়ুর উদ্যান যেখানে অঘরী
ঘরের উঠোন নিকানো সবুজ রুমাল-ওড়ানো কেশে
বিদেশিনী আনন্দ ফড়িং যেন, দূর্বাঘাস মাটি
মাতৃক বিভূতি, সেখানে সায়াহ্ন হীনস্বাস্থ্য হাতছড়ি।
সেই মাঠে শুনি বজ্রকণ্ঠ, কী ঘোষণা, বীজ হলো বোনা
অকাল বৈশাখী সেকি, হাতে-হাতে উঁচু যষ্টি সমন্বয়,
বাংলার গৃহ হলো দুর্গের প্রতীক, বাংলার মন
হলো সিঁদুর ইশান, হারানো সময়ে সূর্য মেঘসোনা,
সন্ত্রাসের প্রান্তিক প্রহরে জ্যোতির্ময় তুমি শক্তিধর;
তারপর দৃশ্যান্তর, মুখের সমগ্র জনগণ।
বিপ্লবের ঘণ্টাধ্বনি অবিস্মরণীয় ঝড়-পূর্বাভাষ
কে সে বন্ধুজন শব্দের সম্ভার যিনি বঙ্গোপসাগর,
অতঃপর একাত্ম সঙ্গীত, যৌথশ্রম, ফিরে-পাওয়া দেশ
ওষ্ঠলগ্ন চুমুগুলো স্বদেশের ইচ্ছামূর্তি মধুমাস
কোথায় মৌচাক—ধড়িবাজ হলাহলে ক্ষুব্ধ চরাচর,
বস্তু কি শবের মুখবন্ধ, কাফন কি কৌপন বিশেষ,
আয়ু মৃত্যু জোয়ারভাটার দোলা, সপ্তডিঙা মধুকর
বর্বর মার্কিনী ধোঁকা বাঁচি-কি বাঁচি না দ্বন্দ্ব অবশেষে।
মরণার্থী কালোত্তর, হে ঈশ্বর আল্লা, জীবন প্রহরী
খড়ের আগুন হলো পৌষের আগ্রহ, নক্ষত্রের আলো
মুক্তিসেনা চিতার শরীর, বাংলার ন'মাসী উন্মেষ
কখনো কাতর; অকাতর রক্তক্ষরা ধাবমান তরী,
অশৌচ আঁতুর ঘরে সর্ষেঝাঁক, রুদ্ধদ্বার ছায়াকালো
সেখানে আমার জন্ম—কী আনন্দ স্বাধীন বাংলাদেশ।

একটি বৃন্তে দুইটি ফুল

সৈয়দ শামসুল হুদা

শেখ মুজিবুর স্বাধীনতা
একটি বৃন্তে
দুইটি ফুল,
দুইটি ফুলের একটি মালা
বাংলাদেশের
নেইকো তুল
একটি ফুলের রক্ত মেখে
আরেকটি ফুল
তপ্ত লাল,
জয়বাংলা বজ্রস্বরে
রাতকে করে
ভোর সকাল।

দশ বছর পর
সোহরাব হাসান

বিগত বছরে আমি আপনাকে নিয়ে কবিতায় একটি
পঙ্‌ক্তিও রচনা করিনি
জানি, শব্দ ও আবেগে নির্মিত কবিতা যতই শক্তিধর হোক
কখনো তা ঘাতকের মস্তকচ্ছেদ করতে পারে না
বিগত দশ বছরে আমি আপনার আবক্ষ প্রতিকৃতিতে
একটি বারও পুষ্পমাল্য দিতে যাইনি
জান কবুল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেবল কাপুরুষের
হাতেই ফুল শোভা পায় ।

বিগত দশ বছর হয়তো ইতিহাসের নিরিখে তেমন দীর্ঘ
সময় নয়; তবু এ-দুঃস্বপ্ন এড়াতে পারি না
তবু এ-জমকালো অন্ধকার ঘিরে রাখে জীবনের সুনীল আকাশ ।
হায়, বিগত দশ বছরে ক্ষমতার বখরা নিয়ে
সেনা-ছাউনির ভিতরে ও বাইরে বহু খিস্তি-খেউর, তুলকালাম
কাণ্ড বেধেছে, স্বনামখ্যাত বহু নেতা মন্ত্রী হওয়ার লোভে
একাধিকবার বাপের নাম পর্যন্ত বদলে ফেলেছে—
বিগদ দশ বছরে অনেকেই খাল কেটে কুমির এনেছে
আবার কুমির আসার ভয়ে সে খাল ভরাট করেছে কেউ কেউ
বিগত দশ বছর কোনো শোক নয়, কেবল আপনার শূন্যতা
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আমাদের বুকে এসে ঝড় তোলে ।

আপনার মৃত্যু মানে স্বাধীনতার মৃত্যু
আপনার মৃত্যু মানে ধর্মনিরপেক্ষতার মৃত্যু
আপনার মৃত্যু মানে স্বপ্ন ও জাতীয়তার মৃত্যু
আগস্টের পনেরো তারিখের পর যে শিশুর জন্ম
হয়তো মন্ত্রের মতো কেউ তার কানে বলে দেয়নি
আপনার নাম
তবু সে জেনেছে এ মাটির সোঁদা গন্ধে
বাতাসের উদ্দাম বেগে
নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে
আপনি তো পৃথক কোনো সত্তা নন: আমাদের সকলের
প্রাণের গভীরে অবিরাম ধ্বনিত একটি নাম—শেখ মুজিব ।

লাল বাঁশি
সুজাউদ্দিন কায়সার

গতিধারা প্রতিটি বিম্বে ছুটে চলেছে নির্মাল্য বাতাসে
তুমুল প্রবাহ ছেপে জাগছে অনিমা আলোয় সে ছবি
স্থির সবুজের খোলা বুকে ফোটে বাংলাদেশ
অদ্ভুত খেয়ালি মিশ্র নিয়ে আলো আঁধার নিপুণে ।

হে সূচক ও কারিগর আকাশ প্রবাহ আঁকে
ছাঁচে সময়—চিত্ত দীঘল পাখি ওড়ে
ছায়ারোদ ডানা মেলে
নাচে স্বপ্নে স্বাধীন
ধ্বনি—চেতনালোকে লাল বাঁশি,

এ হৃদি বাংলার অমর্ত্য আঁচে
সে প্রাণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

স্থলাভিত্তিক

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

পিতা নয়; পুত্র হিসেবে তোমাকে চাই—
যেন পুত্র হিসেবে পাই।
আমাদের বিষণ্ন ব্যর্থতাগুলো, ঘৃণিত গ্লানিগুলো
শোকার্ত শূন্যতাগুলো মুছে দিয়ে—
অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো
আলোকিত করবে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল।

কৃষ্ণকালো অন্ধ অন্ধকারগুলো অতিক্রম করে
সূর্য-সকাল চাই
যে সন্তান হিসেবে পিতৃনীতির পুত্রসূত্রে পাই।

অনাদি আর অর্জিতার মাঝে দাঁড়িয়ে
আমাদের দীর্ঘশ্বাসগুলো, দ্রবীভূত দুর্দিনগুলো
কালিমা, কষ্ট-ক্লান্তিগুলো মুছে দিয়ে
বঙ্গে বিকশিত করবে মুক্তির পবিত্রতা।

বঙ্গপিতা

সমরেশ দেবনাথ

পিতা, তুমি যাই বললে—
অমনি শুরু হলো রোদন!

মৃতপুরী থেকে
ফিরে এসে দেখবে
হিজড়াদের পদভারে ভরে গেছে এই ভূগোল
প্রতিদিন এখান থেকে মুছে যাচ্ছে বীরের নাম।

লিঙ্গহীন পিশাচ
ক্ষীণ অঙ্গ বের করে দেখাচ্ছে তামাশা
আমরা ভয় পেয়ে
প্রতিটি মানুষ ঢুকে যাচ্ছি
ভীরুর খোঁড়লে,
এই মানচিত্র, হা করে, ধান রক্ত চায়
আগামী দিনের গোলাগুলিতে।

দাসের এদেশে
কেন এতো উজ্জ্বল হলে তুমি?
পিতা, মুক্তি কি জানে না এই দাসবংশ!

বাংলা থেকে বাংলাদেশ

সুফি সৈয়দ রূপক রশীদ

[স্মরণীয় : বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর পুণ্যাত্মায়]

এক ভাষা
এক জাতি আর
এক দেশ,
বাঙলা থেকে বাংলাদেশ।

স্বকীয় সত্তায় প্রত্যয়ী শ্লোগান—
চাই কালান্তরের দাসত্ব মুক্তি,
ভাব চেতন মত ও মননের স্বাধীনতা,
সংসার সমাজ ধর্ম কর্মের স্বাধীনতা,
স্বভূমে সার্বভৌম মুক্তি স্বাধীনতা।

হাজার বছরের বিক্ষুব্ধ বাসনা
চেতনায় দাবানল জ্বলে,
মেতে উঠে লক্ষ কোটি প্রাণ
যুদ্ধ মৃত্যু শোক এবং বিজয়।

স্বাধীনতা শান্তি সাম্য মুক্তি
অনির্বাণ প্রেরণায় উৎসভূমি,
বাঙলা থেকে বাংলাদেশ তুমি

সমতল পথে

সৈয়দ আব্দুস সাদিক

নিশির এবং সূর্যের স্তর নিস্তব্ধ অতিক্রম করে
আউশ আমনের সুগন্ধ মাঠ, চায়ের বাগান
পাহাড় ও বনাশ্রয়ী পরিপাট্য সীমান্ত;
আমাদের সত্তার ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের লাভা আর
টানটান প্রতিবেশে মিছিলের ঢাল পাদদেশ।

উন্মুক্ত বুক তার নক্ষত্রের বাগান অজস্র বীথিকা
দৃষ্টি রেখায় সবুজ দ্রাঘিমা—সুন্দরবন আর মাধবকুণ্ড,
ঋষিরা হেঁটে যায় সরল উত্তরীয় কাঁধে ময়নামতির পথে
শিলাইদহ হয়ে লালমাই পাহাড় থেকে শালবন বিহারে;
সন্ধিবদ্ধ সভ্যতার ভেতর পরস্পর গ্রাম ও শহর
পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড়, সমতট, রাঢ়, হরিকেল, বঙ্গ নিবেদিত।

আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভেতর
এমন অনেক কিছুই আছে
যা আমাদের জীবন গড়ে তোলে অপরূপ ঐশ্বর্যে ও মহিমায়;
আর অহংকারের কোকিল ডেকে ওঠে
ঠিক বুকের ভেতর বিশ্বাসে;
তার অনন্ত ভালোবাসা যেনো পলিমাটি উর্বরতা প্রতিদিন
পুষ্প পল্লবিত সোহাগের মগ্ন চৈতন্যে ফুল পাখিদের আহ্বান।

তারপর একরাত ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ সাল
ঘাতক ইথারে ছড়ায় বিদীর্ণ সমাচার মুজিব হত্যার
আট কোটি মানুষের বুক ভরা শ্রাবণের নদী হয়ে যায়
দারুণ শোকে
ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি হতে টুঙ্গিপাড়ার সমতল পথে।

মানচিত্র কলঙ্কিত হলো পিতার পবিত্র রক্তে
কেমন পুত্র তুমি ঘাতক! পিতাকে হত্যা করো কোন উৎসাহে?
পরিবার পরিজন তার আশ্রিত ও সুহৃদ নিহত হলো
বিনা প্রতিরোধে
সমগ্র মানচিত্র জুড়ে সে কি স্বজনহারা

বাঙালির শোকের মাতম!
তেঁতুলিয়া হতে টেকনাফ হঠাৎ বাতাস
আলুথালু হয়ে গেলো কঠিন শোকে;
ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো আকাশ
নদী ফুলে উঠলো দুঃখের ভরা জোয়ারে,
বন-বিটপীর পাতারা খসে পড়ে শোকে
পাখিরা উড়ে গেল উৎকণ্ঠায়,
কেবল সেদিন ঘাতকেরা ছিল ভাবলেশহীন।

তারপর একুশ বছর গেল, পদ্মা যমুনা মেঘনার চর জাগলো,
চর জাগলো বর্ষা গেল, বর্ষা গেল চর জাগলো
দুঃখ আর শোক খুঁটি গেড়ে বসে গেল
আমাদের বুকের উপর;
সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িকতা উসকে উঠলো
আগুনের শিখার মতো সারা দেশে;
সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধে এ অমাবস্যায়
অভিমানে আত্মহত্যা করলো।
একুশ বছর ধরে আমাদের রক্তে বাজে মিথ্যাচার
দুঃখ ও শোকের ধ্রুপদ সঙ্গীত।

একুশ বছর পর পদ্মা যমুনা মেঘনায় উঠলো উত্তাল জোয়ার
একুশ বছর পর পদ্মা যমুনা মেঘনা অববাহিকা জুড়ে
আবার মানুষের টানটান মিছিল
মিছিলে মিছিলে মানুষ ফেটে পড়ে প্রতিবাদে
'মুজিব হত্যার বিচার চাই'—'মুজিব হত্যার বিচার চাই।'

সোনার পাখি

সুফী আব্দুল্লাহ আল মামুন

মুজিব আমার সোনার পাখি
সোনার খাঁচায় বন্দি,
রাগ করেছে কয় না কথা
করবে না আর সন্ধি।
হত্যা করে জাতশিকারী
করেছে নানান ফন্দি
বুলেট বুকে মুজিব আমার
মাটির খাঁচায় বন্দি

বঙ্গবন্ধু
সাঈদ আখন্দ

তুমি ফেলে গেছো বীজ
আমি ঢালি তাতে জল
জেগে ওঠে তাই সাহসের বীজতলা।

তুমি রেখে গেলে কাব্য
সেই কবিতার ভাঁজে ভাঁজে
শব্দ-উপমা মহাকাল হয়ে বাজে।

তুমি রেখে গেছো আশা
আমি বুকে তুলে রাখি
ধমনী-শিরা-রক্ত-নেশায় নাচে।

তুমি রেখে গেলে কাল
আমি বুকে তুলে রাখি
ধমনী-শিরা-রক্ত-নেশায় নাচে।

তুমি রেখে গেলে কাল
আমি সে কালের সাক্ষী—
ক্ষুব্ধ বাতাসে কালবৈশাখীর ঝড়।

তুমি রেখে গেছো আলো
আমি সে আলো দীপ্তি
ছড়িয়ে দিয়েছি অন্ধকারের বুকে।

তুমি রেখে গেছো আলো
তুমি রেখে বিশ্বাস
আমি তাতে বিশ্বাসী
এ মাটি-মানুষ আমরাও ভালোবাসি।

তুমি রেখে গেছো বিপ্লব
আমি তার কমরেড
মুক্তির ডাকে ঝরাই এ বুকের রক্ত।
তুমি রেখে গেলে স্বপ্ন
যে স্বপ্নকে ভালোবেসে
বেঁচে আছি আজো সোনার বাংলাদেশে।

টুঙ্গিপাড়ার রাখাল
সনজীব বড়ুয়া

জানি তোমার স্বপ্ন ছিলো উঠোনভরা ধানের
স্বপ্ন ছিলো বুকের ভেতর শস্যকাটা গানের,
ও আমার স্বপ্নচাষী
আমি তোমায় ভালোবাসি।

স্বপ্ন ছিলো স্বাধীনতার—স্বাধীন হলো দেশ
রইলো জেগে বুকের মাঝে নির্যাতিতার কেশ,
ও আমার স্বাধীনতার পাখি
অন্ধকারে হারিয়ে গেলে নাকি?

স্বপ্ন ছিলো তোমার মনে—নদীর ঘাটে ঘাটে
ভিড়বে তরী, গাইবে রাখাল পৌষ বিকেলের মাঠে,
ও আমার স্বপ্নপ্রিয় টুঙ্গিপাড়ার রাখাল
তুমি নেই তাই দেশ জুড়ে আজ আকাল

সিংহের জন্য প্রার্থনা
সরকার মাসুদ

লোহার শিকের ভেতর ঘুরছে এক অতুল সিংহ
এই সিংহের দরদি ইমেজ সারা পূর্ববাংলা জোড়া
চোখে ধাঁধানো শহর থেকে হারিকেন জ্বলা
প্রতিটি সুন্দরগঞ্জ তার নাম জানে
তার ভালোবাসার অতুল প্রকৃতি!

গোলাপগঞ্জে বনানীতে বেড়ে ওঠা সিংহ
আরো বড় হলো, উঁচু হলো রমনার-পল্টনের নিবিড় ছায়ায়
শেষবার রেসকোর্সে গর্জে উঠেছিল
উত্তাল সমুদ্রের আর্দ্র ভাষায়, বন্দি হওয়ার আগে।

ডানাকাটা কালো কোট ঐ সিংহের গায়ে
মোটা ফ্রেমের চশমার ওপারে জ্বলে
বিসুভিয়াসের চোখ!
ঠোঁটে পাইপ চেপে সিংহ খুব ধীর পায়ে হেঁটে চলে
খাঁচার ভেতর।
গুণমুগ্ধ মানুষেরা তার জন্য প্রার্থনায় গলে যাচ্ছে
সকালে-সন্ধ্যায় : হা ঈশ্বর, সাত কোটি মানুষের
দ্রোহ আর তেজ যার বুকে তাকে শক্তি দাও
খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার,
হা ঈশ্বর, গণদেবতার ভালোবাসার আকাশ
এত মেঘে ঢাকা কেন আজও!

বহুদূর থেকে আসা প্রার্থনার তরঙ্গ সঞ্চায়িত হচ্ছে
অতিসিংহের সিংহ-হৃদয়ে; পেছনে কোমরে হাতে হাত চেপে
সকালে-সন্ধ্যায় ঘোরার মাত্র বেড়ে যাচ্ছে তার
সুস্বপ্নের রাত দীর্ঘ হচ্ছে তার...

বিশাল একটা নৌকা দুলছে তাকে নিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে।

গোলাপটি ঝরে গেলো
সৌরভ জাহাঙ্গীর

গোলাপ ঝরে গেলে
পাতারা বড় বেশি কষ্ট পায়
শোকের ছায়ায় নামে ঢল
শীতার্তের কান্না, ধু-ধু বাতাস হিম উত্তরে বাতাস
কান্না ছাড়ায়, সবুজ পাতায় কষ্টের কালো মেঘ জমে।
একটি গোলাপ ঝরে গেল আর
বেদনার পেণ্ডুলামে দিশেহারা বৃক্ষ
খাঁ-খাঁ মৃত্তিকাকে দিতে সুশীতল ছায়া
তৃষ্ণার্ত চাতককে দিতে নিবারণ বারি আর
হাড্ডিসার শ্রমিক-মজুরের কাতরতায় ছিল যার
লেনিন স্বপ্ন, স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকর।

কৃষাণীর ঊর্ধ্বমুখীর হাতে দিতে কুলোভর্তি ধান
আর শানকিতে শাদা ভাতে নালতের শাক।
সেই গোলাপটি ঝরে গেল ১৫ আগস্টে
আহা! সেই একটি গোলাপ।

পিতা প্রমিথিউস : ২
সন্ত শাওন

ঊনত্রিশ বছরের কালোরাত্রি, বুকের ক্ষত
নিঃশ্বাসের বিষ। স্বজনের বিশ্বাসহীনতা
পাখিদের পরিত্যক্ত উঠোন। বৃষ্টি শূন্য মেঘ
সকল বেঈমানির ধারা অব্যাহত পিতা

তোমাকে কেমন করে প্রতিশ্রুতি দেবো!
তোমার দেয়া মানচিত্র আমার জীবনের মতো করে
ভালোবাসবো! তোমার স্বপ্নগুলো খুঁটে খুঁটে
আমার স্বপ্নের আকাশটাকে সাজাব স্বপ্নের মতো

তোমাকে কেমন করে কথা দেব!
তোমার ভালোবাসার সেইসব মানুষ—
কামার কুমার জেলে তাঁতি কৃষক ধোপা নাপিত
যারা মানুষের তালিকা থেকে বাদ পড়া মানুষ
ওদের হারিয়ে যাওয়া ঠোঁটের হাসি
কেমন করে ইথার থেকে তুলে তুলে আমার
ঘাসের জমিনে ফুটাব বরষার কদম!
তোমাকে কেমন করে শুনাব সেই গান!
যে গানে—বায়ান্ন চুয়ান্ন বাষট্টি ছিষট্টি
ঊনসত্তর সত্তর একাত্তরের আকাশ
বজ্র-মেঘের ফুলে ফুলে সাজিয়ে ছিল সাহসী মানুষ।

পিতা প্রমিথিউস—বড় পাপে ডুবে আছি পিতা
আমার আকাশে আকাশের রঙ নেই
আমার মেঘ আমাকে বৃষ্টি দেয় না
আমার নদী জলে আমার তেষ্টা মেটে না
আমার পাখি আর ভালোবাসার গান গায় না

আবার ডাকো পিতা, বজ্র-মেঘের মতো ডাকো
'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম,

শেখ মুজিবের নাম
সারওয়ার-উল-ইসলাম

রোজ সকালে সূর্য ওঠে
কাজল বিলে শাপলা ফোটে,
নিভু নিভু জ্বলে তারা
আকাশটাকে দেয় পাহারা,
দূর পাহাড়ের সবুজ ঘাসে
নাম না জানা ফুলরা হাসে,
রাখাল ছেলের হাতের বাঁশি
কাস্তে হাতে গাঁয়ের চাষী,
মেঘনা বুকে দলে দলে
পাল উড়িয়ে নৌকা চলে,
এসব ছবির দিকে আমি
যখন তাকালাম—
দেখি তাতে লেখা আছে
শেখ মুজিবের নাম।

ভাস্কর
স্বর্ণা নাজনীন

অগ্ন্যুৎপাতের কথা ছোটবেলায় পড়েছি
পড়তে পড়তে বাড়ন্ত আমিও একদিন—
থই থই মধ্যরাতের সময় থমকে দাঁড়ায়
কোলাহল অন্ধকারে দিগ্বিদিকে জ্ঞানশূন্য
মানুষ-ভয়ার্ত চিৎকার হাহাকারে
রক্তাক্ত ঢাকার জনপদ—

এমনি করেই সশস্ত্র হানাদারের বর্বর হামলা
বাংলার অন্তরে অন্তরে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ
স্বাধীনতা-স্বাধীনতার প্রথম স্বাদ আমার প্রথম ক্লাস
হাড়িদিয়া প্রাইমারী স্কুল—আমার সোনার বাংলা আমি
তোমায় ভালোবাসি সুরে সুরে বাতাসে আকাশে
সে-কি মুক্তির স্ফুলিঙ্গ-গোঁত্তা খায়া ছোট্ট বাম পাঁজরের
রন্ধ্রে রন্ধ্রে—পূর্বে আমের বাগান পশ্চিমে স্কুলের মাঠ
মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চাপকল পুকুর-দক্ষিণমুখী
পাকা একতলা দালানের পেছনে গেরস্থ বাড়ি
জানালার ফাঁক গলে উঠোনে শুকনো চকচকে ধানে চোখ
চুন্নু স্যারের চোখ রাঙানি—যখন আসবো চঙ্গের মই,
এইবা হাসন থাকবো কই তাল লয় ছন্দে—
আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার
হাঁটুজল থাকে। বাংলা ভাষা মুক্তিযুদ্ধ
স্বাধীনতা প্রত্যেকটি বাঙালির মনে তোমার এ কীর্তি চির ভাস্বর—
আমার মাতৃভূমির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পনেরো আগস্টের এলিজি
সিরাজুল এহসান

আগস্ট মাসের পনেরো তারিখ দিনটি ভীষণ কালো
হঠাৎ করেই নিভে গেল বাঙালিদের আলো

আকাশ কাঁদে, বাতাস কাঁদে, কাঁদের বনের পাখি
রক্তভেজা মাটি বলে এ লাশ কোথায় রাখি।
আলোর মহল কেড়ে নিলো খুনি আঁধার কালো।

জলের জলে নদী ভরে, সবুজ জমিন লাল
ফসলের ক্ষেত্র দখল নিল ঘাতক পঙ্গপাল।
উল্টো স্রোতে ভাসতে থাকে জাতির ইতিহাস
বুকের রক্তে হয়ে গেলো আগস্ট শোকের মাস।

একজন চিত্রশিল্পীর কথা

সাবিহ মাহমুদ

আজ আগস্টের পনেরোতম সন্ধ্যা, মধুমাখা চাঁদ উঠেছে মাথার ওপর
মধ্যরাত অব্দি আমি ঘুমুতেই পারলাম না
আমি যে খামারবাড়িটির স্বপ্ন দেখতাম
রাত্রির মাঝজোছনার দেয়াল টপকে
কারা যেন ঢুকে পড়েছে সে স্বপ্নের বাগানে আমার
আমি বরাবরই দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে ছিলাম
মহানবীর জামাতা হজরত ওসমানের মতো
আমি জানতাম মানুষ মানুষকে
রক্ষা করতে পারে না তার জন্য তা শোভনীয়ও নয়
ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দরজায়
নেই কোনো পাহারাদার। বাগানের কোথায় কোথায়
সুপেয় নির্ঝরণীর মতো জলের ফোয়ারা হবে
তা আঁকতে আঁকতে ডুবে গেলাম স্বপ্নের ভেতর।
আমার বাঁ হাতে ছিল একটি পাইপ
আমার সন্তানেরা যেমন ভূমিকর্ষণের মাঝে ছেদ দিয়ে
অথচ বাচ্চা ধানগাছের নিড়ানির ফাঁকে ফাঁকে
হুঁকোর টানে শক্তি সঞ্চয় করে
আমিও তেমনি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে পাইপটি ফুঁকছিলাম।
কোথায় কোথায় আমার সন্তানদের ঘরগুলি
নির্মাণ করবো; আমি সে কক্ষগুলির স্থাপত্যকলায় ডুবে যাচ্ছিলাম
আমি আঘ্রাণ হয়ে শুঁকছিলাম দক্ষিণের বেমক্কা বাতাস
ঘরগুলিতে ঢুকে মৌ মৌ গন্ধে ঢেকে ফেলবে; ঢেকে ফেলবে
তাদের পোশাক আর ভাতের টেবিল।
বাগানের ঠিক মাঝখানে যে সবুজ বৃক্ষটি আছে
অনেকটা জলপাই রঙের মতো
যা ছিল খুবই গাঢ় এবং উজ্জ্বল
আমি আমার মোটা ফ্রেমওলা চশমার ফোকাসে তীক্ষ্ণভাবে
দেখছিলাম; আমার বাঁ হাতে তখনও পাইপটি,
যা আমাকে অসংখ্যবার প্রেরণা ও উদ্দীপনা যুগিয়েছে

আমার ডান হাতটি তখনও ড্রয়িংয়ের ওপর
আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই, আমাকে আমার চোখ

মুহূর্তে পারস্য গল্পে নিবদ্ধ করল,
বীর রুস্তম অজ্ঞাতে হয়েছে সন্তানের হন্তারক।
কিন্তু সন্তান কি কখনও পিতাকে! নাহ্
আমি আর ভাবতে পারছি না,
আমি ভাবতেই পারছি না,
আমি ভাবতেই পারছি না কি করে
আমার আঁকা ছোট্ট ড্রয়িং থেকে
এক এক করে সশস্ত্র জলপাই রঙের মানুষ লাফিয়ে-পড়ছে।
এখন আমি অনেকটা মূর্তির মতো অসার
আমার পা সিঁড়ির সর্বোচ্চ বিন্দুতে স্থির
তবে কি একটু পরেই অসমতল এ ধাপগুলো ভেঙে
আমি ঢলে পড়ব নিচে, অমরতার দিকে
আমার হাতে কি তখন পাইপটি জ্বলতে থাকবে?
যা আমার উদ্দীপনা, আর আমার ড্রয়িং ও তুলিটি
অর্থাৎ আমার স্বপ্ন আর আমার সন্তান
এবং আমার সাদাসিধা চশমাটি
যা আমাকে বস্তুর সঠিকত্ব নির্ণয়ে সাহায্য করতো?
তবে কি এই আধোজোছনাই আমার শেষ জোছনা?
তাহলে আমার পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের খামারবাড়িটির কী হবে?
আমার সন্তানদের কারুকার্যময় সুরক্ষিত কক্ষসমূহ?
আর তাদের পোশাক ও ভাতের টেবিল ও সৌরভের কী হবে?
তাদের জন্য নির্মাণাধীন জলের ফোয়ারাসমূহের কী হবে?
এবং তাদের প্রগাঢ় সবুজ উদ্যানের কী হবে?

পিতার অনূদিত কণ্ঠা : এসেছি শান্তির দেবদূত
সমর চক্রবর্তী

আমি জন্মলোভে রাঙাতে চেয়েছি তরুণ মাটি প্রণয় চিহ্নে;
যুদ্ধের অমর শিল্পী হতে শহীদ হবার লোভে আসিনি আমি,
পৃথিবীর সহস্রকোটি মাতৃ জরায়ু ছিঁড়ে
বারবার শোধরাতে এসেছি বাংলায় আমার জন্ম ঋণ,
একী জন্মলোভ আমার—পৃথিবীর সমান বয়সী মানুষ আমি!

পিতা পরাধীন স্বপ্নের যে সশস্ত্র অন্ধকার আমার প্রতিবেশী
বাংলার জলবায়ুও তার চেয়ে ভালো জানে ইতিহাসের চোখের বর্ণনা,
বিশ্ব সভ্যতার কাছে চিঠি লিখি প্রার্থনায় নয় মুদ্রিত অনুভব
জন্ম যেন না হয় বিজনক গৃহে, না-হয়ে যেন প্রসবে কোনো সবুজ চৌচির!

শোষকের কাছে নতজানু নই আমি বাঙালি,
রক্তচিত্রের মৌন আলো আগস্টের শোক
ওই দ্যাখো সাজায় কালের পাশে অসীম,
বন্দনাগীতে আঙুল তুলে কথা বলে তবু রঙিন উৎসব!
শোকগুলো বেঢপ হাসে, পরিবর্তিত জলবায়ুর ভাষায়!

আমি তো আমার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় রেখেছি হে প্রজন্ম—তোমাদের জন্য!
কত জন্ম আর ঋণ রবে—যুদ্ধ রবে পৃথিবীতে, হৃদয়ের ছুরিতে হারাবে হৃদয়
ধ্বংসের দুঃশাসন হাতে সোনার সিংহাসন লোভে আসিনি আমি,
সৃষ্টি লোভে বারবার এসেছি আমি বাংলায় শান্তির দূত ।

শোক দিবস
সঞ্জীব হাউলী

দিনটি ছিল ১৫ই আগস্ট
আঁতকে উঠল বিশ্ব মানব,
সংবাদ এল বেতারে
প্রিয় মুজিব নেইরে ।

আকাশ কাঁদে, বাতাস কাঁদে,
মানুষ কাঁদে নীরবে ।
কাঁদতে দেখলে মারবে ডাণ্ডা,
বাঙালি জাতিকে করবে ঠাণ্ডা ।
জারি করল মোস্তাকেরা,
খুশি হল দালালেরা ।

কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে
একুশটি বছর উৎরিয়ে,
মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা
সংগ্রাম করে যায় বাঙালিরা
সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে
বাঁচিয়ে রাখল শোক দিবসকে ।

তিনি আমাদের পরম পুরুষ

সাদিক মোহাম্মদ

আমাদের মাতৃভূমি
প্রিয়তমা স্বদেশ
যখন পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়নি
তখনই এর ভ্রূণ সৃষ্টি হয়েছিলো
একজন আলোকিত মানুষের বুকে!
সেই ভ্রূণ
উদার হৃদয়ের উষ্ণতায়
দিনে দিনে লালিত হয়ে
একদিন উদ্ভাসিত হয়েছিলো
পৃথিবীর মানচিত্রে—'বাংলাদেশ'।

তিনি আমাদের পরম পুরুষ
হাজারো বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি;
যাঁর স্বপ্নে রূপায়িত হলো
আমাদের অস্তিত্ব নির্ভরতার আশ্রয়
হে মহান স্বপ্নের রূপকার হে নির্ভীক বীর
তোমার জাগ্রতায় প্রকম্পিত ছিলো যারা;
সেই মূর্খ দানবেরা জানতো না
রক্তের স্রোত বেয়ে বেয়ে
তোমার চেতনা মিশে যাবে
এই উর্বরা মাটির প্রতিটি কণায়!

যাঁর স্বপ্ন অস্তিত্বময় সাবলীল
মৃত্যু তাঁর জাগ্রত কোনোদিন মুছে দিতে পারে না!
তোমার কাছে চেতনার অর্থ
নিছক আমাদের মতো নয়;
বরং স্বপ্নাতুর তুমি আরো সক্রিয় সৃষ্টিশীল;
আর নিদ্রা তোমার—স্বপ্ন বিলাস
হে মহান পিতা—হৃদয়ে নিরন্তর স্বপ্ন লালন করে
তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও;
আমরা তোমার স্বপ্নের সন্তানেরা
জেগে আছি থাকবো!

স্বাধীনতার মূল্য

সৈয়দ আসিফ শাহাকার

[বাংলাদেশের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য]

বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতার জন্য তোমাকে অভিনন্দন
এই স্বাধীনতা কোনো দান নয়
কোনো স্নেহ সম্প্রদান নয়
বাংলাদেশি, তোমার স্বাধীনতার যে শক্তি রয়েছে
এ তোমার রক্ত ও অশ্রু থেকে আসা যার প্রতিটি ফোঁটায় আগুনের ফুলকি
যেন লোহা ও বারুদের এক উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি
যখন তোমার পায়ের মধ্যে ডাইনীর ধারালো নখর
তখন তুমি তোমার সন্তানকে বলী দিয়েছো জল্লাদের হাতে
এ ছিলো স্বাধীনতার জন্যে তোমার উৎসর্গ

বঙ্গবন্ধু, আমি জানি, তোমার স্বাধীনতার আড়ালে
কত মানুষের বিলাপ ও কান্না লুকিয়ে আছে
তোমার উৎসব যত আলো, এই আলোর নিচে রক্তের প্রবাহ
এই আলোর নিচে সন্তানের সম্ভ্রম
তোমার হাসির আড়ালে তুমি লুকিয়ে রাখো নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুর স্মৃতি
কিন্তু বাংলাদেশি, এই স্বাধীনতা তোমার কোনো গহনা নয়
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো সম্পদ নয়
এই স্বাধীনতা অনেক মূল্য দিয়ে পাওয়া
এই মূল্য জীবন দিয়ে শোধ করেছে তোমার সন্তানেরা
তারাই ছিনিয়ে এনেছে তোমার জন্য এই গৌরব

বঙ্গবন্ধু এ স্বাধীনতার রয়েছে অনেক ঋণ
এই ঋণশোধ হয়েছে তোমার হাজারো সন্তানের শক্তি ও মুক্তি দিয়ে
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার আজো শেষ হয়নি
তোমার সন্তানদের যুগে যুগে স্বাধীনতার জন্যে
সতর্ক প্রহরী হতে হবে, দেশে দেশে কালে কালে

বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতার জন্যে অভিবাদন তোমাকে
এ স্বাধীনতার অনেক মূল্য আছে জানি।

অনুবাদ : মোহাম্মদ সাদিক
ভূমিকা : আসিফ শাহাকার একজন উর্দুভাষী, বর্তমানে সুইডেন প্রবাসী কবি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলার জন্যে কারারুদ্ধ ও নির্যাতিত হন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একাধিক কবিতা লিখেছেন।

বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডি

হুমায়ুন কবীর চৌধুরী

বিস্ময়ে বিমূঢ় আমি,
শোক ও বেদনায়
হতবাক আমি—
স্বজন হারার আর্তচিৎকার,
চারপাশের আহাজারি
আমাকে নিথর করে দিয়েছে
আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

আহা! ওরা শুয়ে আছে
কত আশা, কত ভাষা
ওদের বুকের খাঁচায়
বন্দী হয়ে আছে।
রাসেল কোনদিন হাসবে না
বাবা বলে ডাকবে না
বিজয় দিবসে ফিরে আসবে না
সেদিন—
সারাদেশ কেঁদেছিল
সারা জাতি কেঁদেছিল
ভেঙেছিল সবার বুকের পাঁজর।

অথচ কী আশ্চর্য
রাসেল বেঁচে আছে
বিজয় দিবসেই,
স্বাধীনতার বিশ্বাসে
বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডি
এখনও যখন পাশ দিয়ে যাই
কানে বাজে বুলেটের আওয়াজ
বুকফাটা আর্তনাদে
আর একটা কণ্ঠ,
ওরে তোরা থাম
তোরা থাম
ওরা থামেনি

এখনও রক্ত ঝরাচ্ছে
স্বাধীনতার স্বপক্ষের লোকদের।

কিন্তু, ইতোমধ্যে
নির্ঝরের স্বপ্ন
তন্দ্রা টু'টে গেছে মহাকালের
মহা প্রলয়ের দুর্জয় নিনাদে
বিসুভিয়াসের প্রলয় হুঙ্কারে।
আবার জেগে উঠেছে মুক্তির সেনারা
তাই আজও শুনতে পাই
সেই বজ্রকণ্ঠ—
'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।'

মহামানুষ
হাবীবুল্লাহ সিরাজী

আমাদের একটি জাতীয় উদ্যান আছে
জাতীয় ফুল, ফল, পাখি ও পশু
এমনকি মাছ অব্দি আছে–
আমাদের একটি জাতীয় পতাকা আছে
জাতীয় দিবস, ভাষা ও সঙ্গীত থেকে
একজন জাতীয় কবিও আছেন।

একদিন ধর্মের পালকিতে চ'ড়ে
পুব-পশ্চিমের সড়ক ধরে হৈ-রৈ করতে-করতে
লুঙ্গি ও পাগড়িতে গিঁট বেঁধে গেলে
ভাষার পালে হাওয়া লাগলো;
পদ্মা-যমুনা পার হ'য়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পৌঁছে
উত্তরের আশ আর দক্ষিণের শ্বাস এক হতে-হতে
পলি ও বালির মধ্যে গতরের গন্ধে সীমারেখা হলো;
আমাদের একটি দেশ হলো, বাংলাদেশ।

তারপরও বাঙালি শব্দটি চিৎ-উপুড়
শাপলা-দীঘিতে ডুবে ও ভেসে
ন্যাতা-ত্যানা, ছেঁড়া-ফাটা, ধন্দে সমাসীন!
আমাদের সমুদয় জাতীয় সম্পদের সঙ্গে
সেই বাঙালি মহামানুষকে নিয়ে কত সংকট?

তাঁর তর্জনীর গর্জনে
হালিম আজাদ

মধুমতির সতেজ জল শোন। শোন পল্টনের অমলিন
ঘাসের বিহান
মরণের খুবলে খাওয়া এই যে জ্বলজ্বলে কালিমার
স্রোত ভুলে যাও

জানো কি?
তোমাদের সত্তার মর্মরে এখনো দিব্যি ভেসে আসছে
এক-কীর্তিমান জ্যোৎস্নার আহ্বান। ভাইসব ভয় নেই।
আবার সরবে—
উচ্চারণ করো তাঁর অমর তত্ত্ব —কালজয়ী কাব্য শিহরণ।
'রক্ত যখন দিয়েছি—রক্ত আরো দেব—এ দেশের মানুষকে
মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' কণ্ঠে কণ্ঠে—বেগবান
কোরাসে ধারণ করো অসির এই স্বরূপ—এই লোকজ ঠিকানা।
যে ইশারা ছুঁয়েছিল স্বাধীনতার উচ্চকিত পথে পথে যুদ্ধে
সমুদ্রে জয়ের ক্যানভাস। তাঁর মহাযুদ্ধের ডাক শুনতে শুনতে তাবৎ
গণপ্রাণ—উড়িয়েছিল মুক্তির পাল।
তাঁর তর্জনীর উত্তাল গর্জনে কেঁপে উঠেছিল জল্লাদের আসর।
তাঁর হুংকারে—পৃতিবীতে যে উত্থিত হয়েছিল এক নবজাতি,
তার ভালোবাসার তুড়িতে পৃথিবীতে যে সৃষ্টি হয়েছিল গর্বিত
বাঙালি—বাংলাদেশ।
সেই মহাকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান আবারও ডাকছে তোমায়—
তা কি শুনতে পাও হে আম্রকানন।

শোন তাণ্ডখচিত বিবর্ণ কালের সন্তান,
শোন নিঃস্ব বাতাসে নুয়ে পড়া শীর্ণ ঘুঘুর লেজনাড়া প্রহর,
যে কোকিল একাত্তরের পৃথিবীকে মুক্ত বায়ুর বাগানে দিয়েছিল ঠাঁই।
হে মানুষ গর্বিত কালের মানুষ—তোমাকে আবারও ডাকছে
সেই মহামানব। যাঁর বর্ণিল সংগ্রামে, স্বাধীনতার ঘোষণার
ক্ষুধার্ত-অপমানিত জগৎ ফিরে পেয়েছিল ঘুরে ফেরার
দুর্বিনীত তরবারি।
যাঁর হাতে হাত রেখে তোমরা গড়েছিল চিরন্তন স্বাধীন—
সবুজাভ বসতভিটা।
সে-ই তো আমার চিরকালের মহাজাগরণ—মূর্তিমান রাখাল,
সে-ই তো একদা শুনেয়েছিল দীপ্ত গহনের উর্নভ বয়ে চলা।
আজ সেই নির্ণয়ে হোক আবার চারপাশে আলোকিত করার
বলবান শিহরণ। হোক কাতর রাতের দুঃখ মুছে দেওয়ার বলবান শিহরণ।

কিংবদন্তির বঙ্গবন্ধু
হাবীব ইমন

কিংবদন্তি হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু;
সুস্মিতার হাতে ছিলো লাল রক্তের গোলাপ
তাও আজ বিধ্বস্ত—
বঙ্গবন্ধুর অস্তিত্ব আজ আমার কাছে স্মৃতি হয়ে গেছে
আমি সেই স্মৃতি রোমন্থন করি, প্রতিদিন।

হৃদয়ে আজ প্রেমের কুয়াশা স্নিগ্ধ কোমল
পরস্পর ভালোবাসার জন্মে যে প্রেম
তাও—
চৈতি হাওয়ার সাথে কোথাও যেন যায় হারিয়ে
অনেক প্রহর-দ্বিপ্রহর কেটে গেছে আজ
বসন্তের সুনসান সুর তুলে যাচ্ছে অবিরত
কোথাও যেন শান্তি নেই—
সবই বিষাক্ত
আমার উদাসীন অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছে
কোনো এক স্বপ্নচারী
কিন্তু আমি জানি
তিনি তো কিংবদন্তির পথরেখায়
আমার সে সঙ্গীত কিংবদন্তি আজ হয়ে গেছে;
আমার সকল ভালোবাসা আজ কিংবদন্তি হয়ে গেছে
কিংবদন্তি বঙ্গবন্ধু।

Northern University * Bangladesh * LIBRARY

শেখ মুজিবুর রহমান
হোমায়রা নাজনীন সোমা

পাখি সব করে না রব
ফুল ফোটে না বাগানে
নদী বয়ে যায় না কুল কুল ধ্বনিতে
মৌমাছি নাচি নাচি করে খায় না ফুলের মধু।

পাখিরা ফেরে না নীড়ে
মৌমাছি পাখি ফুল নদী
কারও ভেতরে মিলিত সুর নেই
কোথায় যেন ছিঁড়ে গেছে তার।

মানুষেরা বিদ্রোহ করে।
মিছিল করো
শ্লোগান দাও
সভা করো
সমিতি করো
গাও আব্রাহাম লিঙ্কনের গান
প্রতিষ্ঠিত করো জনগণের সরকার
জেগে উঠুক আবার জেগে উঠুক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।